পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1651, Saturday, October 18, 2025 FREE www.parichoy.com

জুলাই সনদ নতুন বাংলাদেশের সূচনা বললেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

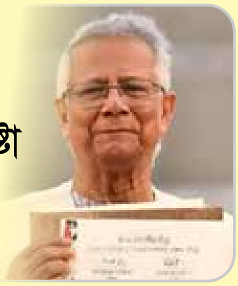

আরো আছে...

■ কর্মসংস্থানের অভাব বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা ও অভিবাসন ঝুঁকি বাড়াবে বললেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা - ৫ম পাতায়

■ ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালাতে সিআইএকে অনুমোদন ট্রাম্পের - ৫ম পাতায়

■ সিলেটের বন থেকে যে সুগন্ধি পৌঁছায় ফরাসি ব্র্যান্ড ক্রিডের অভিজাত বিপণিতে - ৫ম পাতায়

■ সৌদি আরবে ১২৫ কিলোমিটারজুড়ে সোনার খনির সন্ধান - ৫ম পাতায়

■ দুই জনের মধ্যে আড়াই ঘণ্টার ফোনালাপ, ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে ট্রাম্পকে কড়া হুঁশিয়ারি পুতিনের - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধের দাম কমাতে অ্যাস্ট্রাজেনেকার সঙ্গে চুক্তি করলেন ট্রাম্প - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ রুশ তেল কেনা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মোদি, দাবি ট্রাম্পের - ভারত বলছে 'ফোনালাপই হয়নি'- ৭ম পাতায়

■ বৈশ্বিক অঙ্গনে সবচেয়ে অগৌরবের পরিচয় হয়ে উঠছে বাংলাদেশী পাসপোর্ট - ৮ম পাতায়

■ ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে জাতীয় নি র্বাচনের তপশিল জানালেন সিইসি এএমএম নাসির উদ্দিন - ৮ম পাতায়

বিরল খনিজ: ট্রাম্পের বেদনার জায়গা খুঁজে পেয়েছে চীন

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

ভয়াবহ আগুনে পুড়ছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ, ৫ ঘণ্টায়ও নেভেনি

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Attorneys at Law
Accident cases
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
* Income Tax * Business Tax & Audit
* Sales Tax * Business Setup
* Payroll * IRS Tax Problem resolution
718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৩ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
Proprietary School
NYS Education Department Licensed Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
পরিচয়
TARIFFS
ট্রাম্পের 'অর্থনৈতিক স্বর্ণযুগ' আমেরিকানদের খরচের বোঝা বাড়াবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপে শঙ্কায় বাংলাদেশ
CHAUDRI CPA P.C.
Aasha Home Care LHCSA
Aladdin
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

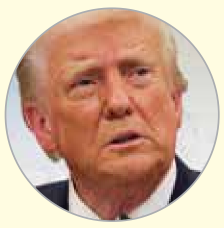

● পুতিন-জেলেনস্কির 'ঘৃণা' ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধের প্রধান বাধা - প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● আজ যে জুলাই সনদ স্বাক্ষরিত হলো, এর মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশের সূচনা হলো। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিবর্তন হবে। এর মাধ্যমে আমরা বর্বরতা থেকে সভ্যতায় আসলাম। আমরা এমন সভ্য হবো যে, মানুষ আমাদের দেখে ঈর্ষান্বিত হবে - ড. ইউনূস

● জুলাই আন্দোলনের অগ্রদূতদের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সনদই অর্থবহ হবে না - বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান

● জুলাই সনদ স্বাক্ষরের দিনেও দাবি আদায়ে জুলাই যোদ্ধাদের রাস্তায় নামতে হয়েছে, এটা লজ্জার - জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান

● জাতীয় ঐক্যের নামে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা হচ্ছে: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম

● জুলাই সনদের ক্ষেত্রে যদি এমন হয় তাহলে কিছুদিন পরে দেখা যাবে অভ্যুত্থানটাই নাই হয়ে গেছে। - জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম

● আর রাস্তায় নয়, সমস্ত কর্মকাণ্ড সংসদকেন্দ্রিক করতে হবে - বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

● বাংলাদেশে বৈধতার বদলে নতুন বিতর্ক জন্ম দিতে পারে গণভোট - টেলিভিশন অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রার সঞ্চালক জিল্লুর রহমান

ভয়াবহ আগুনে পুড়ছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ, ৫ ঘণ্টায়ও নেভেনি

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমদানি পণ্য রাখার কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে লাগা এ আগুন পাঁচ ঘণ্টায়েও নেভেনি। এতে দেশের প্রধান বিমানবন্দরটিতে সব ধরনের বিমান ওঠানামা সাময়িকভাবে বন্ধ। এখানে নামতে না পেরে ফ্লাইটগুলো যাচ্ছে অন্য বিমানবন্দরে।

শনিবার ১৮ অক্টোবর দুপুর আড়াইটার দিকে কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। খবর পেয়েই ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকটি ইউনিট ঘটনাস্থলে রওয়ানা হয়। পরে আগুন ছড়াতে থাকলে ইউনিটের সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম জানান, ১৩টি ফায়ার স্টেশনের ৩৭টি ইউনিট আগুন নেভাতে কাজ করছে। পাশাপাশি কাছ থেকে আগুন নেভাতে আনা হয়েছে 'রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবট'। এ রোবট মানুষের সাহায্য ছাড়াই খুব কাছ থেকে আগুনে পানি নিক্ষেপ করতে সক্ষম। এছাড়া যেখানে আগুনের শিখা রয়েছে সেখানেও পানি দিতে পারে রোবটটি।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কার্গো সেকশনে সংঘটিত অগ্নিনির্বাপণে কাজ করছে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর দুটি ফায়ার ইউনিট এবং নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনী। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপ-পরিচালক মো. আশিকউজ্জামান জানান, বিমানবন্দরে

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

কর্মসংস্থানের অভাব বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা ও অভিবাসন ঝুঁকি বাড়াবে

বললেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে প্রায় ১২০ কোটি তরুণ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কর্মক্ষম বয়সে পৌঁছাবে। অথচ বর্তমান প্রবণতা অনুযায়ী তৈরি হবে মাত্র ৪০ কোটি চাকরি। এই বিশাল ফারাক, প্রায় ৮০ কোটি তরুণ, হয় বৈশ্বিক অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে পারে। নয়তো কর্মসংস্থানের অভাবে অস্থিরতা ও অভিবাসনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ২০২৫ সালের বার্ষিক সভার এগ্রিকানেক্ট ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টে এসব

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালাতে সিআইএকে অনুমোদন ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলায় গোপন অভিযান চালানোর জন্য মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে (সিআইএ) অনুমোদন দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্থানীয় সময় বুধবার (১৫ অক্টোবর) এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি নিজেই।

গত কয়েক সপ্তাহে মার্কিন বাহিনী ক্যারিবীয় অঞ্চলে সন্দেহজনক মাদকবাহী নৌকার দোহাই দিয়ে অন্তত পাঁচটি হামলা চালিয়েছে। এসব হামলায় ২৭ জন নিহত হয়েছেন। জাতিসংঘ নিযুক্ত মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা একে 'বিচারবহির্ভূত হত্যাযজ্ঞ' বলে উল্লেখ করেছেন।

হোয়াইট হাউসে দেওয়া বক্তব্যে ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, ভেনেজুয়েলা অঞ্চলের মাদক পাচার ঠেকাতে স্থলভাগেও অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র।

নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের অনুমোদনের কারণে সিআইএ

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

সৌদি আরবে ১২৫ কিলোমিটারজুড়ে সোনার খনির সন্ধান

পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে বিশাল এক সোনার খনিড়্যার বিস্তৃতি প্রায় ১২৫ কিলোমিটারজুড়ে। দেশটির ইতিহাসে এটিকে সবচেয়ে বড় সোনার ভাণ্ডারগুলোর একটি হিসেবে দেখা হচ্ছে। নতুন এই আবিষ্কার সৌদি অর্থনীতিতে এক বিশাল সম্ভাবনার

দ্বার খুলে দিয়েছে। খবর দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনালের।

রাষ্ট্রীয় খনিজ কোম্পানি 'মাআদেন' জানিয়েছে, মক্কার মানসুরামাসারাহ সোনার খনির দক্ষিণে সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে বিপুল পরিমাণ সোনার উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি টন মাটিতে সর্বোচ্চ ২০.৬ গ্রাম সোনা পাওয়া গেছেড়্যা আন্তর্জাতিক মানে "অত্যন্ত সমৃদ্ধ" হিসেবে গণ্য।

মাআদেনের

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

সিলেটের বন থেকে যে সুগন্ধি পৌঁছায় ফরাসি ব্র্যান্ড ক্রিডের অভিজাত বিপণিতে

পরিচয় ডেস্ক: সারা বিশ্ব সিলেটের জালালী আগারউডকে ক্রিডের 'উদ জারিয়ান'-এর সঙ্গে যুক্ত করে চিন লেও ডিওর, লুই ভিতোঁর মতো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলোর সঙ্গেও তাদের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

কিছু গল্প শুধু ঘ্রাণে ভাসে। প্যারিসের ঝলমলে কোনো বিপণি থেকে ভেসে আসা অভিজাত এক সুবাসের উৎস খুঁজতে গেলে হয়তো অবাকই হতে হবে। কারণ, সে গল্পের শেকড় লুকিয়ে আছে আমাদের সিলেটের গহিন অরণ্যে।

ফরাসি সুগন্ধি নির্মাতা 'হাউস অব ক্রিড'-এর বিখ্যাত 'উদ জারিয়ান' (ঙঁফ তধৎরধহ) সেই গল্পই বলে, যার শুরুটা প্যারিস বা লন্ডনে নয়, সিলেটের মাটিতে।

প্রায় চার শতাব্দী ধরে সিলেটের জালালী পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আগর গাছের যত্ন নিয়ে আসছেন। এই গাছের বুকে সুগন্ধি তৈরির রহস্য লুকিয়ে আছে প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়ালে। এক বিশেষ ছত্রাকের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে গাছটি নিঃসরণ করে একধরনের গাঢ়, সুগন্ধি রজন। গাছের এই সংগ্রাম আর বেঁচে থাকার আর্তি থেকেই

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

দুই জনের মধ্যে আড়াই ঘণ্টার ফোনালাপ, ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে ট্রাম্পকে কড়া হুঁশিয়ারি পুতিনের

পরিচয় ডেস্ক: টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি বলেছেন, ইউক্রেনকে দীর্ঘপাল্লার এই ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করা হলে মস্কো-ওয়াশিংটনের সম্পর্ক গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দুই নেতার মধ্যে প্রায় আড়াই ঘণ্টার ফোনালাপ এই হুঁশিয়ারি দেন পুতিন। ফোনালাপে ইউক্রেন যুদ্ধ ও ভবিষ্যৎ শান্তি আলোচনার বিষয়গুলো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। ১৭ অক্টোবর (শুক্রবার) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড।

ট্রাম্পের সঙ্গে পুতিনের ফোনালাপ নিয়ে বৃহস্পতিবার মস্কোয় সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফিংয়ে রুশ প্রেসিডেন্টের সহকারী ইউরি উশাকভ বলেন, "পুতিন পুনরায় তার অবস্থান স্পষ্ট করেছেন যে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতা বদলাতে পারবে না। বরং এই ক্ষেপণাস্ত্র দুই দেশের সম্পর্ক এবং ইউক্রেনে শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনাকে বড় ধরনের ক্ষতি করবে।

উশাকভ আরও জানান, দুই নেতার মধ্যে প্রায় আড়াই ঘণ্টার ফোনালাপ ছিল "খুবই ফলপ্রসূ, খোলামেলা ও গোপনীয়"।

আলোচনায় ইউক্রেন যুদ্ধ ছিল মুখ্য বিষয়। এছাড়া ট্রাম্পের সামনে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির একটি বিস্তারিত মূল্যায়নও তুলে ধরেন পুতিন।

রুশ কর্মকর্তার ভাষায়, মস্কো ওয়াশিংটনকে জানায়- রুশ বাহিনী এখনো "পুরো ফ্রন্টলাইনে কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ" ধরে রেখেছে। অপরদিকে ট্রাম্প বারবার জোর দিয়ে বলেছেন, যুদ্ধ দ্রুত শেষ করা প্রয়োজন।

উশাকভ আরও বলেন, "আমেরিকার প্রেসিডেন্টের অন্যতম মূল বক্তব্য ছিল- ইউক্রেন সংঘাতের অবসান ঘটলে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হবে। আলোচনায় দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে সরাসরি সাক্ষাতের সম্ভাবনাও উত্থাপিত হয়। উভয় পক্ষের কর্মকর্তারা অবিলম্বে ট্রাম্প ও পুতিনের পরবর্তী বৈঠকের প্রস্তুতি শুরু করবেন বলেও তারা সম্মত হয়েছেন। সম্ভাব্য স্থান হিসেবে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টের নাম উঠে এসেছে।

পুতিন ও ট্রাম্পের সর্বশেষ মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়েছিল গত আগস্টে আলাস্কায়। তবে সেখানেই শান্তি আলোচনার অগ্রগতি থেমে যায়। এরপর থেকে ট্রাম্প ন্যাটো মিত্রদের সঙ্গে বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপের পর ইউক্রেনের টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা

পরিচয় ডেস্ক: ট্রাম্প ও পুতিনের ফোনালাপের পর ইউক্রেনের টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) হোয়াইট হাউজে ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির বৈঠকের ঠিক আগের দিন বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) পুতিন-ট্রাম্পের ফোনালাপ হয়।

এ বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তার ফোনালাপে 'অসাধারণ অগ্রগতি' হয়েছে ও ইউক্রেন ইস্যুতে তারা হাঙ্গেরিতে মুখোমুখি আলোচনায় রাজি হয়েছেন। এ অবস্থায় তিনি ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দেবেন কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

ফোনালাপের পর নিজের ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ট্রাম্প বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধের দাম কমাতে অ্যাস্ট্রাজেনেকার সঙ্গে চুক্তি করলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্যভিত্তিক ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রাজেনেকার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের একটি চুক্তি হয়েছে বলে গত শুক্রবার ১৭ অক্টোবরমার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন। ওই চুক্তির আওতায় অ্যাস্ট্রাজেনেকা মার্কিন সরকারের মেডিকেড স্বাস্থ্য কর্মসূচির জন্য কিছু ওষুধ ছাড়মূল্যে বিক্রি করবে। এর বিনিময়ে কোম্পানিটি যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক ছাড় পাবে।

গত সপ্তাহে ওষুধ কোম্পানি ফাইজারের সঙ্গে মার্কিন সরকারের ওষুধের মূল্যসংক্রান্ত চুক্তির মতোই এটি একটি বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

আমার চুল 'গায়েব' করে দিয়েছে: সর্বকালের সবচেয়ে বাজে ছবি! টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৮০তম জন্মদিনে ইতিহাস রচনা করতে যাচ্ছে আলটিমেট ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশিপ (ইউএফসি)। প্রথমবারের মতো হোয়াইট হাউস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বখ্যাত এই মিক্সড মার্শাল আর্টস প্রতিযোগিতা।

ভার্জিনিয়ার নরফোক নৌঘাঁটিতে দেওয়া এক ভাষণে ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেন, ২০২৬ সালের ১৪ জুন, তার জন্মদিন উপলক্ষে হোয়াইট হাউসের লনে আয়োজন করা হবে এই বিশেষ ইউএফসি ইভেন্ট। স্বাধীনতা দিবস থেকে জন্মদিনে পরিকল্পনা পরিবর্তন : প্রথমে ইউএফসি প্রেসিডেন্ট ডানা হোয়াইট ঘোষণা দিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে চলতি বছরের ৪ জুলাই প্রতিযোগিতাটি আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল। তবে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তা ট্রাম্পের জন্মদিনে স্থানান্তর করা হয়।

ডানা হোয়াইট জানান, "আগামী বছরের শুরু থেকেই শুরু হবে 'হোয়াইট হাউস কার্ড'-এর প্রস্তুতি। এটি ইউএফসি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফাইট কার্ড হতে যাচ্ছে। এটি শুধু একটি লড়াই নয়ড়এটি হবে আমেরিকান ইতিহাস ও খেলাধুলার এক গৌরবময় মেলবন্ধন।"

বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় ইউএফসি : বিশ্বব্যাপী কোটি দর্শকের প্রিয় ইউএফসি হলো এক ধরনের মিক্সড মার্শাল আর্টস (এমএমএ) প্রতিযোগিতা, যেখানে বক্সিং, রেসলিং, কিকবক্সিং, কারাতে, ব্রাজিলিয়ান জিউ-জিতসু ও জুডোসহ নানা যুদ্ধকৌশল একত্রে ব্যবহার করা হয়।

লড়াইটি অনুষ্ঠিত হয় আট কোণা ধাতব খাঁচার মতো রিংয়ে, যাকে বলা হয় 'অক্টাগন'। প্রতিযোগীরা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে নানা কৌশল ব্যবহার করে, যা এই খেলাকে করেছে একইসঙ্গে রোমাঞ্চকর ও ঝুঁকিপূর্ণ। রাজনীতি ও খেলাধুলার এক বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠের বিরুদ্ধে পোস্ট, রাতারাতি ছয় বিদেশির ভিসা কেড়ে নিল আমেরিকা! কোন কোন দেশে কোপ

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ তথা দক্ষিণপন্থী নেতা চার্লি কার্ককে কটাক্ষ করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার 'অপরাধে' ছ'জন বিদেশির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করল আমেরিকার সরকার। ওই ছ'জনের ভিসা কেড়ে নেওয়া হল রাতারাতি। তাঁদের নিজ নিজ দেশে ফিরতে বাধ্য করা হচ্ছে। মার্কিন প্রশাসনের কোপ পড়েছে ছ'টি পৃথক দেশের নাগরিকের উপর।

ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ চার্লিকে গত সেপ্টেম্বরে প্রকাশ্য জনসভায় গুলি করে খুন করা হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুতে গভীর ভাবে শোকাহত এবং আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সম্প্রতি চার্লির জন্মদিন উপলক্ষে তিনি তাঁকে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম-এ সম্মানিত করেছেন। এটি আমেরিকার সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান। চার্লিকে সম্মানিত করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছয় বিদেশির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। আমেরিকার বিদেশ দফতর এই ছ'জনের ভিসা প্রত্যাহারের কথা জানিয়ে সমাজমাধ্যমে লিখেছে, বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

বিরল খনিজ: ট্রাম্পের বেদনার জায়গা খুঁজে পেয়েছে চীন

পরিচয় ডেস্ক: চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গত সপ্তাহে একটি নথি প্রকাশ করে। যেটির নাম ছিল ‘ঘোষণা নম্বর ৬২, সাল ২০২৫’। এই একটি নথিই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দেশটির ভঙ্গুর শুল্কবিরতি চুক্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

বেইজিংয়ের এই নথির তথ্য অনুযায়ী, এখন থেকে বিরল খনিজ রপ্তানি সীমিত করবে চীন। অর্থ্যাৎ, স্মার্টফোন থেকে শুরু করে যুদ্ধবিমান তৈরির জন্য অপরিহার্য খনিজের ওপর দেশটি আরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। বিবিসি বলছে, এর মাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চীন একটি বিষয় মনে করিয়ে দিলো। সেটি হলো- বাণিজ্য যুদ্ধে তাদের হাতেও চাপের অস্ত্র আছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিদেশি কোম্পানিগুলোকে বিরল খনিজ উপাদানযুক্ত কোনও পণ্য রপ্তানি করতে হলে চীনা সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। পাশাপাশি সেই পণ্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যও জানাতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রও এর প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। চীনা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। নিয়ন্ত্রণ আরোপের কথা বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার রপ্তানিতে।

বিরল খনিজ নিয়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের মধ্যে উত্তেজনাও তৈরি হয়েছে। মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেছেন, ‘তারা (চীন) সমগ্র বিশ্বের উন্মুক্ত সরবরাহ ব্যবস্থার দিকে রকেট লঞ্চার তাক করেছে। আমরা এটি মেনে নেব না।’ জবাবে গতকাল বৃহস্পতিবার চীন বলেছে, বিরল খনিজ রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ভুল বুঝেছে। তারা অপ্রয়োজনীয় আতঙ্ক তৈরি করছে।

চলতি মাসের শেষের দিকে ট্রাম্প ও শি জিনপিংয়ের বৈঠক হওয়ার কথা। বিশেষজ্ঞরা বিবিসিকে বলেছেন, ওই আলোচনায় এখন চীন এগিয়ে থাকবে। বিরল খনিজের ওপর নতুন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপের কারণে।

অস্ট্রেলিয়ার এডিথ কোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

শুল্ক হুমকির পর নরম সুর, চীনকে সাহায্য করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র চীনকে ক্ষতি নয়, বরং সাহায্য করতে চায়। শুক্রবার তিনি চীনের বিরল খনিজ রপ্তানি সীমিত করার পদক্ষেপের জবাবে ১ নভেম্বর থেকে অতিরিক্ত ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন। এরপর রোববার ট্রাম্প কিছুটা নরম সুরে বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র চীনকে সাহায্য করতে চায়, ক্ষতি নয়!’

নিজের মালিকানাধীন সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘সম্মানিত প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং নিশ্চয়ই চান না যে, তাঁর দেশ মন্দার মধ্যে পড়ুক।’

ট্রাম্পের শুক্রবারের ওই বক্তব্য এবং এই মাসের শেষে চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠক বাতিলের হুমকিতে ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ারবাজারে বড় ধস নেমে আসে।

বিনিয়োগকারীরা আশঙ্কা করছেন, ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে আবার বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হতে পারে। চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

রুশ তেল কেনা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মোদি, দাবি ট্রাম্পের

ভারত বলছে ‘ফোনালাপই হয়নি’

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্টট্রাম্প দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি ফোনে তাকে আশ্বস্ত করেছেন যে ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করবে। তবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘আমার জানা মতে, প্রধানমন্ত্রী (মোদি) এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যে গতকাল (বুধবার) কোনো কথা হয়নি।’ *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

চীনের লাগাম টানতে কীভাবে এগোতে হবে, আমাদের জানা আছে বললেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স

পরিচয় ডেস্ক: চীন-যুক্তরাষ্ট্রের চলমান বাণিজ্য সংঘাত ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স বলেছেন, বেইজিংকে এখন যৌক্তিক পথে আসতে হবে। তাঁর দাবি, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই লড়াইয়ে চীনের চেয়ে অনেক বেশি কৌশলগত সুবিধার অধিকারী।

আজ রোববার ফক্স নিউজের ‘সানডে মর্নিং ফিউচারস’ অনুষ্ঠানে ভ্যান্স বলেন, ‘এটা একটা সূক্ষ্ম ভারসাম্যের বিষয়ড়সবকিছু নির্ভর করবে চীন কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, তার ওপর। যদি তারা আক্রমণাত্মক অবস্থান নেয়, আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি, আমাদের প্রেসিডেন্টের হাতে চীনের তুলনায় অনেক বেশি কার্ড আছে। তাদের লাগাম টানতে কীভাবে এগোতে হবে, আমাদের জানা আছে। তবে যদি তারা যুক্তিসংগত পথে আসে, আমরাও তাই করব।’

ভ্যান্সের এই মন্তব্য এসেছে এমন এক সময়, যখন ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা বাড়ছে। চীনের পণ্য আমদানিতে অতিরিক্ত ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বর্তমানে কার্যকর থাকা ৩০ শতাংশ শুল্কের ওপর এটি যোগ হবে। এর ফলে চীনা পণ্যের ওপর কার্যকর শুল্কের হার ১৩০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। আগামী ১ নভেম্বর বা তার আগেই এই নতুন শুল্ক কার্যকর হতে পারে।

এ পরিস্থিতি বিশ্ববাজারে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। পাশাপাশি চলতি মাসের শেষ দিকে দক্ষিণ কোরিয়ায় ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সম্ভাব্য বৈঠকের আগে বিভ্রান্তি বাড়িয়েছে।

আজ এক বিবৃতিতে চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্রকে উচ্চ শুল্কের হুমকি বন্ধ করতে এবং অমীমাংসিত বাণিজ্য ইস্যুগুলোর সমাধানে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছে। এর আগে গত সপ্তাহে চীন নতুন রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য বিধিনিষেধের ঘোষণা দেয়ড় যার কিছু নভেম্বরে কার্যকর হবে। আর কিছু হয়তো বাস্তবে প্রয়োগ করা নাও হতে পারে।

এর প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ ট্রাম্প গত শুক্রবার (১০ অক্টোবর) ঘোষণা দেন, তিনি চীনা পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন এবং নির্দিষ্ট কিছু মার্কিন সফটওয়্যার রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেবেন। পাশাপাশি তিনি ইঙ্গিত দেন, যুক্তরাষ্ট্র হয়তো *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

শাটডাউন: আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কর্মীদের বেতনের বিকল্প উৎস খুঁজছে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের বাজেট নিয়ে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দ্বন্দ্ব ৩য় সপ্তাহে পা দিচ্ছে।

শিগগির এই অচলাবস্থা দূর হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় ট্রাম্প প্রশাসন জরুরি সেবা হিসেবে বিবেচিত আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের বেতনের বিকল্প উৎস খুঁজতে বাধ্য হয়েছে।

বুধবার ১৫ অক্টোবর এই তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

বেতনের বিকল্প উৎস

ডেমোক্র্যাটদের দাবিতে কান না দিয়ে প্রশাসনকে ফেডারেল সরকারের খরচ জোগানোর বিকল্প উপায় খুঁজতে বলেছেন ট্রাম্প।

রোববার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তরের সচিব ক্রিস্টি নোয়েম জানান, তার বিভাগে

কিছুু অভিনব্ব সমাধান খুঁজে পেয়েছে। যার ফলে কোস্ট গার্ডের সদস্যদের বেতন অব্যাহত থাকবে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি নোয়েম।

পাশাপাশি, সরকারি কর্মকর্তারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মসূচি অব্যাহত রাখার জন্যেও কর্মীদের বেতনের বিকল্প উৎস খুঁজে বের করতে উঠে *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

হেনলি পাসপোর্ট সূচকে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে ১০০তম বাংলাদেশ

বৈশ্বিক অঙ্গনে সবচেয়ে অগৌরবের পরিচয় হয়ে উঠছে বাংলাদেশী পাসপোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের অপেক্ষায় বাংলাদেশ। জিডিপির আকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম অর্থনীতি। মাথাপিছু আয়ে বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশীদের অবস্থান এগিয়ে। বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি আমদানি-রফতানি তথা বৈদেশিক বাণিজ্য হচ্ছে। অর্থনীতিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে এগিয়ে থাকলেও আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশী পাসপোর্টের অগৌরব কাটছে না। বরং যত দিন যাচ্ছে, বৈশ্বিক অঙ্গনে বাংলাদেশী পাসপোর্ট আরো বেশি অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে উঠছে।

প্রতি বছর বিশ্বের ১৯৯টি দেশের পাসপোর্ট ও ২২৭টি ভ্রমণ গন্তব্য নিয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচক প্রকাশ করে যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স। বছরের বিভিন্ন সময় এ সূচক হালনাগাদ করা হয়।

প্রতিষ্ঠানটির প্রকাশিত ২০২৫ সালের সর্বশেষ (৭ অক্টোবর) পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশী পাসপোর্টের অবনমন ঘটেছে। বাংলাদেশের অবস্থান ১০০তম স্থানে নেমে গেছে। ২০২৪ সালের শুরুতে এ সূচকে বাংলাদেশী পাসপোর্টের অবস্থান ছিল ৯৭তম। বর্তমানে বাংলাদেশের সঙ্গে ১০০তম অবস্থানে রয়েছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার মুখে থাকা দেশ উত্তর কোরিয়া। এ দুটি দেশের নাগরিকরা এখন বিশ্বের ২২৭টি ভ্রমণ গন্তব্যের মধ্যে মাত্র ৩৮টিতে ভিসামুক্ত সুবিধা পাচ্ছেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ভিসামুক্ত গন্তব্যে প্রবেশের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রবেশের অনুমতি না দেয়ার ঘটনাও ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে চালু হয়েছে প্রবেশের আগে অনুমতি নেয়ার নিয়ম।

২০২৪ সালে একজন বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে বসে সনদ করার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

পরিচয় ডেস্ক: ঐক্যের সুর নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনের দিকে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এই নির্বাচন কীভাবে করা হবে, সেজন্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের বসে একটি সনদ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ঐতিহাসিক সনদ স্বাক্ষরের পর দেওয়া বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা এ আহ্বান জানান।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আজ যে সনদ স্বাক্ষর করা হলো, এটা থেকে বহু দেশ শিখতে আসবেড়এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে আপনাদের বলে রাখলাম। একটা উদাহরণ সৃষ্টি করলেন, এরকম বহু উদাহরণ আরও সৃষ্টি করতে পারবেন-সেই পথে যেন আমরা যাই। আমরা নির্বাচনের কথা বলেছি। এই সুর-যে সুর আমরা আজকে এখানে বাজালাম-সেই সুর নিয়ে আমরা নির্বাচনের দিকে যাব। ঐক্যের সুর, ঐক্যের সুর নিয়ে নির্বাচনের দিকে যাব। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে এবং এই ঐক্য যেন বজায় থাকে। আজকে ঐক্যমতের মতো আমরা যেমন সনদ করলাম, নির্বাচনের ব্যাপারেও আপনারা রাজনৈতিক নেতারা বসে, বিভিন্ন দলের নেতারা বসে একটা সনদ করেনড় কীভাবে নির্বাচন করবেন।

তিনি বলেন, যেমন তেমন করে নির্বাচন করলে তো আবার পুরনো জায়গায় ফিরে যাওয়া-কিন্তু লাভটা কী হলো? একথা লিখে লাভ কী হলো, কথা লিখলাম কথা মানলাম না, কাজের মধ্যে গিয়ে মানলাম না। কাজেই আমার অনুরোধ, আপনারা আবার ঐকমত্য কমিশন বলুন, কমিটি বলুন-নিজেরা বসুন, নির্বাচনটা কীভাবে সুন্দরভাবে করবেন, উৎসবমুখর করে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন থেকে বাংলাদেশের কন্টিনজেন্ট ফেরত পাঠানো নিয়ে প্রশ্ন

পরিচয় ডেস্ক: কঙ্গোতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন থেকে বাংলাদেশ পুলিশের ১৮০ সদস্যের কন্টিনজেন্ট ফেরত পাঠানো হচ্ছে। তহবিল সংকটের কারণে শুধু বাংলাদেশের পুরো কন্টিনজেন্ট ফেরত পাঠানোয় দেশের ‘কূটনৈতিক সক্রিয়তা’ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্লেষকরা। কঙ্গো যাওয়ার দেড় মাসের মাথায় বাংলাদেশ পুলিশের ১৮০ সদস্যের কন্টিনজেন্ট ফিরে আসার নির্দেশনা পায়। কন্টিনজেন্টে ৭০ জন নারী পুলিশ সদস্যও রয়েছেন।

গত ২৬ অগাস্ট বাংলাদেশ পুলিশের দলটি কঙ্গোতে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের তপশিল জানালেন সিইসি এএমএম নাসির উদ্দিন

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে বরিশাল সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। এর আগে তিনি বরিশাল বিভাগ এবং জেলা প্রশাসনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা সভা করেন। এ সময় তিনি বলেন, নির্বাচন আগামী রমজানের আগে এবং ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই হবে। সেটা করতে হলে দুমাস আগে তপশিল দিতে হবে। সে হিসেবে এ বছর ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করতে হবে। সে লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। বিগত দিনে যে নির্বাচন হয়েছে তেমন নির্বাচন হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এ নির্বাচন হবে সম্পূর্ণ আলাদা একটি নির্বাচন।

তিনি বলেন, আমরা আগেও বলেছিড় আবার বলছি এনসিপিকে শাপলা প্রতীক দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের কিছু আইন আছে, নীতিমালা আছে, সেখানে শাপলা প্রতীক নেই। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেছে। নিষিদ্ধ দল ততদিন পর্যন্ত নির্বাচনে আসতে পারবে না, যতদিন না পর্যন্ত তাদের বিচার সম্পন্ন হয়। তবে তাদের সমর্থকরা ভোট দিতে পারবে।

বরিশাল সার্কিট হাউসের সেমিনার রুমে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বিভিন্ন সেবায় অযৌক্তিক ও অতিরিক্ত ট্যারিফ আরোপের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধের হুঁশিয়ারি

পরিচয় ডেস্ক: চট্টগ্রাম বন্দরে বিভিন্ন সেবায় অযৌক্তিক ও অতিরিক্ত ট্যারিফ আরোপের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে পোর্ট ইউজার্স ফোরাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বর্ধিত ৪১ শতাংশ মাশুল ইস্যু আলোচনার মাধ্যমে সমাধান না করলে চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ করে দেওয়ার এ হুঁশিয়ারি দেন তারা। অন্যদিকে তারা আগামীকাল রোববার (১৯ অক্টোবর) থেকে চার ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করবে বলে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের টাইগারপাসস্থ নেভি কনভেনশন হলে এক প্রতিবাদ *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

জুলাই সনদ নতুন বাংলাদেশের সূচনা বললেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক: জুলাই সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশের সূচনা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, এটি শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, সারা বিশ্বের জন্য এক বিরল ও ঐতিহাসিক উদাহরণ হয়ে থ াকবে।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ঐতিহাসিক জুলাই সনদ স্বাক্ষরের পর আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এই যে মহান একটি দিবস এবং বিশেষ একটি ক্ষণ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। সমগ্র জাতি একসঙ্গে হয়ে, সমস্ত রাজনৈতিক নেতা একত্র হয়ে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছেন; এমন ঘটনা ঘটবে, তা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি। যখন ঐকমত্য কমিশন গঠন করলাম, তখন মনে মনে আশা ছিল হয়তো দুয়েকটি বিষয়ে তাদের একমত করতে পারব। রাজনৈতিক দলের বক্তব্য শুনলে মনে হতো, কেউ কারও কথা শুনবে না। কাজেই ভয়ে ভয়ে আমরা এটি শুরু করেছিলাম।

তিনি বলেন, কিন্তু অবাক কান্ড! সারা দেশ দেখল সমস্ত রাজনৈতিক দল শুধু বসলো না, বরং চমৎকারভাবে আলাপ-আলোচনা করল। এত গভীর ও জ্ঞানসমৃদ্ধ আলোচনা হবে, এত সৌহার্দ্যের সঙ্গে আলোচনা হবে; না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। আপনারা প্রত্যেকে দেখেছেন, কীভাবে তারা তাদের নীতি ও বক্তব্য তুলে ধরেছেন, যা পুরো জাতি প্রত্যক্ষ করেছে।

মানুষ শুধু শুনেনি, তারা মনে মনে অংশগ্রহণ করেছে, ঘরে ঘরে তর্ক-বিতর্ক করেছে। কার কথা ঠিক, কার বক্তব্য যুক্তিযুক্ত, কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে; তা নিয়ে আলোচনা করেছে। আপনারা শুধু সীমাবদ্ধ কক্ষে বসে আলোচনা করেননি, বরং সমগ্র জাতিকে সেই আলোচনায় শরিক করেছেন।

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, সবাই অংশগ্রহণ করেছে, কেউ তাৎক্ষণিকভাবে রাজি হয়ে যায়নি। প্রথমে মনে হচ্ছিল, আলোচনা হয়তো খুব দূর এগোবে না; কয়েকটি বিষয়ে একমত হয়ে সমাপ্ত হবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যত জটিল বিষয়ই আসুক না কেন, সবাই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। আজ আমরা একটি দীর্ঘ তালিকা নিয়ে এই সনদ প্রণয়ন করতে পারছি। রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন; তাদের নাম চিরকাল অক্ষয় থাকবে। ভবিষ্যতে মানুষ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

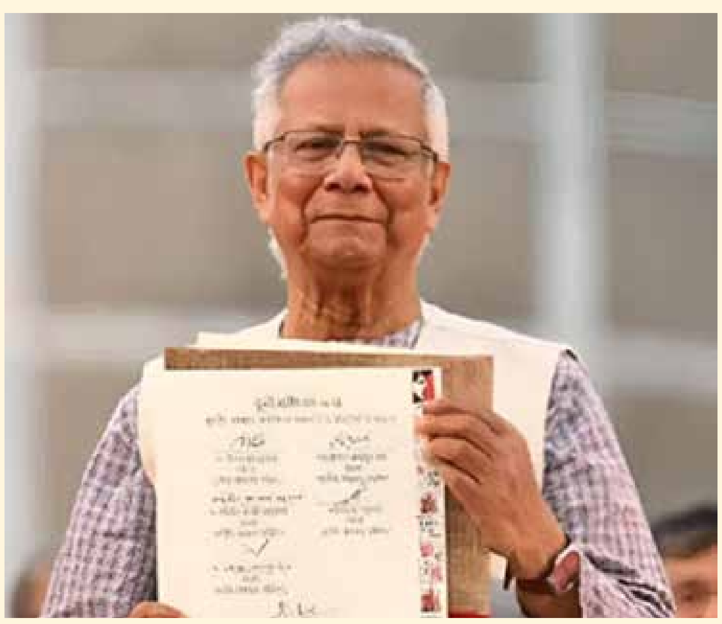

জুলাই সনদের অঙ্গীকারনামায় যা আছে

পরিচয় ডেস্ক: বহুল আলোচিত জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা এবং রাজনৈতিক দলের নেতারা স্বাক্ষর করেছেন।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এ স্বাক্ষর গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। জুলাই সনদের অঙ্গীকারনামায় কী আছে তা বাংলানিউজের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো:

জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা:

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে-

১। জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

২। যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

‘আইনি ভিত্তি ছাড়া জুলাই সনদ গণপ্রতারণা ও জাতির সঙ্গে প্রহসন’ বললেন এনসিপি নেতারা

পরিচয় ডেস্ক: জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরকে কেবলই ‘একটি আনুষ্ঠানিকতা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, যদি এই সনদের কোনো আইনি ভিত্তি না থাকে, তবে এর কোনো অর্থ বা মূল্যই থাকবে না।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব মন্তব্য করেন নাহিদ ইসলাম। এ সময় এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেনসহ দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, এটা আমরা আগেও বলেছি, আজও পুনর্ব্যক্ত করছি যদি জুলাই সনদের কোনো আইনি ভিত্তি না হয়, এর কোনো অর্থ তৈরি হবে না। ফলে আমরা এই আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নিইনি। আইনি ভিত্তি ছাড়া এটি হবে একটি গণপ্রতারণা এবং জাতির সঙ্গে প্রহসন। তিনি বলেন, সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে পরিবর্তন আনতে হলে তার জন্য আইনি ভিত্তি অপরিহার্য। ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর তিন দলের জোট যে রূপরেখা দিয়েছিল, সেই রাজনৈতিক সমঝোতাও রক্ষা করা হয়নি মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন, ১৯৭২ সালের সংবিধান অপরিবর্তিত রাখার নামে পুরোনো ফ্যাসিস্ট কাঠামো টিকিয়ে রাখার জন্য দেশি-বিদেশি নানা মহল থেকে অপচেষ্টা চলছে। এনসিপি আহ্বায়ক অভিযোগ করেন, বিগত ফ্যাসিস্ট কাঠামোর সুবিধাভোগীদের চাপের কারণে কিছু রাজনৈতিক দল আপস করেছে। ফ্যাসিস্ট কাঠামো অক্ষুণ্ন রাখতে নানা কৌশল চলছে।

নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি এবং আরও কিছু রাজনৈতিক দল ও অভ্যুত্থানে অংশ নেয়া ছাত্র- *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

জুলাই সনদে কেন স্বাক্ষর করেনি এনসিপি?

পরিচয় ডেস্ক: প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. ইউনূস এবং বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ ২৪ রাজনৈতিক দল বহুল প্রতীক্ষিত জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু জাতীয় নাগিরিক পার্টি (এনসিপি) কেন স্বাক্ষর করেনি তা নিয়ে নানা আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় এই স্বাক্ষর গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ২৪টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করেন।

এনসিপির পলিসি অ্যান্ড রিসার্চ উইং এক বার্তায় দলটি কেন জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেনি তা জানিয়েছে। দলটি বলছে, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের খসড়া দেখেই সনদে স্বাক্ষর করবে এনসিপি। এনসিপি বলেছে, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের টেক্সট এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা দেখার পর সনদে সই করবে। কারণ এনসিপি জুলাই সনদকে স্রেফ রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল কিংবা ফাঁকা প্রতিশ্রুতি মনে করে না। এনসিপি মনে করে জুলাই সনদের প্রধানতম কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বৈরতান্ত্রিক ভিত্তি নির্মূল এবং গণতান্ত্রিক রূপান্তর। এ কারণে এই সনদের সুস্পষ্ট আইনি ও সাংবিধানিক ভিত্তি থাকতে হবে বলে এনসিপি মনে করে।

রাজনৈতিক দলগুলো দীর্ঘ এক বছর ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে কাজ করে জুলাই সনদ এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রশ্নে একমত হয়েছে। জুলাই সনদ আদেশ, গণভোট, সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনে সক্ষম গাঠনিক ক্ষমতা সম্পন্ন আগামী সংসদ (দ্বৈত ভূমিকা)ড় এই প্রক্রিয়ায় সনদ বাস্তবায়ন হবে এ ব্যাপারে সব রাজনৈতিক দল একমত হয়েছে। অথচ সনদের অঙ্গীকারনামায় বাস্তবায়ন পদ্ধতির উল্লেখ নেই। এনসিপি মনে করে বাস্তবায়ন পদ্ধতির উল্লেখ ছাড়া সনদে স্বাক্ষর করা জনগণের সঙ্গে প্রতারণার শামিল। কারণ অতীতে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের করা প্রতিশ্রুতি নিজেরাই ভঙ্গ করেছে।

এ ছাড়া আরও তিনটি বিষয় এনসিপি উত্থাপন করেছে, যা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট: জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের খসড়া দেখেই সনদে স্বাক্ষর করবে এনসিপি। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

তিন কারণে প্রবৃদ্ধি কমিয়েছে আইএমএফ

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৪.৯%, কমে আসবে মূল্যস্ফীতি - আইএমএফের পূর্বাভাস

পরিচয় ডেস্ক: চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস আরও খানিকটা কমিয়ে দিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। সংস্থাটি বলছে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ দশমিক ৯ শতাংশ। এর আগে গত জুলাই মাসে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ এবং এপ্রিলে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল আইএমএফ।

গত মঙ্গলবার ১৪ অক্টোবর প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক প্রতিবেদনে জিডিপি প্রবৃদ্ধির নতুন পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আইএমএফের দেওয়া জিডিপি প্রবৃদ্ধির নতুন পূর্বাভাস বিশ্বব্যাংকের হিসাবের তুলনায় খানিকটা বেশি। তবে এডিবির তুলনায় কিছুটা কম।

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ; আর এডিবির হিসাবে ৫ শতাংশ।

উল্লেখ্য, বিবিএসের সাময়িক হিসাবে, গত অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে হয়েছে ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির এ হার করোনা-পরবর্তী সাম্প্রতিক

কয়েক বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

এদিকে মূল্যস্ফীতি কমে আসার পূর্বাভাসও দিয়েছে আইএমএফ। সংস্থাটির প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশে গড় মূল্যস্ফীতির হার কমে হতে পারে ৮ দশমিক ৪ শতাংশ। আগামী অর্থবছরে তা আরও কমতে পারে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১০ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির এ হার ছিল গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

বিশ্ব অর্থনীতি প্রসঙ্গে আইমএফের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন দেশের পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ হারে শুল্ক আরোপসহ নানা কারণে বিশ্ব-অর্থনীতিতে এখনও অস্থিরতা চলছে। অর্থনীতির এই অনিশ্চয়তা দীর্ঘায়িত হলে প্রবৃদ্ধি কমে যাবে। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আইএমএফ মনে করছে, ২০২৫ সালের বিশ্ব-অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৩ দশমিক ২ শতাংশ।

তিন কারণে প্রবৃদ্ধি কমিয়েছে আইএমএফ

২০২৫-২৬ অর্থবছরের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস তিন কারণে খানিকটা কমিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সংকটে বাংলাদেশে বাড়ছে দারিদ্র্য

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এক রকম স্থবিরতা চলছে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন সর্বকালের সর্বনিম্ন। বাস্তবায়নের হার ৬৮ শতাংশেরও কম। চলতি অর্থবছরের গত দুই মাসের পরিস্থিতিও ভিন্ন কিছু নয়। অন্তত পাঁচ মন্ত্রণালয় খরচের খাতাই খুলতে পারেনি। সরকারি খাতের মতোই বেসরকারি বিনিয়োগ পরিস্থিতি। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কমে ৭ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। বাংলাদেশে গত অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ, যা গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের এমন স্থবিরতার প্রভাবে কর্মসংস্থানের গতি ধীর। আবার যারা কাজে আছেন, তাদের মজুরি মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

ভারতে বাংলাদেশের পাবদা মাছের চাহিদা বাড়ায় রপ্তানি বেড়েছে ১২.৮৮ মিলিয়ন ডলার, কমেছে আমদানি

পরিচয় ডেস্ক: ভারতে বাংলাদেশি মাছের চাহিদা বাড়ায় দেশটিতে রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। চলতি অর্থবছরে মাছ রপ্তানি থেকে আয় বেড়েছে ১২.৮৮ মিলিয়ন ডলার, অন্যদিকে আমদানি কমেছে ৯.৬৮ মিলিয়ন ডলার।

বেনাপোল স্থলবন্দরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ভারতে ১ কোটি ৩৭ লাখ ৪০ হাজার কেজি মাছ রপ্তানি করেছে। এর রপ্তানি মূল্য ছিল ৩৮.৩৫ মিলিয়ন ডলার। যার মূল্য ৩ কোটি ৮৩ লাখ ৫০ হাজার ডলার। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়েছে পাবদা মাছ, যা মোট রপ্তানির ৮৮ শতাংশ। সার্বিক মাছ রপ্তানিতে ইলিশের অংশ ছিল প্রায় ৪ শতাংশ, যা শুধু দুর্গাপূজার উপহার হিসেবে গেছে।

তবে এর বিপরীতে দেশটি থেকে কার্প ও সামুদ্রিক মাছের আমদানি অনেক কমেছে। ভারতে পাবদা মাছের চাহিদা বাড়ার কারণেই রপ্তানি বেড়েছে বলে মনে করছেন কর্মকর্তা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৮২ লাখ ৯২ হাজার কেজি মাছ ভারতে রপ্তানি করেছিল, যার মূল্য ২৫.৪৬ মিলিয়ন ডলার। সেবারও রপ্তানির বড় অংশ ছিল পাবদা মাছ।

এদিকে মাছের আমদানিও অনেকটা কমেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত থেকে মাছ আমদানি হয়েছে ১ কোটি ৭১ লাখ ১০ হাজার কেজি। এর আমদানি মূল্য ৭.৬৬ মিলিয়ন ডলার। আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আমদানি হয়েছিল ৩ কোটি ৫৪ লাখ কেজি মাছ। ওই মাছের আমদানি মূল্য ছিল ১৭.৩৪ মিলিয়ন ডলার।

উৎপাদন খরচ বৃদ্ধিতে সংকটে স্থানীয় মাছ চাষিরা

মাছের রপ্তানি বাড়লেও উৎপাদন খরচ *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

৩০ বছরের জন্য বিদেশি অপারেটরদের হাতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের দুই টার্মিনাল ও পানগাঁও, চুক্তি ডিসেম্বরে

পরিচয় ডেস্ক: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ ইউসুফ বলেন, ‘২০২০ সালে সরকার চট্টগ্রাম বন্দর বিষয়ে বিদেশি কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে। তাদের প্রতিবেদন সরকার ছয় মাস আগে পেয়েছে।’

চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া, নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও ঢাকার কেরানীগঞ্জের পানগাঁও টার্মিনাল পরিচালনার জন্য বিদেশি অপারেটর নিয়োগে আগামী ডিসেম্বরে চুক্তি স্বাক্ষর করবে সরকার। এর মধ্যে লালদিয়া টার্মিনাল ৩০ বছরের জন্য, আর বাকি দুটি টার্মিনাল ২৫ বছর মেয়াদে বিদেশি কোম্পানিগুলোর হাতে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির দাপটে বাংলাদেশে এখনও ৭২% লেনদেন হয় নগদ টাকায়

পরিচয় ডেস্ক: অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা বলছেন,বাংলাদেশে ওক্যাশলেস সোসাইটি গড়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও অনানুষ্ঠানিক খাতের লেনদেন এই রূপান্তরের পথে বড় বাধা।

সরকার ওক্যাশলেস বাংলাদেশ্র [নগদ টাকাবিহীন] গড়ায় জোর দিলেও এখনও দেশের ৭২ শতাংশের বেশি লেনদেন হচ্ছে নগদ টাকায়। বড় অঙ্কের টাকার ক্ষেত্রে মানুষ এখনও নগদ বা চেকের ওপরই বেশি নির্ভরশীল। তবে ছোট ও মাঝারি অঙ্কের লেনদেনের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পেমেন্ট সিস্টেম *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক

Bangladesh Society, Inc

www.bangladeshsocietyinc.com

উপদেষ্টা পরিষদ

ডা. মোঃ হামিদুজ্জামান
প্রধান উপদেষ্টা
ডা. এম. বিল্লাহ
মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
হাসান ইমাম
ডা. ওয়াদুদ ভূইয়া
মুজিব উর রহমান
নারগিস আহমেদ
মোহাম্মদ আজিজ
আজমল হোসেন কুনু
আব্দুর রব মিয়া
ফারজানা খান
হামিদ রেজা খান
আসাবুর রহমান সাবু
প্রফেসর দেলোয়ার হোসেন
মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
মাহবুবুর রহমান
জামাল আহমেদ জনি
মোহাম্মদ আমিনউল্লাহ
সেলিম উদ্দি
মকবুল রহমি চুনই
আব্দুল হাসিম হাসনু
ওয়াসি চৌধুরী
খোকন মোশারফ
মোঃ শাহজাহান সিরাজী

সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি

সউদ চৌধুরী - *উপদেষ্টা*
অনিক রাজ - *চেয়ারম্যান*
সৈয়দ বাহালুল (উজ্জল)
মোশারফ হোসেন
মনিকা রায়, ডা. শাহিনাজ লিপি

প্রচার উপ-কমিটি

রিজু মোহাম্মদ - *চেয়ারম্যান*
খোন্দকার মাহবুব
রেফায়েত চৌধুরী, মোহাম্মদ সেলিম
কামরুল জামান ববি
মোহাম্মদ এন. উদ্দিন (হায়দার)
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

অভ্যর্থনা উপ-কমিটি

মোঃ নুরুল হক - *উপদেষ্টা*
জামিল আনসারী - *চেয়ারম্যান*
কাজী তোফায়েল ইসলাম
আব্দুস সালাম মিয়া আজম
মোঃ টিপু খান, নাদির এ আইয়ুব

স্মরনিকা উপ-কমিটি

মাহমুদ চৌধুরী - *উপদেষ্টা*
মোঃ আখতার বাবুল - *চেয়ারম্যান*
ওয়াহিদ কাজী এলিন
নাসির উদ্দিন আহমেদ
ফয়সাল আহমেদ

আপ্যায়ন উপ-কমিটি

আশ্রাব আলী খাঁন লিটন - *চেয়ারম্যান*
আব্দুল কাদের চৌধুরী (শাহিন)
মোঃ জাহাঙ্গীর
মাইন উদ্দিন মাহবুব

সেমিনার উপ-কমিটি

মোঃ হাসান (জিলানী) - *চেয়ারম্যান*
মুল্লা এম এ মাসুদ
মোঃ আক্তার হোসেন
আহসান হাবিব
প্রদীপ ভট্টাচার্য
নুরুল ইসলাম সুজন
আজিজুল হক (মুন্না)

রেজিস্টেন, তথ্য ও অনুসন্ধান

জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী - *চেয়ারম্যান*
বাবুল চৌধুরী
জামান তপন
ফারহানা চৌধুরী

নিরাপত্তা কমিটি

সৈয়দ এনায়েত আলী

সার্বিক সহযোগিতায়

সালামত উল্লাহ
মোহাম্মদ সালেহ, ফারুক আজম
ড. সাজ্জাদ হোসেন
মুজিবুর রহমান মিয়া
আব্বাস উদ্দিন (দুলাল)
আবুল হাশেম বুলবুল
জহিরুল ইসলাম
মনিরুল ইসলাম
আমিরুল ইসলাম সজল
মাকসুদুর রহমান চৌধুরী
ফারুক চৌধুরী
সৈয়দ এম কে জামান
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
মোহাম্মদ রেজাউল করিম সগির
আজহার হোসেন, নিশান রহিম
আব্দুল হান্নান, মোঃ নওশাদ হোসেন
মীর মাকসুদ আলী তাসলিম
আব্দুল্লাহ আল লিটন
মোহাম্মদ সাদি মিন্টু

Golden Jubilee Celebration

সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন

সুবর্ণ জয়ন্তী ৫০ বছর

২ নভেম্বর, ২০২৫, রবিবার
বিকেল ৪টা থেকে রাত ১১টা

Venue: Terrace on the Park
52-11 111th St, Queens, NY 11368

দয়া করে ২০ অক্টোবরের মধ্যে আপনার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করুন
complete your registration by October 20th

registration is required!
Please Scan to Register

চেয়ারম্যান, উদযাপন কমিটি
ডা. মইনুল ইসলাম মিয়া

কো-চেয়ারম্যান, উদযাপন কমিটি
মোহাম্মদ হোসেন খান
উদযাপন কমিটির, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
ফখরুল আলম
উদযাপন কমিটির, চিফ ইভেন্ট কোঅর্ডিনেটর
মোহাম্মদ নুরুল হক
জয়নুল আবেদীন
রানা ফেরদৌস চৌধুরী
মাহমুদ চৌধুরী
সউদ চৌধুরী

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
শাহ নেওয়াজ
চেয়ারম্যান, বোর্ড ট্রাষ্টিস

সদস্য, বোর্ড ট্রাষ্টিস
মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
কাজী আজহারুল হক মিলন
আজিমুর রহমান বুরহান
মোহাম্মদ আতোয়ারুল আলম
আব্দুর রহিম হাওলাদার
মোহাম্মদ এনামুল হক এমডি
জুনেদ আহমদ চৌধুরী
কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম
মোঃ ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার
আহসান হাবীব
নাইম টুটুল

TITLE SPONSOR
GOLDEN AGE HOME CARE | আড়কাড়া
646.591.8396
SHAH NAWAZ

GRAND SPONSOR
GOLDSANDS GROUP

PLATINUM SPONSOR
BHALO
BRIDGING THE GAP

GOLD SPONSOR
ETERNAL
HOMECARE & WELLNESS LLC

GOLD SPONSOR
Reliable Home Care
CONTACT US TODAY FOR ALL YOUR HOME CARE NEEDS
347.809.4660

GOLD SPONSOR
SHAD
FATEMA QUALITY PRODUCTS
FATEMA BROTHERS, INC
প্রবাসে দেশের স্বাদ

সঙ্গীত পরিবেশনায়: দেশ ও উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ

মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান
আহ্বায়ক
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪

হারুন উর রশিদ
প্রধান সমন্বয়কারী
৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮
সমন্বয়কারী:- মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী
মুনসুর আহমেদ, হান্নান খান

আবুল কালাম ভূইয়া
সদস্য সচিব
৯১৭-৮৯২-৭১৯৯

যুগ্ম-আহ্বায়ক
মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল
মোহাম্মদ ফারুক হোসেন মজুমদার

অর্থ ও হিসাব
মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)
অনুষ্ঠান গ্রন্থনা ও পরিকল্পনা
রিজু মোহাম্মদ

যুগ্ম-সদস্য সচিব
ডিউক খান
সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ)
দুলাল মিয়া (হাজী এনাম)

সদস্য: গিয়াস আহমেদ, এ কে এম নরুল হক, মোঃ জেড চৌধুরী জুয়েল, আহবাব এইচ চৌধুরী (খোকন), জে মোল্লা সাগী, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, রফিকুল ইসলাম (ডালিম), সিরাজুল হক জামাল, সরোয়ার খান বাবু, বাশার ভূঁইয়া, সুশান্ত দত্ত, শাহ মিজানুর রহমান, বেলাল মাহমুদ, মোঃ কামরুজ্জামান বাবু, সাবিদ হাসান (স্বপন), জাকির আহমেদ, টুটুল আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ এ. মান্নান, মখন মিয়া, মোঃ শওকত হোসেন (খান শওকত)

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

শান্তি সম্মেলনে ট্রাম্প ও অন্য নেতাদের যুদ্ধবিরতির নথিতে স্বাক্ষর

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির নথিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং অন্য দেশের নেতারা স্বাক্ষর করেছেন।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) মিসরের পর্যটন শহর শারম আল শেখে 'শান্তি সম্মেলনে' উদ্বোধনী বক্তব্য শেষে সবার আগে ট্রাম্প নথিতে স্বাক্ষর করেন।

ট্রাম্পের পর মিসরের প্রেসিডেন্ট সিসি, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান এবং কাতারের আমির শেখ তামিমসহ অন্য বিশ্ব নেতারা নথিতে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরের পর ট্রাম্প বলেন, 'এটি (যুদ্ধবিরতি) কার্যকর থাকবে।' স্বাক্ষরিত নথি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে আর কোনো বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

এর আগে গত শুক্রবার ইসরায়েল ও হামাস ট্রাম্পের ২০ দফা যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। আজ এরই মধ্যে হামাস ২০ জন জীবিত জিম্মি ও কয়েকজন জিম্মির মরদেহ ইসরায়েলের কাছে হস্তান্তর করেছে।ইসরায়েলও প্রায় দু হাজার ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে।

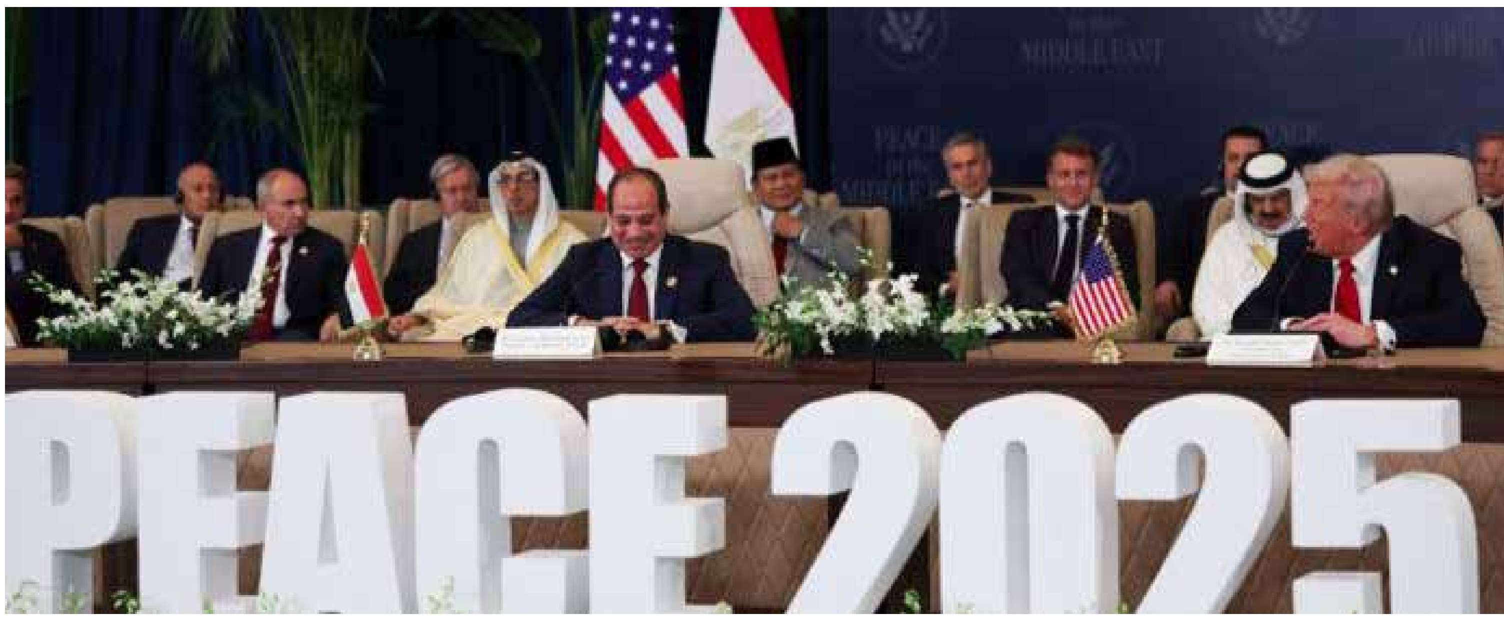

জলবায়ু পরিবর্তনে দারিদ্র্যে ভুগছে ১১০ কোটি মানুষ - জাতিসংঘের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বিশ্বের ১০৯টি দেশের ৬৩০ কোটি মানুষের মধ্যে ১১০ কোটি মানুষ (প্রায় ১৮ শতাংশ) চরম বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে ভুগছে। সরাসরি জলবায়ু ঝুঁকিতে রয়েছে বিশ্বের প্রায় ৯০ কোটি মানুষ যা মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৮০ শতাংশ। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ ভাবে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) প্রকাশিত প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

পোভার্টি হিউম্যান *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

নিরস্ত্রীকরণ করতেই হবে-গাজায় হামাসকে হামলার হুমকি ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় গ্যাং দমনে হামাসের পদক্ষেপের প্রতি আগের সমর্থন থেকে সরে এসে উল্টো বক্তব্য দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সবশেষ বক্তব্যে তিনি বলেছেন, যদি হামাস গাজার মানুষ হত্যা অব্যাহত রাখে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র হামাসের ওপর হামলা চালানোর অনুমোদন দেবে, যা কার্যত ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি সংগঠনটির মধ্যকার যুদ্ধবিরতি ভেঙে দেবে।

গত১৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে সতর্ক করে ট্রাম্প লিখেছেন, "যদি হামাস গাজায় মানুষ হত্যা চালিয়ে যায়, যা চুক্তির অংশ ছিল নাড়তাহলে আমাদের আর কোনো বিকল্প থাকবে না; আমরা হামলা চালাব এবং তাদের

মেরে ফেলব। এই বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ!"

পরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে ট্রাম্প স্পষ্ট করেন, মার্কিন সেনারা গাজায় প্রবেশ করবে না। তিনি বলেন, "ওটা আমরা করব না। আমাদের করতে হবে না। আশপাশেই এমন কিছু লোক আছে, যারা আমাদের তত্ত্বাবধানে সহজেই কাজটা সম্পন্ন করবে। "

এই বক্তব্যে ট্রাম্প সরাসরি নাম উল্লেখ না করলেও তার ইঙ্গিত স্পষ্টতই ইসরায়েলের প্রতি।

হামাসের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের এই হুমকি ইঙ্গিত করছে তার অবস্থানের নাটকীয় পরিবর্তনকে। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাজ্যে অভিবাসনে ভাষাগত দক্ষতার নতুন নিয়ম

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে যেতে ইচ্ছুক কিছু অভিবাসীকে নতুন এবং কঠোর নিয়মের আওতায় এ-লেভেল মানের ইংরেজি দক্ষতা অর্জন করতে হবে। ২০২৬ সালের ৮ জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর করতে যাচ্ছে দেশটির সরকার।

মূলত দক্ষ কর্মীর ভিসা, বিভিন্ন ক্যাটাগরির গ্রাজুয়েট জব এবং স্কেল আপ ভিসা বা দ্রুত বর্ধনশীল ব্যবসাখাতে চাকরির জন্য ভিসার আবেদনকারীদেরকে এ লেভেলের ভাষাগত দক্ষতার প্রমাণ দিতে হবে। এ লেভেলের ইংরেজি *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

নোবেলজয়ী বিরোধী নেত্রীর স্বীকৃতিতে ক্ষুব্ধ ভেনিজুয়েলা, নরওয়েতে দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক: বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করার কয়েক দিনের মাথায় নরওয়ের রাজধানী অসলোয় নিজেদের দূতাবাস বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে ভেনিজুয়েলা। গতকাল সোমবার (১৩ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে ভেনিজুয়েলার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, এই সিদ্ধান্ত তাদের কূটনৈতিক সেবা পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

তবে ঘোষণায় মাচাদোর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। অন্যদিকে, নরওয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে, কারাকাস কোনো কারণ না জানিয়ে অসলোয় তাদের দূতাবাস বন্ধ করেছে। খবর বিবিসির

'ভেনিজুয়েলার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় অবিচল সংগ্রামের' স্বীকৃতি হিসেবে গত শুক্রবার নরওয়ের রাজধানী অসলোয় নোবেল কমিটি মাচাদোকে শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। এ ঘোষণার পরপরই ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো মাচাদোকে 'রাক্ষসী ডাইনি' বলে মন্তব্য করেন। ভেনিজুয়েলার *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

BIOSKOPE FILMS USA DISTRIBUTION
FILM FIOS PRODUCTION
FILM LIFE PRODUCTION
PRODUCED BY FILMFIOS PRODUCTION PRESENTED BY FILMLIFE PRODUCTION
A FILM BY MITHU KHAN
নীলচক্র
NEW YORK
KEW GARDEN CINEMAS
17 OCT FRIDAY 3pm 8:30pm
18 OCT SATURDAY 3pm 8:00pm
19 OCT SUNDAY 1pm 7:40pm
20 OCT MONDAY 5pm 7:40pm
21 OCT TUESDAY 5pm 7:40pm
22 OCT WEDNESDAY 5pm 7:40pm
23 OCT THURSDAY 5pm 7:40pm

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি মন্দা ঘনিয়ে আসছে

মামুন রশীদ

প্রশ্নটি আমার নয়। তবে বোধ হয় অনেকেরই। সাম্প্রতিক আর্থিক খাতের এক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে স্বয়ং অর্থ উপদেষ্টা সরাসরি না হলেও অনেকটা ইঙ্গিতে এ ধরনের চ্যালেঞ্জের কথাই বললেন। বিদেশিরা, বিশেষ করে বিনিয়োগকারীরা বরং নির্বাচনকেন্দ্রিক কিংবা নির্বাচনুপরবর্তী চ্যালেঞ্জ নিয়ে অনেক কথা বলছেন।

কেউ কেউ আবার ন্যূনতম আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বর্তমান সরকারের দুর্বলতা নিয়ে বেশ চিন্তিত। তাঁরা চিন্তিত এই নিয়ে যে নির্বাচন নিয়ে হাঙ্গামা আরও বেড়ে যাবে কি না। দু-একজন আবার হাঙ্গামা দীর্ঘায়িত হলে অর্থনীতির স্বাভাবিক গতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না, বিমানবন্দর কিংবা সমুদ্রবন্দরে কাজকর্ম ব্যাহত হবে কি না, এটি নিয়ে চিন্তিত। চিন্তিত এ ধরনের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করবে কি না, এ নিয়ে।

আমদানি দায় নিষ্পত্তি করা যাবে কি না, এ নিয়ে। নির্বাচনকালীন বা পরবর্তী হাঙ্গামা গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি ডেকে আনতে পারে কি না। আমি অবশ্য তাঁদের বলেই যাচ্ছি, আমি এ ধরনের পরিস্থিতির আশঙ্কা করছি না। কারণ, তাঁরাও যেটা জানেন, আমরাও দেখছি আমাদের প্রবাসী আয় বাড়ছে, রপ্তানি বাড়ছে, বৈদেশিক দায় বাড়লেও বিদেশি সাহায্য বাড়ছে, সরকারের আয় তেমন না বাড়লেও সরকার ঘোষিতভাবে কৃচ্ছ্রতা বজায় রাখার কথা বলছে। আমদানিকে কমিয়ে, বাজার থেকে ডলার কিনে বাড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ।

তবে আশঙ্কা যেন থেকেই যাচ্ছে। আশঙ্কিত সবাই নৈরাশ্যবাদী কি না, আমি অবশ্য জানি না। বিশ্বব্যাংক, এডিবি নৈরাশ্যবাদী কি না, তাও আমি জানি না। তবে গত অর্থবছরের শুরুতে ছাত্র-তরুণ নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থান, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, উচ্চ সুদের হার ও লাগামহীন মূল্যস্ফীতির চাপে বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় ধাক্কা খেয়েছে। সার্বিক প্রবৃদ্ধি গত বছরের ৪ দশমিক ২ শতাংশ থেকে কমে ৪ শতাংশে নেমে এসেছে, যা এক দশকের মধ্যে অন্যতম নিম্নস্তর। মূল্যস্ফীতিতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, সুদের হার বৃদ্ধি, ঋণসংকট, ব্যাংক খাতের অনিশ্চয়তা ও নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগের অনীহা অর্থনীতির গতি শ্লথ করে দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ উন্নয়ন হালনাগাদ প্রতিবেদনেও অনেকটা এ চিত্র উঠে এসেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই ধীরগতি শুধু প্রবৃদ্ধিকেই নয়, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্ভাবনাকেও গুরুতরভাবে বাধাগ্রস্ত করছে।

বিশ্বব্যাংকের উল্লিখিত প্রতিবেদনে বলা হয়, অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দেয়। এই সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে এবং মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি ব্যাপকভাবে কমে যায়, যা নতুন শিল্প ও উৎপাদন প্রকল্পে বিনিয়োগ কমে যাওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত। উচ্চ সুদের হার, ব্যয়বহুল কাঁচামাল ও অনিশ্চিত মুদ্রানীতি ব্যবসায়ীদের ঝুঁকি নিতে নিরুৎসাহ করেছে। ফলে বিনিয়োগ স্থবিরতা সার্বিক প্রবৃদ্ধিকে টেনে নামিয়েছে।

তবে একই সময়ে রপ্তানি খাত কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছে। তৈরি পোশাক, চামড়া, প্লাস্টিক ও কৃষিপণ্য খাতের সাফল্যে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৮ দশমিক ৮ শতাংশ। প্রবাসী আয়ও ইতিহাসের অন্যতম উচ্চপর্যায়ে উঠে এসেছে ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধিতে। বলা হচ্ছে, এই দুটি খাতের ইতিবাচক প্রভাবেই অর্থনীতি পুরোপুরি সংকটে না পড়ে স্থিতিশীল থাকার চেষ্টা করেছে।

কৃষি খাত বছরের শেষ ভাগে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ালেও শিল্প ও নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে ছিল। সেবা খাতেও মন্দাভাব বিরাজ করেছে, বিশেষ করে বাণিজ্য, পরিবহন ও আবাসন খাতে কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে। শ্রমবাজারে সংকট আরও প্রকট; ২০২৪ সালে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ছিল ৬০ দশমিক ৯ শতাংশ, যা ২০২৫ সালে নেমে দাঁড়িয়েছে ৫৮ দশমিক ৯ শতাংশে। বিশেষ করে নারীদের অংশগ্রহণ কমে যাওয়ায় মোট কর্মসংস্থান অনুপাত ২ দশমিক ১ শতাংশ কমে ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে বেকারত্বের হার বেড়ে ৩ দশমিক ৭ শতাংশে পৌঁছেছে।

অন্যদিকে ব্যাংক খাতে অস্থিতিশীলতা অর্থনীতির দুর্বলতাকে আরও স্পষ্ট করেছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী হিসাব করলে মার্চ ২০২৫ নাগাদ ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণের হার দাঁড়ায় ২৪ দশমিক ১ শতাংশে, যা দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের তিন গুণের বেশি। মূলধনঝুঁকি অনুপাত কমে ৬ দশমিক ৩ শতাংশে এসেছে, যা ন্যূনতম নিয়ন্ত্রক মান ১০ শতাংশের নিচে। *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যযুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্বেগ কেন

এন এন তরুণ

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিশ্বের অন্যতম ঘনিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদারত্ব, যেখানে ২০২৩ সালে প্রতিদিনের পণ্য ও সেবার লেনদেন দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৯০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ)। যুক্তরাষ্ট্রের মোট পণ্য বাণিজ্যের ১৫ শতাংশ আসে কানাডা থেকে। কানাডার ৭৫ শতাংশ রপ্তানি পণ্য যায় যুক্তরাষ্ট্রে। দ্বিপক্ষীয় এ বাণিজ্যের মূল খাত অটোমোটিভ, জ্বালানি, কৃষি। যুক্তরাষ্ট্রের অপরিশোধিত তেল আমদানির ৬০ শতাংশের বেশি সরবরাহ করে কানাডা। দুই দেশের মধ্যে গাড়ির যন্ত্রাংশ সীমান্ত অতিক্রম করে একাধিকবার। কিন্তু এ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কটি বাণিজ্যিক টানাপোড়েন থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, শিল্প পুনর্গঠন এবং বৈশ্বিক নীতির নতুন পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের টানাপোড়েন আরও ঘন ঘন দেখা দিচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত 'বাণিজ্যযুদ্ধ' আমাদের চোখে আনে উদার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভঙ্গুরতা। আবার একই সঙ্গে দীর্ঘদিনের মিত্রদেশগুলোর মধ্যকার প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিস্থাপকতার দিকটিও স্পষ্ট করে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যবিরোধ ইস্যুটি প্রথম প্রকাশ্যে আসে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর।

যদিও জনসমক্ষে আলোচনায় প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য উত্তেজনা প্রাধান্য পায়। তবু কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘ ইতিহাসে নানা বিরোধ দ্বারা চিহ্নিত হয়ে আছে, যা ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে সামনে আসেনি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ১৯৬০-এর দশকের তথাকথিত 'চিকেন ওয়ার' এবং দীর্ঘস্থায়ী সফটউড লাম্বার নিয়ে বিরোধ। ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়কাল, অর্থাৎ ট্রাম্প প্রশাসনের 'আমেরিকা ফার্স্ট' অর্থনৈতিক নীতির যুগ একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় তৈরি করে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড এক্সপানশন অ্যাক্টের সেকশন ২৩২এর আওতায় জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে কানাডিয়ান ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর শুল্ক আরোপ করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় কানাডা পাল্টা ব্যবস্থা নেয় এবং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের গতিশীলতায় পরিবর্তন আসে।

২০১৮ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন সেকশন ২৩২-এর আওতায় কানাডিয়ান ইস্পাতের ওপর ২৫ শতাংশ ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। এর জবাবে কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের কিছু নির্বাচিত পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করে। এ পদক্ষেপগুলো বিদ্যমান সাপ্লাই চেইনকে ব্যাহত করে এবং দুই দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। ফলে উভয় দেশ সক্রিয়ভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়।

চার দশকের বেশি সময় ধরে চলমান এ বিরোধের কেন্দ্রে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগড়কানাডা তার সফটউড লাম্বার খাতকে ভর্তুকি দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র বারবার কানাডার ডেইরি, ডিম ও মুরগির জন্য চালু করা সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নীতিকে সমালোচনা করেছে এবং একে বাজারে প্রবেশাধিকারের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখিয়েছে। দুই দেশের এ টানাপোড়েনে দেখা দিয়েছে ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামে দামের অস্থিতিশীলতা। সফটউড লাম্বারে শুল্ক আরোপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে আবাসন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শুধু ২০১৮ সালেই কানাডায় প্রায় ২৩ হাজার চাকরি ঝুঁকির মুখে পড়ে।

একই প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রেও, বিশেষত কানাডিয়ান মধ্যবর্তী পণ্যের ওপর নির্ভরশীল শিল্পে। কাঠামোগত কারণ ও কৌশলগত স্বার্থ কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বিরোধের স্থায়িত্ব ও বিবর্তনকে কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদি ও উদীয়মান কারণে আকার দিচ্ছে।

যেমন অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উত্থান। ২০১৬ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রে সুরক্ষাবাদী অর্থনৈতিক নীতি ও শিল্প বিচ্ছিন্নকরণের (ইন্ডাস্ট্রি ডিকাপ্লিং) প্রবণতা জোরদার হয়েছে। 'বাই আমেরিকান' তথা 'আমেরিকান পণ্য কেনো' ধরনের নীতি উত্তর আমেরিকার সাপ্লাই চেইন সংহতকরণের মডেলের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

এসব ঘটনার পরও বিরোধ নিষ্পত্তির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোড়যেমন জেনারেল অ্যাগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস অ্যান্ড ট্রেড (গ্যাট), ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (ডব্লিউটিও) এবং নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (নাফটা), পরে যার পরিবর্তে আসে ইউনাইটেড স্টেটস-মেক্সিকো-কানাডা অ্যাগ্রিমেন্ট (ইউএসএমসিএ)ড়দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সংঘাত *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

Moin Choudhury, Esq

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ভিন্নমতের জায়গা হবে না দেশে?

মাহবুব আজীজ

শেখ হাসিনার আমল নিয়ে অন্যতম প্রধান অভিযোগ, সরকার ভিন্নমত সহ্য করত না; বরং বিরোধী দল ও মতকে বহুবিধ দমনপীড়নে স্তব্ধ করা হতো। জনপ্রত্যাশা ছিল, গণঅভ্যুত্থানজয়ী অন্তর্বর্তী সরকার দেশের গণতান্ত্রিক যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন করতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩ মাসে এই প্রত্যাশার বিপরীত চিত্রের দেখা মেলে; কার্যত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিরোধী মত আওয়ামী লীগকে দমনের পুনরাবৃত্তি দেখি। সম্প্রতি মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) প্রতিবেদনে জানিয়েছে, দমনমূলক সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মাধ্যমে সরকারের সমালোচক ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

এইচআরডব্লিউ বলেছে, টানা তিন সপ্তাহ ধরে চলা শেখ হাসিনাবিরোধী বিক্ষোভে নিহত হয় প্রায় এক হাজার ৪০০ জন। সংশোধিত সন্ত্রাসবিরোধী আইন ব্যবহার করে ২০২৫ সালের ১২ মে সরকার আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। দলটির সমর্থনে সভা, প্রকাশনা ও অনলাইনে দেওয়া বক্তব্য এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। আওয়ামী লীগের সদস্য ও অধিকারকর্মীদের গ্রেপ্তারে আইনটি ব্যবহার করা হচ্ছে। এইচআরডব্লিউর এশিয়া অঞ্চলের উপপরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেছেন, 'শেখ হাসিনা সরকারের সময় বাংলাদেশের মানুষকে যেসব সহ্য করতে হয়েছে, সেই একই ধরনের পক্ষপাতমূলক আচরণ অন্তর্বর্তী সরকারের করা উচিত নয়। তা সেটা বিরোধী রাজনীতিবিদদের ধরে নিয়ে কারাগারে পুরে দেওয়া হোক বা শান্তিপূর্ণ ভিন্নমতকে বন্ধ করে দেওয়া, যেটাই হোক না কেন' (সমকাল, ১০ অক্টোবর, ২৫)।

সংস্থাটির অভিযোগ, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের অনেকের বিরুদ্ধে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। বহু মানুষকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে আটক করা হয়েছে। বেশ কয়েকজন পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন, যার মধ্যে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত করার মতো বিষয়ও আছে।

স্বৈরাচারী সরকার শাসন নির্বিঘ্ন করতে কালো আইনের আশ্রয় নিয়েছিল; অন্তর্বর্তী সরকারকে কেন সেই আইনের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে? এখনও কেন সেই ভিন্নমত দমন, জেলে পোরা, হাতকড়া হাতে মৃত্যু? ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন করেছিল। ১৬ বছর ধরে আইনটির বিরোধিতা করে অন্তর্বর্তী সরকারের কর্তারা কেন সেই আইনেই বিরোধী মত দমন করছেন! ক্ষমতায় যখন আমার অপছন্দের সরকার তখনকার 'কালো' আইন আমি ও আমরা ক্ষমতায় থাকলে 'সাদা' হয়ে যায়!

২.

মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী। তাদের ওপর পুলিশের নিপীড়নের যে চিত্র দেখলাম সংবাদমাধ্যমে, তাতে মানুষ হিসেবে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয়। কত টাকা বৃদ্ধির আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষকরা? এখন তারা পান এক হাজার টাকা, আরও দুই হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধির দাবি তুলেছেন। এক হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া? দুই হাজার টাকা বৃদ্ধির দাবি? শিক্ষকদের এই দাবির বিপরীতে পুলিশ তাদের পিটিয়ে, টেনেহিঁচড়ে, জামা ছিঁড়ে ট্রাকে তুলছে; দেশ গড়বার কারিগর, অপমানিত সেই শিক্ষকদের কাছে আবারও পাঠ নেবে আমাদের শিশুরা! এরপরও আমরা চাইব একটি উন্নত-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র?

রাষ্ট্রের ক্ষমতাবিন্দুতে যারা থাকেন, তাদের কাছে এক হাজার বা দুই হাজার টাকা নিশ্চয়ই হাস্যকর অঙ্ক। কী হয় এতে? তাদের এক সন্ধ্যার কফি বিলও সম্ভবত নয়। কিন্তু শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া দিতে হয় এই টাকায়। কোথায় এই টাকায় শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া মেলে, কেউ কোনোদিন তার সন্ধান নিয়ে দেখেন না। দেখেন না বলেই শিক্ষা ও শিক্ষকতা আজ উপহাসের বিষয়। গত এক বছরে রাষ্ট্রের নানা প্রান্তে মব সন্ত্রাস দেখতে দেখতে ক্লান্ত জাতি; পুলিশ নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়। মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য, বিভিন্ন মাজার কিংবা ধানমন্ডি ৩২ ভাঙার সময়ও কোথাও পুলিশের তৎপরতা দেখা যায় না। শিক্ষকদের ওপর তাদের খড়্গহস্ত হতে দেখে বলতেই হয়, পুলিশ সুবিধা ও ইচ্ছেমতো সক্রিয় হয় বটে!

৩.

অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা ছিল, তারা কিছু নজির স্থাপন করবে, যা পরবর্তী রাজনৈতিক সরকার জনকল্যাণের *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

গুম, খুন ও নির্যাতনের বিচার

হাসান মামুন

শেখ হাসিনার শাসনামলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের লোকজনকে ব্যবহার করে যেসব অপরাধ ঘটানো হয়েছে, তার মধ্যে গুম, হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা বিশেষভাবে আলোচিত। নির্বাচিত হয়ে আসা একটি সরকার বিরোধী দল দমনের মাধ্যমে ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করতে এমন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক দুনিয়ায় কমই রয়েছে। অতীতে ক্রসফায়ারসহ বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা ঘটলেও এখানে রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোকে গুম-খুনে একযোগে ব্যবহারের এত ব্যাপক প্রবণতা ছিল, বলা যাবে না। এ কারণেও বিগত শাসনামলটি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার যেসব ক্ষেত্রে তদন্ত ও বিচার অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হয়েছে, তার মধ্যে স্বভাবতই রয়েছে গুম, খুন ও নির্যাতনের অভিযোগ। এ লক্ষ্যে গঠিত কমিশনের তদন্তে উদ্ঘাটিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তৈরি একটি তথ্যচিত্র অনেকেই দেখছে। এর আগে গুম-সংক্রান্ত যেসব খবর বিচ্ছিন্নভাবে জানা যাচ্ছিল, সেগুলোও ছিল লোমহর্ষক। 'আয়নাঘর' নামের গোপন বন্দিশালা ও নির্যাতন কেন্দ্র উন্মোচিত হয় গণঅভ্যুত্থানের কিছুদিনের মধ্যেই। স্পর্শকাতর বলে বিবেচিত এলাকায়ও এগুলো গড়ে তোলার খবর জানা যায়। প্রধান উপদেষ্টা সেগুলো পরিদর্শনে যতদিনে যান, ততদিনে সেগুলোর কাঠামো পরিবর্তন ও নির্যাতনে ব্যবহৃত সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলার খবর মেলে।

গুম, খুন ও নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর কোনো কোনো সদস্যকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। এমন অপরাধ নিয়ে বিগত সরকারের আমলেই কথা ওঠে। গুমের শিকার পরিবারগুলোও যথাসম্ভব সোচ্চার হয়। কিন্তু প্রবল ক্ষমতাবান সরকারের আমলে বিচার বিভাগেও এর প্রতিকার মেলেনি। গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশের এলিট ফোর্সটির ওপর অবশ্য জারি হয় মার্কিন নিষেধাজ্ঞা। তাদের বিরুদ্ধে ক্রসফায়ারের পাশাপাশি গুমের অভিযোগ তুলছিল নামকরা মানবাধিকার সংগঠনগুলো। ইইউ পার্লামেন্টেও বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে কম উদ্বেগ জানানো হয়নি। এর চাপে ক্রসফায়ার কিছুটা কমে এলেও গুম, হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে যেতে দেখা যায়।

প্রতিটি একতরফা নির্বাচনের আগ দিয়ে কিংবা সরকারবিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধলেই গুমের ঘটনা বেড়ে যেত বলে গুম কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। ২০১৫ সালে তখনকার প্রধান বিরোধী দল বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে দৃশ্যত অপহরণ করা হয়। বেশ কিছুদিন পর তাঁকে পাওয়া যায় ভারতের মেঘালয়ে। সেখানে চিকিৎসা ও দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর তিনি দেশে ফেরেন। অনুসন্ধানে এমন আরও কয়েকটি ঘটনা বেরিয়ে এসেছে। একটি যুদ্ধাপরাধ মামলার গুরুত্বপূর্ণ আসামির অপহরণের শিকার হয়ে ভারতীয় কারাগার থেকে দেশে ফেরার কাহিনি তো বহুল আলোচিত।

গুম কমিশনের তথ্যানুসন্ধানে যা বেরিয়ে আসছে, তাতে ভারতের দিকেও আঙুল উঠছে। এ ধরনের অভিযোগের নিষ্পত্তি কীভাবে হবে, কে জানে! এদিকে দেশে গুমের অভিযোগে ইতোমধ্যে দায়ের মামলায় যাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে, তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ২৫ জনই সেনা কর্মকর্তা। এদের একাংশ সাবেক আর পলাতক হলেও অপরাংশ কর্মরত ছিলেন। পরোয়ানা জারির খবর পেয়ে সেনা কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব হেফাজতে নিয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধনী মোতাবেক তারা এখন আর স্বপদে বহাল নেই। তবে তারা সেনা হেফাজতেই থাকবেন কিনা এ নিয়ে এক প্রকার জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। সেনা কর্মকর্তা হলেও তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিচার সেনা আইনে হচ্ছে না এটাই সরকারের অবস্থান।

অপরাধী যে-ই হোক, তার বিচার হতে হবে। অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত অবশ্য সবাই নিরপরাধ। তাদের প্রতি সদাচরণ রাষ্ট্রের কর্তব্য। আইন কিংবা এর ব্যাখ্যায় অস্পষ্টতা থাকলে তা দূরীকরণের সুযোগও রয়েছে। কিন্তু গুরুতর অভিযোগ থেকে কেউ রেহাই পেতে পারে না। গণতান্ত্রিকভাবে আসা একটি সরকারের আমলে বিচার ব্যবস্থা এড়িয়ে গুম, নির্যাতন ও খুনের ধারাবাহিক ঘটনাকে হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বাছাইকৃত সদস্যদের এমনতর কাজে ব্যবহারও ভয়ানক অপরাধ। উচ্চ থেকে নিম্ন পর্যায়ে যারাই এতে জড়িত থাকুক, তাদের দায় সঠিকভাবে নির্ণীত হতে হবে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরিকল্পনাতেই ওইসব ঘটার অভিযোগ উঠছে; যদিও দায়িত্বে থাকাকালে এসব অভিযোগ তারা বেমালুম অস্বীকার করতেন।

গুম-সংক্রান্ত মামলায় অপর যাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

- HHA (Home Health Aide)
- PCA (Personal Care Assistant)
- CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

শিশুদের জন্য ড্রাগন ফলের উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: ড্রাগন ফল বিদেশি ফল হলেও, এখন বাণিজ্যিকভাবে দেশে এর চাষ হচ্ছে। দাম বেশি হলেও এই ফলের পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক। বিশেষ করে শিশুদের জন্য এ ফল উপকারী।

ড্রাগন ফল শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, হজমের উন্নতি ঘটায়। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে এ ফল। এছাড়াও এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ শিশুর হাড়ের উন্নতিতে সহায়তা করে।

ড্রাগন ফল শিশুদের যেসব উপকার করে

ঙ ড্রাগন ফলে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এ ফলে আছে শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন এ, যা দৃষ্টিশক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ঙ এই ফলে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার। ফাইবার শিশুদের হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়ক।

ঙ ড্রাগন ফল আয়রনের ভালো উৎস, যা শিশুদের রক্তশূন্যতা রোধ করতে এবং সঠিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ঙ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামে ভরপুর ড্রাগন ফলে। এ উপাদানগুলো শিশুদের হাড়ের সঠিক বিকাশে সাহায্য করে।

ঙ ড্রাগন ফলের হাইড্রেটিং বৈশিষ্ট্য ত্বককে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে।

কয় মাস বয়স থেকে শিশু ড্রাগন ফল খেতে পারবে

সাধারণত সলিড শুরুর পর থেকে শিশুকে ড্রাগন ফল খাওয়ানো যেতে পারে। তবে এর আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। প্রথমবার ড্রাগন ফল খাওয়ানোর পর শিশুর শরীরে র‌্যাশ কিংবা লালচে ভাব দেখা দিলে এটি খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে।

সতর্কতা

ড্রাগন ফল খাওয়ানোর পর প্রস্রাব ও মলের রং লাল বা গোলাপি হতে পারে। এতে ভয়ের কিছু নেই। এটি সাধারণত কিছুক্ষণ পর ঠিক হয়ে যায়।

পালংশাকের পুষ্টিগুণ

পরিচয় ডেস্ক: সবুজ সতেজ পালংশাক যেমন নজর কাড়ে, তেমন পুষ্টিতেও সমৃদ্ধকে করে মানব শরীরকে। নানারকম খাবারে পালংশাকের ব্যবহারও বহুমুখী। আবার এই শাক দিয়ে এককভাবেই বানানো যায় নানা পদ। পালংশাকে আছে নানা পুষ্টিগুণ।

পুষ্টিবিদরা বলেছেন, পালংশাক বিভিন্ন রকম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এতে থাকে লুটেইন, বিটা ক্যারোটিন ভিটামিন সি। এগুলো সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য ভালো রাখে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফ্রি রেডিকেল থেকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে। ফ্রি রেডিকেলের ফলে দেহের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অক্সিডেটিভ চাপের সৃষ্টি হয়। ফলে দীর্ঘমেয়াদি অসুখ যেমন ক্যান্সার, হৃদরোগ ও টাইপ-২ ডায়াবেটিস হয়ে থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত কোষের ক্ষয় পূরণে সহায়তা করে।

পটাসিয়াম থাকায় রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে পালংশাক। পটাসিয়াম দেহে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। উচ্চমাত্রার সোডিয়াম রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। পালংশাক ফোলেইট ও ম্যাগনেসিয়ামেরও ভালো উৎস। এই দুই পুষ্টি উপাদান দেহে নাইট্রিক অক্সাইডয়ের উৎপাদন বাড়ায় যা রক্তচাপ কমানোর অণু তৈরিতে সহায়তা করে।

মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের জন্য পালংশাক সেরা খাবার। পালংশাকের মতো সবুজ শাক প্রতিদিন খাওয়ার ফলে বয়সের কারণে হওয়া জ্ঞানীয় দক্ষতার হ্রাস অনেকটাই কমে যায়। এতে উচ্চমাত্রায় লুটেইন, বিটা ক্যারোটিন, ফোলেইট ও ফিলোকুইনয়ন (ভিটামিন কে' একটি ধরন) থাকার ফলে মস্তিষ্কের কোষকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে।

রক্তের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে লৌহ যোগায়। পালংশাক লৌহের ভালো উৎস। লৌহ এমন একটি খনিজ যা রক্তের লোহিত কণিকার মূল উপাদান হিমোগ্লোবিন তৈরিতে ভূমিকা রাখে। এই কোষগুলো সারা দেহ ও কোষে অক্সিজেন পরিবহন করে। তাই এগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুই ধরনের লৌহ রয়েছে, একটি হল 'হিম' যা প্রাণিজ খাবারে পাওয়া যায় এবং অন্যটি হল 'নন-হিম' যা উদ্ভিজ্জ খাবার যেমন পালংশাকে পাওয়া যায়।

শরীর হিম এবং নন-হিম কোনো ধরনের লৌহ সরাসরি শোষণ করতে পারে না। তবে ভিটামিন সি যোগ করার মাধ্যমে এই শোষণ বাড়ানো যায়।

পালংশাকে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লুটেইন ও জিয়াক্সান্থিন যা ভিটামিন এ'য়ের সাথে সম্পর্কিত। দুই পুষ্টি উপাদানই চোখকে সূর্যের হাত থেকে রক্ষা করে এবং অক্সিডেটিভ চাপ কমায়। ফলে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে চোখের রোগ যেমন- 'ম্যাককুলার ডিজেনারেইশন' এবং ছানিসহ নানান সমস্যা কমাতে সহায়তা করে।

জলপাই কেন খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: বাজারে জলপাই উঠতে শুরু করেছে। টক স্বাদের এই ফলটি নানা ধরনের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। নিয়মিত এই ফল খেলে যেসব উপকারিতা পাওয়া যায়-

স্বাস্থ্যকর ফ্যাটে পূর্ণ : জলপাইয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মনোস্যাচুরেটেড ফ্রঅট রয়েছে। বিশেষ করে এতে থাকা অলিয়িক অ্যাসিড হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। সেই সঙ্গে শরীরের প্রদাহ কমায়।

হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য উন্নত করে : নিয়মিত জলপাই খেলে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়, ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়। এর ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

হজমশক্তি বাড়ায়: ফাইবারের ভালো উৎস হওয়ায় জলপাই হজমশক্তি বাড়ায়, অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

সেই সঙ্গে বিপাকক্রিয়া উন্নত করে।

ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখে : অলিভ অয়েলে থাকা স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও ভিটামিন ই ত্বককে হাইড্রেট রাখে, উজ্জ্বলতা বাড়ায়। একই সঙ্গে চুলের স্বাস্থ্য উন্নত করে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করে : জলপাই খেলে দীর্ঘ সময় পেট করা থাকে। ফলে ক্ষুধা অনুভূত হয় না। এভাবে এই ফল ওজন নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

সূত্র: ইন্ডিয়া টিভি

পেট ফাঁপা বা গ্যাস-অম্বলে কাজে দেবে যে তিন জিনিস

পরিচয় ডেস্ক: পেট ফাঁপা ও বদহজম অন্ত্র-সম্পর্কিত সমস্যা খুবই সাধারণ। প্রায় প্রত্যেকেই এই সমস্যায় ভোগেন। আয়ুর্বেদিক উপায় এক্ষেত্রে মন্ত্রের মতো কাজ করতে পারে। ইনস্টাগ্রামে সাম্প্রতিক এক ভিডিওতে এমনই তথ্য দাবি করেছেন পুষ্টি ও সুস্থতা বিশেষজ্ঞ ডিম্পল জাংড়া।

তিনি বলেছেন, নিজেদের দৈনন্দিন রুটিনে এই সহজ আয়ুর্বেদিক টিপসগুলো অন্তর্ভুক্ত করা অন্ত্রের স্বাস্থ্য ও সামগ্রিক সুস্থতার সহায়ক হতে পারে। কী সেসব টিপস, চলুন জেনে নেওয়া যাকড়

কাঁচা সালাদ পরিহার

ডিম্পলের মতে, কাঁচা সালাদ এড়িয়ে চলাই ভালো। এগুলো অদ্রবণীয় ফাইবারে সমৃদ্ধ, যা অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়তা করে। কিন্তু, যখন কারো পেট ভার হয়, তখন এটি পরিস্থিতি আরো খারাপ করে তোলে। মনে রাখতে হবে যে, যখন কেউ কাঁচা শাক-সবজি খায়, তখন তা শরীরে প্রচুর গ্যাসের জন্ম দেয়। ডিম্পল এগুলোকে হালকাভাবে ভাপিয়ে রান্না করার বা ভেজে খাওয়ার পরামর্শ দেন।

জিরা, মৌরি, বা ধনে গুঁড়ার মতো কিছু মসলাও তাতে যোগ করা যেতে পারে। রোজমেরি, থাইম, তুলসী বা লেবুর রসের মতো ভেষজও যোগ করা যেতে পারে। সঙ্গে লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়া যোগ করতে হবে। তা ছাড়া শাক-সবজিতে কীটনাশক বা রাসায়নিক অবশিষ্টাংশ থাকতে পারে। সঠিকভাবে ধোয়া না হলে বা খোসা ছাড়া কাঁচা খেলে এই ক্ষতিকারক রাসায়নিকের সংস্পর্শে শরীর খারাপ হতে পারে।

পেট বুঝে খেতে হবে

পেট মাত্র ৮০% পূরণ করার পরামর্শ দেন ডিম্পল। যাতে খাবার সঞ্চালন করতে এবং হজম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য পাচক রস ও বাতাসের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকে।

ডিম্পল তাই ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একবার খাওয়ার ৩ ঘণ্টা পর আবার খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।

পাচক রস বা ভেষজ চা

ফোলাভাব ও বদহজম মোকাবেলা করার জন্য তিনি জিরা, মৌরি ও ধনে বীজ দিয়ে তৈরি ভেষজ চা খাওয়ার পরামর্শ দেন।

কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে কমলালেবুর রস

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমান ব্যস্ত জীবনে অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়া ও অলস জীবনযাপনের কারণে অনেকেই কম বয়সেই উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধির সমস্যায় ভুগছেন। ৫০ বছর বয়সের আগেই অনেককে নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়। তবে শুধু ওষুধেই নয়, সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলেও এই সমস্যা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদরা বলে থাকেন- খাদ্যে অতিরিক্ত তেল, মসলা ও প্রক্রিয়াজাত খাবার কমিয়ে দিলে এবং ভিটামিন সি ও পটাসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার বা পানীয় রাখলে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে সহজলভ্য ও উপকারী পানীয় হলো কমলালেবুর রস।

কেন উপকারী কমলালেবুর রস?

কমলালেবুর রসে থাকে ফ্ল্যাভোনয়েড ও পেকটিন, যা দেহের বিপাকক্রিয়া বাড়াতে সহায়তা করে। এটি রক্তে জমে থাকা অতিরিক্ত চর্বি কমাতে এবং ধমনির স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া এতে থাকা উচ্চমাত্রার পটাসিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রেখে হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ওজন নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক

অনেকেই কোলেস্টেরল কমাতে না খেয়ে থাকার চেষ্টা করেন, যা মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। বরং পুষ্টিকর খাবার সঠিক পরিমাণে খাওয়াই বেশি কার্যকর। কমলালেবুর রস যেমন হালকা, তেমনই ভরপুর পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক।

খালি পেটে চা পান করার স্বাস্থ্যঝুঁকি

পরিচয় ডেস্ক: খালি পেটে চা পান করার অভ্যাস অনেকেরই রয়েছে, তবে এটি শরীরের জন্য মোটেই ভালো নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সকালে উঠে কিছু না খেয়েই চা পান করলে শরীরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। চলুন, জেনে নিই খালি পেটে চা খেলে কী কী ক্ষতি হতে পারে।

অ্যাসিডিটির সমস্যা বাড়ে : সকালে খালি পেটে চা পান করলে অ্যাসিডিটি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় নিয়মিত এমন অভ্যাস হজমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এবং ধীরে ধীরে গ্যাস্ট্রিক বা আলসারের মতো জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বমিভাব ও পেটব্যথা : চায়ের মধ্যে থাকা কিছু উপাদান খালি পেটে সমস্যা তৈরি করতে পারে। এতে গা গুলানো, পেটে ব্যথা বা অস্বস্তির অনুভূতি হতে পারে।

আয়রন শোষণে সমস্যা : চায়ে রয়েছে ট্যানিন, যা শরীরে আয়রনের শোষণ কমিয়ে দেয়। ফলে রক্তস্বল্পতা বা দুর্বলতা দেখা দিতে পারে, বিশেষত যারা আগে থেকেই আয়রনের ঘাটতিতে ভুগছেন।

পেটে জ্বালা : অনেকদিন ধরে খালি পেটে চা পান করলে পাকস্থলীতে জ্বালাভাব তৈরি হতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে গ্যাস্ট্রিকের কারণ হতে পারে।

মানসিক অস্থিরতা বা অ্যাংজাইটি : চায়ে থাকা ক্যাফেইন উদ্বেগ বা অ্যাংজাইটির মাত্রা বাড়াতে পারে। খালি পেটে চা খেলে এই প্রভাব আরো তীব্র হয়, যা মন-মেজাজ খারাপ করার পাশাপাশি ঘনঘন মাথা ধরার কারণও হতে পারে।

হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট : নিয়মিত খালি পেটে চা পান করার ফলে হরমোনের ভারসাম্যেও প্রভাব পড়তে পারে, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে।

কোন চা-ই নিরাপদ নয় খালি পেটে: হোক সেটা লিকার চা, দুধ চা, গ্রিন টি বা হার্বাল টি; কোনো ধরনের চা-ই খালি পেটে পান করা উচিত নয়। এর ফলে শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। তাই চা খাওয়ার আগে অবশ্যই কিছু হালকা খাবার খেয়ে নেওয়াই ভালো।

যেমন বিস্কুট, শুকনো ফল বা অল্প কোনো স্ন্যাকস।

রান্নাবান্না

ইলিশ বরিশালি

পরিচয় ডেস্ক: এটি ইলিশের এটি একটি ঐতিহ্যবাহী পদ। ঠিকঠাকমতো রাঁধতে পারলে স্বাদ হবে দারুণ।

উপকরণ : ইলিশ মাছ ৫৭ টুকরা, সরষেবাটা ১ টেবিল চামচ, পোস্তবাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ ৪৫ টা, নারিকেলবাটা আধাকাপ, টকদই ২ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চাচামচ, মরিচ গুঁড়া, ১ চাচামচ, জিরা গুঁড়া ১ চাচামচ, কালো জিরা আধা চাচামচ, লবণ স্বাদমতো, সরষের তেল পরিমাণমতো

প্রণালি : ইলিশ মাছের টুকরাগুলো ভালোভাবে ধুয়ে হলুদ গুঁড়ো ও লবণ দিয়ে মেখে কিছুক্ষণ রেখে দিন। সরষে ও পোস্ত একসঙ্গে সামান্য লবণ দিয়ে বেটে নিন। নারিকেল মিহি করে বেটে নিন। এর সঙ্গে দুই তিনটা কাঁচামরিচও বেটে নিতে পারেন ঝাল পছন্দ করলে। এবার একটি কড়াইতে সরষের তেল গরম করুন। তেল গরম হলে কালোজিরা ফোড়ন দিন। এরপর পেঁয়াজকুচি দিয়ে সোনালী হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এবার সরষেবাটা, পোস্তবাটা, নারিকেলবাটা দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করুন।

হলুদ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া এবং ধনে গুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে মেশান। এবার টক দই দিন। সব মশলা কষানোর জন্য সামান্য পানি দিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে ইলিশ মাছের টুকরাগুলো দিয়ে দিন। মাছের টুকরাগুলাকে মশলার সঙ্গে আলতোভাবে কষিয়ে নিন। এরপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢেকে দিন। মাছ সিদ্ধ হয়ে গেলে এবং ঝোল ঘন হয়ে এলে চিনি ও কাঁচা মরিচের ফালি ও ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। এবার গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন ঐতিহ্যবাহী ও মজাদার ইলিশ বরিশালি।

চিকেন রেজালা

পরিচয় ডেস্ক: গরু বা খাসির রেজালার সঙ্গে মোটামুটি সবাই পরিচিত। কিন্তু চিকেন রেজালার স্বাদ কি চেখে দেখা হয়েছে? মুখের স্বাদে পরিবর্তন আনতে পারে চিকেন রেজালা।

ফ্রাইড রাইস বা রুমালি রুটির সঙ্গে চিকেন রেজালা পারফেক্ট। বাড়িতে থাকা সহজ উপকরণেই এটি বানিয়ে নিতে পারেন।

উপকরণ : গোলমরিচ গুঁড়া, তেজপাতা, গোটা শুকনা মরিচ, গোটা গোলমরিচ, লবণ, ঘি, সাদা তেল, টক দই ফেটানো, কাজুবাটা, পোস্ত বাটা, আদা রসুন বাটা, গরম মসলা গুঁড়া, গোটা এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, স্বাদ অনুযায়ী চিনি, পেঁয়াজ বাটা, পেঁয়াজের রিং, কাঁচামরিচ কুচি

পদ্ধতি : প্রথমে গোলমরিচ গুঁড়া, অল্প লবণ, দুই চামচ টক দই দিয়ে মুরগীর মাংস ঘণ্টাখানেক ম্যারিনেট করে রাখুন। এবার কড়াইয়ে তেল ও ঘি গরম করে গোটা শুকনা মরিচ, গোটা গরম মসলা ও তেজপাতা এবং গোটা গোলমরিচ দিয়ে হালকা নেড়ে নিন।

এরপর পেঁয়াজ বাটা দিয়ে হালকা কষিয়ে আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন।

এরপর ফেটানো টক দই, কাজুবাটা ও পোস্ত বাটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিয়ে সামান্য পানি দিয়ে স্বাদমতো লবণ-চিনি দিয়ে কাঁচামরিচ দিতে হবে।

এবার ম্যারিনেট করা চিকেন দিয়ে দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিয়ে গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে চাপা দিয়ে রান্না করুন। চিকেন সিদ্ধ হলে রিং করে রাখা পেঁয়াজের টুকরা দিয়ে আবার তিন মিনিটের জন্য চাপা দিয়ে রাখুন। শেষে গরম মসলা গুঁড়া দিয়ে এক মিনিটের জন্য চাপা দিয়ে রাখলেই তৈরি চিকেন রেজালা।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

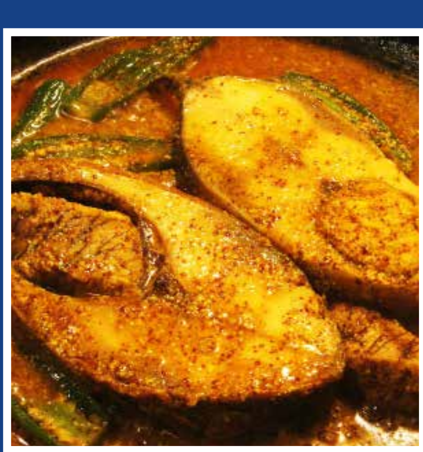

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5566

কাসুন্দি দিয়ে মুরগি

পরিচয় ডেস্ক: কাসুন্দি দিয়ে মুরগির মাংস কেমন হবে খেতে, সেটাই হয়তো ভাবছেন। তবে হ্যাঁ, এই উৎসবের মৌসুমে রেঁধে দেখতেই পারেন। হতাশ হবেন না তা হলফ করে বলতে পারি।

যা লাগবে: মুরগির মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজ ২টি মাঝারি সাইজের, টক দই ৩ টেবিল চামচ, কাসুন্দি ৩ টেবিল চামচ, কালো শর্ষেবাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদ শর্ষে ১ টেবিল চামচ, পোস্ত ১ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ চাচামচ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৪৫টা, হলুদগুঁড়া, আধা চাচামচ, মরিচগুঁড়া ১ চা চামচ, পোস্তদানা ২ চাচামচ, কালোজিরা ১/২ চাচামচ, শর্ষের তেল আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো।

পদ্ধতি : প্রথমে ব্লেন্ডারে পোস্ত, হলুদ ও কালো শর্ষে আর ২টি কাঁচা মরিচ দিয়ে ভালো করে পেস্ট করে নিতে হবে। এরপর মুরগির মাংসের সঙ্গে আদা ও রসুনবাটা, টক দই, পোস্ত, হলুদ ও কালো শর্ষে আর কাঁচা মরিচের পেস্ট, লবণ এবং সামান্য শর্ষের তেল দিয়ে মাখিয়ে আধা ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখতে হবে।

এবার চুলায় একটি প্যান বসিয়ে তাতে শর্ষের তেল দিয়ে কালোজিরা আর কয়েকটি কাঁচা মরিচ দিয়ে একটু ভেজে নিয়ে পেঁয়াজকুচি দিয়ে ২ মিনিট নাড়াচাড়া করতে হবে। পেঁয়াজকুচি হালকা বাদামি হলে তাতে হলুদ ও মরিচগুঁড়া, আদা ও রসুনবাটা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ঢেকে দিতে হবে।

এবার ঢাকনা উঠিয়ে নেড়ে ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে কষিয়ে ঢাকনা ঢেকে দিতে হবে। ২৩ মিনিট হওয়ার পর ঢাকনা খুলে কাসুন্দি দিয়ে আবার কিছুক্ষণ কষিয়ে চুলার আঁচ হালকা করে রেখে দিতে হবে। ৫৬ মিনিট এভাবে রান্না হয়ে যাওয়ার পর ঢাকনা খুলে সামান্য চিনি আর সামান্য শর্ষের তেল দিয়ে ঢেকে ২ মিনিট রেখে নামিয়ে নিতে হবে। তারপর গরম ভাতের সঙ্গে কাসুন্দি মুরগি পরিবেশন করতে হবে।

ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে গরুর কোরমা

পরিচয় ডেস্ক: শুধু ঝাল মসলা নয়, বাদাম আর ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে রান্না করতে পারেন গরুর মাংস।

উপকরণ: গরুর সামনের রানের মাংস দেড় কেজি, আদা বাটা দেড় টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা ৪ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বেরেশতা আধা কাপ, কাঁচামরিচ ৫/৬টি, চিনি ১ চা-চামচ, টমেটো সস ২ টেবিল চামচ, তেল ৩ টেবিল চামচ, গরমমসলা গুঁড়া ২ চা-চামচ, টকদই ৪/৫ টেবিল চামচ, বাদাম বাটা ৩ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, কিসমিস ১ টেবিল চামচ, আলু বোখারা ৭/৮ টা, শুকনো খেজুর কুচি ৪/৫ টা ও বাদাম কুচি ২ টেবিল চামচ।

পদ্ধতি : মাংসে আদা বাটা, রসুন বাটা, অর্ধেক টক দই ও লবণ দিয়ে মেখে রেখে দিন তিন থেকে চার ঘন্টা। এবার কড়াইয়ে তেল দিয়ে মাংস ভেজে নিন। মৃদু আঁচে ঢেঁকে রান্না করুন মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত।এবার আবার হাঁড়িতে তেল গরম করে বাকি সব বাটা মসলা দিয়ে কষিয়ে সেদ্ধ করা মাংস দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে রান্না করে নিন। এবার টক দই, বাটা কাঁচামরিচ আর স্বাদমতো লবণ ও চিনি দিয়ে নেড়ে ১৫ মিনিট মৃদু আঁচে ঢেকে রান্না করুন। এরপর বেরেশতা, কিসমিস, খেজুর, আলুবোখারা দিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে আরো ১০ মিনিট রান্না করুন। ওপরে তেল ভেসে উঠলে নামিয়ে পছন্দমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে বিফ কোরমা।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

জাতি, নগর ও সমাজের সেবা ও অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে গড়ে ওঠা ব্যক্তিদের সম্মানিত করতে প্রতিষ্ঠিত **Torch-Bearer Award** বা আলো বাহক সম্মাননা ২০২৫-এর জন্য মনোনীতদের তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা সমাজসেবক ও কমিউনিটি নেতা **মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার**।

টর্চ-বিয়ারার অ্যাওয়ার্ড বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবদান রাখা ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বদের দেওয়া হয়, যারা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ২০২৫ সালের সম্মাননা তালিকায় **মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারকে** যুক্ত করা হয়েছে তাঁর সমাজসেবা, নেতৃত্বগুণ এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।

তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশি কমিউনিটির উন্নয়নে কাজ করে আসছেন প্রবাসে এবং দেশে উভয় ক্ষেত্রেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যুব উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রমে তাঁর নেতৃত্ব বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

বাংলাদেশি তরুণ প্রজন্মকে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, **মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার** শুধু একজন কমিউনিটি লিডারই নন, তিনি একজন অনুপ্রেরণার প্রতীক, যিনি সমাজে আশার আলো জ্বালিয়ে চলেছেন।"

CONGRATULATIONS

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির
প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, মোঃ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার
টর্চ–বিয়ারার অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ পাওয়ায়,
উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ এর পক্ষ থেকে

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইনক, নিউইয়র্ক
JAMAICA BANGLADESH FRIENDS SOCIETY, INC. NEW YORK
Empowering Communities Through Unity

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যযুদ্ধে প্রবাসী

১৪ পৃষ্ঠার পর

নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে আসছে, যা কানাডার কোটার বণ্টন পদ্ধতির কিছু দিককে চুক্তির শর্তাবলির সঙ্গে অসংগত ঘোষণা করে এবং নীতি সংশোধনের নির্দেশ দেয়। এতে কঠোরতর উৎস নিয়ম, একটি 'সানসেট ক্লজ' ও পুনর্গঠিত বিরোধ নিষ্পত্তিপ্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব পরিবর্তন নতুন ধরনের নিয়ন্ত্রক অনিশ্চয়তা তৈরি করে এবং দুই দেশের অর্থনৈতিক অংশীদারদের জন্য কৌশলগত পুনর্গঠন অপরিহার্য করে তোলে।

কিন্তু একাধিক বিরোধ নিষ্পত্তিপ্রক্রিয়ায় আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়নি; বরং জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র কানাডিয়ান সফটউড লাম্বারের ওপর অ্যান্টিডাম্পিং ও কাউন্টারভেইলিং শুল্ক বজায় রাখে, যার গড় ৮ দশমিক ৫৯ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত অস্থিরতার ঝুঁকির কারণে কানাডা রপ্তানি বাজারকে বৈচিত্র্যময় করার প্রচেষ্টা বাড়িয়েছে এবং পদ্ধতিগত ঝুঁকি হ্রাস করা ও যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমানোর চেষ্টা করছে। এ লক্ষ্যে সিপিটিপিপি এবং সিইটিএ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এশিয়া-প্যাসিফিক ও ইউরোপীয় অঞ্চলে বহুপক্ষীয়, বহুমুখী ও বহুখাতীয় চুক্তির আওতায় রপ্তানি বৃদ্ধি করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বাণিজ্যবিরোধের বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত শিক্ষা পাওয়া যায়, যা অন্যান্য দেশের জন্যও প্রযোজ্য।

দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্কের স্থিতিশীলতা মূলত প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। একতরফা শুল্ক আরোপ ও বিরোধ নিষ্পত্তিপ্রক্রিয়া এড়িয়ে চলা বাজার আস্থাকে ক্ষুণ্ন করে এবং দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধিকে হুমকির মুখে ফেলে।

কানাডার জন্য অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব জোরদার করা মানে হলো উদ্ভাবনকে অগ্রাধিকার দেওয়া, কৌশলগত খাতে বিনিয়োগ করা এবং বৈচিত্র্যময় বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলা। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ হলো অভ্যন্তরীণ শিল্পনীতির প্রয়োজনীয়তা ও সমন্বিত মহাদেশীয় সাপ্লাই চেইন থেকে প্রাপ্ত দক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।

অর্থনৈতিকভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীল মিত্রদেশগুলোর মধ্যেও বাণিজ্যিক উত্তেজনা উদার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ভঙ্গুরতা প্রকাশ করে। অভিযোজন, বিচক্ষণ নীতি ও ধারাবাহিক কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা এ সম্পর্কের স্থায়িত্বের জন্য অপরিহার্য।

আগামী দিনে জলবায়ু-সম্পর্কিত বাণিজ্যনীতি, ডিজিটাল বাণিজ্য ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের ভূরাজনীতি বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভিযোজন ক্ষমতাকে পরীক্ষা করবে।

২০২৪ সাল পর্যন্ত কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন উভয়ের সরকারি বক্তব্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সহযোগিতার প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। যদিও দেশীয় ও বৈশ্বিক চাপ অব্যাহত রয়েছে। কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্ক প্রায়ই অর্থনৈতিক সংহতির মডেল হিসেবে বিবেচিত হলেও এটি নিয়মিত বিরোধ ও অভিযোজনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। সাম্প্রতিক বিরোধ উত্তর আমেরিকার বাণিজ্যকাঠামোর শক্তি ও দুর্বলতা উভয়কেই স্পষ্ট করেছে। নীতিনির্ধারক ও গবেষকদের জন্য এ অভিজ্ঞতা শিক্ষা দেয় যে এক অনিশ্চয়তার যুগে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, প্রমাণভিত্তিক নীতি এবং দূরদর্শী অর্থনৈতিক কূটনীতি অপরিহার্য। উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশিদের সংগঠন ফোবানা তার ২০২৫-এর সম্মেলনের আয়োজন করে মন্ট্রিয়ল শহরে। তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলন শুরু হয় গত ২৯ আগস্ট। ৩০ আগস্ট নির্ধারিত ছিল সেমিনার সিরিজ।

রঙ্গরসপ্রিয় বাঙালি গানবাজনা-নৃত্যের বিনোদন বাদ দিয়ে সম্মেলনের একটি অংশ রেখেছে সেমিনারের জন্য এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বা সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এর মানে হলো আয়োজকেরা একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন।

এর প্রধান কৃতিত্ব সেমিনার সিরিজের সমন্বয়ক অণুজীব বিজ্ঞানী ড. শোয়েব সাঈদের, যিনি অনেক দিন ধরে এ কঠিন কাজটি করে আসছেন। কিন্তু সেমিনারের কার্যকরী পর্ষদের সদিচ্ছা-সহযোগিতা ছাড়া এটা সম্ভব হতো না। পর্ষদের সভাপতি জিয়াউল হক জিয়া, মেম্বার সেক্রেটারি ইকবাল কবীর, কালচারাল ডিরেক্টর শামসাদ রানা, ফোবানার কেন্দ্রীয় সভাপতি আতিকুর রহমান, নির্বাহী সচিব নেহাল রহিম, কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা বেদারুল ইসলাম বাবলাসহ অসংখ্য মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি সফল হতে পেরেছে।

চারটি সেশনের একটির আলোচ্য বিষয় ছিল 'অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের যুগে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা বাণিজ্যযুদ্ধ'। এই সেশনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কি-নোট স্পিচ দেওয়ার জন্য। সেশন চেয়ার ছিলেন ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও কানাডিয়ান ইকোনমিকস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট জন গ্যালব্রেইথ। বিষয় নির্ধারণ থেকেই বোঝা যায়, কানাডায় বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকেরা যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা বাণিজ্যযুদ্ধে উদ্বিগ্ন।

এ নিবন্ধ আমার বক্তৃতার অংশ। বক্তৃতায় আমি বলেছি, এ উদ্বিগ্ন হওয়াটা ভালো লক্ষণ। তাঁদের পরামর্শ দিয়েছি, কানাডার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি বা প্রশিক্ষণ নিয়ে কানাডার চাকরির বাজারে ঢুকে যেতে এবং রাষ্ট্রের আদর্শ, সমাজের মূল্যবোধ ধারণ করে মনেপ্রাণে কানাডার নাগরিক হয়ে গিয়ে অবদান রাখতে। বাংলাদেশে বৈধ পন্থায় অর্থ পাঠানো বা বিনিয়োগ করার পরামর্শও দিয়েছি।

কানাডা সরকার জানে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধে কী করতে হবে। তারপরও আমি কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছি, যা নীতিনির্ধারকের আলোচনার বা কর্মপরিকল্পনায় চোখে পড়ে না। সব খাতে নিজস্ব শিল্প গড়ে তুলতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তেল শোধনে বা গাড়ির যন্ত্রাংশ ভাগাভাগির নীতি বাদ দিতে হবে। প্রতিটি খাতে ৫০ বছরের পুরোনো নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এই নীতি বর্তমান সময়ের সঙ্গে হালনাগাদ করতে হবে। প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ ও সরকারি তত্ত্বাবধানে ব্যক্তি খাতের উদ্যোগ নীতি গ্রহণ করতে হবে এন এন তরুণ অর্থনীতির অধ্যাপক, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। সাউথ এশিয়া জার্নালের এডিটর অ্যাট লার্জ। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

ভিন্নমতের জায়গা হবে না দেশে?

১৬ পৃষ্ঠার পর

গুরুত্বে অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। যেহেতু রাজনৈতিক এজেন্ডা তাদের নেই, কাজেই কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থচিন্তা তারা করবে না। দৃষ্টিগ্রাহ্য আইনশৃঙ্খলার সূচনা তারা করে যাবে। বাস্তব বিশ্লেষণ করলে বিপরীত সত্য দেখতে পাই। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত ভঙ্গুর বললেও কম বলা হয়। বিশেষত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কী হাল, যারা সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে সরকারি হাসপাতালে গিয়েছেন, তারাই জানবেন। ঊর্ধ্বতন পরিচিত না থাকলে ঠিকানা হাসপাতালের বারান্দাই; ডাক্তারের দেখা মেলা ভার। উপজেলা বা প্রান্তিক অঞ্চলের হাসপাতাল নিয়ে কথা বলাই মুশকিল; এগুলো হাসপাতাল, না সাময়িক আশ্রয়কেন্দ্র তা নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত। শিক্ষা খাতেও মুমূর্ষু অবস্থা; কিছুতেই সরকার এদিকে দৃকপাত করে না। সত্য, স্বাস্থ্য বা শিক্ষা খাতে শৃঙ্খলা আনতে বাজেট জরুরি; সময়সীমাও একটি বিষয় বটে। তবে যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করা যেত। ১৩ মাসে কোথাও শুরুর দেখা মিলল না। আর আইনশৃঙ্খলা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা বা স্বাস্থ্য খাতের মতো বড় বাজেট প্রয়োজন হতো না; প্রয়োজন ছিল দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা। কিন্তু সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিই যেন সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

চব্বিশের আসামান্য গণঅভ্যুত্থানের পর সরকার এমন কিছু কাজ করছে, যাতে অনিবার্যভাবেই মনে হতে পারে যে, দেশে ভিন্নমতের জায়গা নেই। আওয়ামী লীগের সব কর্মী নিশ্চয়ই চব্বিশের আন্দোলনে খুনি হিসেবে আবির্ভূত হননি। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশায় যুক্ত আওয়ামী লীগ সমর্থকরাও সবাই অবশ্যই অপরাধী নন। কিন্তু 'আওয়ামী দোসর' ট্যাগ দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বহু মানুষকে বিচ্ছিন্ন, হয়রানি, এমনকি অত্যাচার করা হচ্ছে। সমাজে এই বিচ্ছিন্নকরণ ও ভিন্নমতের দমনকে সরকার প্রশ্রয় দিচ্ছে। আওয়ামী লীগ আমলে যেমন ভিন্নমত মাত্রই জামায়াত-বিএনপি ট্যাগ দিয়ে অত্যাচার-অনাচার করা হয়েছে, এখন একইভাবে সরকারের সমালোচকদের 'আওয়ামী দোসর' ট্যাগ দিয়ে দমনপীড়ন চলছে। এত প্রাণত্যাগ, আত্মত্যাগ সবকিছুর মূলে আইনের শাসন ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা। দেশে সকল মত ও পক্ষের মানুষ পারস্পরিক সহাবস্থান ও সম্প্রীতির মধ্যে অবস্থান করবে। যিনি চোর বা ডাকাত, তারও মানবাধিকার থাকবে; ধারণা থেকে কাউকে সমাজচ্যুত করবার অধিকার অন্য কারও নেই। অপরাধীর জন্য যথাযথ আইন রয়েছে, তাকে বা তাদেরকে সেই আইনে বিচারের আওতায় আনবার দায়িত্বও সরকারের। আইনের শাসন অনুশীলনের বদলে উগ্র ডানপন্থাসহ সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতি সরকারের অনুরাগ সুস্পষ্ট। বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক শক্তির প্রতি সরকারের বিরাগও অস্পষ্ট নেই। এসবই দেশের প্রগতিশীল রাজনীতি ও গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত। অন্তর্বর্তী সরকারকে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে মানুষ নিজ নিজ রাজনৈতিক অধিকার সমানভাবে চর্চা করতে পারেন। অন্তর্বর্তী সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উত্তীর্ণ হবে। এর ফল আমরা দেখব অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সুসম্পন্ন হবার মধ্য দিয়ে; গণতান্ত্রিক এই যাত্রাপথই জাতির রক্ষাকবচ। মাহবুব আজীজ: উপসম্পাদক, সমকাল ও সাহিত্যিক। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি মন্দা

১৪ পৃষ্ঠার পর

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার ব্যাংক খাত সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে এবং নতুন ‘ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ’ জারি করেছে।

বহিঃখাতে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা গেছে। রেমিট্যান্স ও রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে আট বছর পর দেশটি প্রথমবারের মতো চলতি হিসাব উদ্বৃত্তে এসেছে ১৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে আমদানি কার্যক্রমের মধ্যেও বৈপরীত্য বিদ্যমান। খাদ্য ও মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি বেড়েছে, কিন্তু যন্ত্রপাতি ও মূলধনি পণ্যের আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, যা ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ ও উৎপাদন সম্প্রসারণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

রাজস্ব খাতের অবস্থা বেশ করুণ। কর আদায় জিডিপির অনুপাতে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে কমে ৬ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে ভর্তুকি ও সুদের ব্যয় বেড়ে বর্তমান ব্যয় জিডিপির ৯ দশমিক ২ শতাংশে পৌঁছেছে, আর উন্নয়ন ব্যয় কমে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৩ শতাংশে। ফলে বাজেট ঘাটতি বেড়ে হয়েছে জিডিপির ৪ দশমিক ৭ শতাংশ।

অধ্যাপক ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার রাজস্ব সংস্কারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন কর নীতি ও প্রশাসনের পৃথক্‌করণ, কর অব্যাহতির ব্যবস্থাপনা সংস্কার এবং বাধ্যতামূলক অনলাইন রিটার্ন দাখিল। তবু সরকারি ঋণ জিডিপির অনুপাতে আরও ভারী হয়েছে, যার প্রায় ৩৭ শতাংশ এখন দেশীয় ব্যাংকব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, ২০২৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে, যা প্রায় ৪ দশমিক ৮ শতাংশ হতে পারে। মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমবে এবং ভোগব্যয় বাড়লে চাহিদা পুনরুদ্ধার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, ব্যাংক খাতের দুর্বলতা, সংস্কার বিলম্ব ও জ্বালানি সরবরাহের ঘাটতি আগামী বছরেও বিনিয়োগ পুনরুদ্ধারের পথে বড় বাধা হিসেবে থেকে যাবে।

তাঁদের মতে, রপ্তানি বিশেষ করে তৈরি পোশাকশিল্প আগামী বছরও প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হবে। তবে আমদানি স্বাভাবিক হলে চলতি হিসাব আবার ঘাটতিতে যেতে পারে। রাজস্ব ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার ধীরে ধীরে ভর্তুকি কমানোর পরিকল্পনা নিচ্ছে, যদিও কৃষি ও জ্বালানি খাতে ব্যয় এখনো বেশি থাকবে। সরকারি ঋণও বাড়ছেড়২০২৭ সালের মধ্যে তা জিডিপির ৪১ দশমিক ৭ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক খাতের শৃঙ্খলা ফেরাতে ‘ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ’ বাস্তবায়ন, জরুরি তারল্য সহায়তা (ইএলএ) চালু এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। অভিজ্ঞদের মতে, এখন প্রয়োজন নীতিগত স্থিতিশীলতা ও বাস্তবসম্মত সংস্কার, যাতে বিনিয়োগ আস্থা ফিরিয়ে অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়।

বিশ্বব্যাংকের কর্তাব্যক্তিরা যেমন সুশাসন আর সরকারের দক্ষতার ওপর জোর দিয়েছেন, তেমনি প্রশাসনের সক্ষমতা, গুণগত ব্যয় ব্যবস্থাপনা আর মানবসম্পদের উন্নয়নের কথাও বলেছেন। আমাদের মতো তাঁদের অনেকেই তাকিয়ে আছেন নির্বাচনের পর নতুন সরকার কীভাবে দেশ চালায়, শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে আর ব্যক্তি খাতকে প্রণোদিত করে। মামুন রশীদ অর্থনীতি বিশ্লেষক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

গুম, খুন ও নির্যাতনের বিচার

১৬ পৃষ্ঠার পর

পরোয়ানা জারি হয়েছে, তাদের আদালতে হাজির করার দায়িত্ব পুলিশের। গণঅভ্যুত্থানে ভেঙে পড়া পুলিশ অবশ্য এখনও যথেষ্ট সক্রিয় হতে পারেনি। তাদের নিয়মিত দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছেন সেনাসদস্যরা। এদিকে জাতীয় নির্বাচন বেশি দূরে নয়। সেনা কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী নির্বাচনে তাদের অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় জোরাল ভূমিকা নিতে হবে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনপ্রত্যাশী জনগণও সেটা চায়। এ অবস্থায় গুমের ঘটনায় দায়ের মামলা ঘিরে ট্রাইব্যুনালের সঙ্গে সেনা কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের অবনতি কাম্য নয়। উস্কানি দেওয়ার মতো মহল অবশ্য কম নেই। এ অবস্থায় গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কোনো কারণে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির কাজ যেন ব্যাহত না হয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে গুমসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাগুলোর নিষ্পত্তিতে বড় অগ্রগতির সময় থাকবে না বলেই ধরে নিতে হবে। এ কার্যক্রম এগিয়ে নিতে হবে নির্বাচিত সরকারকে। সে কারণেই আসছে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে এ ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসহ ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষ যেন এ বিষয়ে আশ্বস্ত থাকতে পারে। বাংলাদেশে সুশাসন ও গণতন্ত্র চেয়ে আসা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও দেখতে চাইবে সব ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে সরকারের দৃঢ় ভূমিকা। এ ক্ষেত্রে তারা শুরু থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের পাশেও রয়েছে। খোদ জাতিসংঘ জুলাই গণঅভ্যুত্থান দমনে বিগত সরকারের অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের বিষয়টি সামনে এনেছে নিজে থেকে তথ্যানুসন্ধান করে। গুম, খুন ও নির্যাতনের অভিযোগগুলোর নিষ্পত্তিতেও তাদের সহায়তা থাকবে নিশ্চয়। সুষ্ঠু নির্বাচন, ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর ও রাজনৈতিক সহাবস্থানের পথ পরিত্যাগ করে আওয়ামী লীগ সরকার যে পথ অবলম্বন করেছিল, তাতে নজিরবিহীন নানা অপরাধে জড়াতে হয়েছে তাদের। হীন লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে বিচার বিভাগের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল, তারও অবনমন ঘটায় সরকার। সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর ন্যূনতম কার্যকারিতাও বিনষ্ট করে দেয়। এ প্রক্রিয়ায় সশস্ত্র বাহিনীর একটি অংশকেও ব্যবহার করে সরকার। গোয়েন্দাদের ব্যবহার করে সফলতম বেসরকারি ব্যাংক দখলের ঘটনাও বিশ্বে সম্ভবত নজিরবিহীন। এভাবে ব্যাংক খাতের একাংশকে কবজা ও লুট করে আমানতকারীদের পথে বসানো হয়। লুণ্ঠিত অর্থ পাচারের খবরগুলোও কম বিস্ময় জাগাচ্ছে না। গুম-খুনের পাশাপাশি আর্থিক খাতকে হত্যারও আয়োজন চলছিল। এরও কি বিচার হতে হবে না? হাসান মামুন: সাংবাদিক, কলাম লেখক। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে

১০ পৃষ্ঠার পর

তহবিল (আইএমএফ)। গত বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ওয়াশিটংনে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির এশিয়া প্যাসিফিক বিভাগের পরিচালক কৃষ্ণা শ্রীনিবাসন এ কথা বলেন।

গত মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক প্রতিবেদনে জিডিপি প্রবৃদ্ধির নতুন পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ দশমিক ৯ শতাংশ। এর আগে গত জুলাই মাসে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ এবং এপ্রিলে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল আইএমএফ।

কী কারণে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কমবে বলে মনে করা হচ্ছেএমন প্রশ্নে কৃষ্ণা শ্রীনিবাসন বলেন, কঠোর নীতিমালা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং আর্থিক খাতের দুর্বলতার কারণে প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন কিছুটা কমানো হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের নীতিগত কাঠামো কিছুটা কঠোর হওয়ায় বেসরকারি বিনিয়োগ ও ব্যয়ের প্রবাহে শ্লথ হয়েছে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের পাশাপাশি দেশীয় পর্যায়ে শুল্ক এবং বাণিজ্যসংক্রান্ত অনিশ্চয়তা ব্যবসায়িক আস্থা কমিয়ে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, একই সঙ্গে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আর্থিক খাতের দুর্বলতা এবং ঋণের সীমিত প্রবাহ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে বাধা দিচ্ছে। এটি সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব ফেলছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে আইএমএফের ৫৫০ কোটি ডলারের চলমান ঋণ কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কৃষ্ণা শ্রীনিবাসন বলেন, শিগগির একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবে ওই প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলের সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত আসবে। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় পাঁচ কিস্তিতে ইতোমধ্যে প্রায় ৩৬০ কোটি ডলার পেয়েছে বাংলাদেশ। আগামী ২৯ অক্টোবর দুই সপ্তাহের সফরে ঢাকা আসবে আইএমএফের ডেভেলপমেন্ট মাইক্রোইকোনমিক্স ডিভিশনের প্রধান ক্রিস পাপাগেওর্জিউর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল। মিশনটি পরবর্তী অর্থাৎ ষষ্ঠ কিস্তির প্রায় ৮০ কোটি ডলারের জন্য গত জুনভিত্তিক শর্ত বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে। মিশন সফর শেষে এ কিস্তি নিয়ে একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদন দেবে আইএমএফকে। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আগামী জানুয়ারি নাগাদ ওয়াশিংটনে সংস্থাটির পরিচালনা পর্ষদ সভায় ষষ্ঠ কিস্তি ছাড় নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অন্য শর্তের প্রায় সবগুলো পূরণ হলেও কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। সংবাদসুত্র দেনিক সমকাল

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের

১০ পৃষ্ঠার পর

বাড়ছে না। অন্যদিকে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। সার্বিক এ পরিস্থিতিতে দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এ রকম বাস্তবতায় আজ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস।

জাতিসংঘ এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে ‘সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্ব্যবহারের অবসান: দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী পরিবারের জন্য সম্মান এবং কার্যকর সহায়তা নিশ্চিত করা’।

গত এপ্রিলে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট’ প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৫ সালে বাংলাদেশের ৩০ লাখ মানুষ অতি দারিদ্র্যের কবলে পড়তে পারে। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ধীরগতি এবং শ্রম বাজার সংকুচিত হয়ে আসার কারণে বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা করে। সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়, অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ধীরগতির কারণে পিছিয়ে পড়া মানুষেরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সমাজে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া বৈষম্য আরও বাড়বে।

দারিদ্র্যের হার আসলে কত

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ-২০২২ অনুযায়ী দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। বিবিএস পাঁচ বছর পরপর এই জরিপ করে। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) সাম্প্রতিক এক জরিপ বলছে, দেশে দারিদ্র্যের হার প্রায় ২৮ শতাংশ। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দারিদ্র্যের হার বেড়ে ২০ দশমিক ৫০ শতাংশ হয়েছে। সর্বশেষ অর্থবছরে (২০২৪-২৫) অর্থবছরে যা বেড়ে হয়েছে ২১ দশমিক ২ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে মোট কর্মসংস্থান ২০ লাখ কমে গেছে। ৩০ লাখের বেশি কর্মক্ষম মানুষ শ্রমবাজারের বাইরে।

পিপিআরসির প্রতিবেদনে দেখা যায়, শহরের একটি পরিবারের গড়ে মাসিক আয় ৪০ হাজার ৫৭৮ টাকা। খরচ হয় ৪৪ হাজার ৯৬১ টাকা। জাতীয়ভাবে একটি পরিবারের মাসে গড় আয় ৩২ হাজার ৬৮৫ টাকা। খরচ হয় ৩২ হাজার ৬১৫ টাকা। সঞ্চয় নেই বললেই চলে।

বিবিএসের জরিপে ২০২২ সালে অতিদারিদ্র্যের হার ছিল ৫ দশমিক ৬ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রাক্কলন হলো, গত অর্থবছরে বাংলাদেশে অতিদরিদ্র মানুষের হার বেড়ে ৮ দশমিক ৯ শতাংশ হয়েছে। বিশ্বব্যাংক ক্রয়ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে দৈনিক তিন ডলার আয়ের নিচের মানুষকে অতিদারিদ্র্য হিসেবে গণ্য করে।

গবেষণা সংস্থা সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান সমকালকে বলেন, বিবিএস ২০২২ সালে খানা আয়-ব্যয় জরিপে দারিদ্র্যের হার দেখিয়েছে। এরপর সংস্থাটির পক্ষ থেকে এ-সংক্রান্ত আর কোনো প্রতিবেদন দেওয়া হয়নি। এর পর বিশ্বব্যাংক এবং পিপিআরসি কিংবা অন্যান্য সংস্থার প্রাক্কলনে দেখা গেছে, দেশে দারিদ্র্য আরও বেড়েছে। দারিদ্র্যের হার বাড়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ স্থবিরতা চলছে। বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি কমেছে। আবার গত চার বছর ধরে যে হারে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে, সে হারে মজুরি বাড়েনি। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, বৈষম্যহীন বণ্টন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়িয়ে বেকারত্বের লাগাম টেনে ধরা এবং দারিদ্র্য কমিয়ে আনার পথে আর কোনো বিকল্প নেই।

বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে ৪ কোটি মানুষ

দেশের প্রায় চার কোটি মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। প্রায় ২৪ শতাংশ বা প্রতি চারজনের মধ্যে একজন মানুষ বসবাস করছে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে। এ ধরনের দারিদ্র্যের হার শহরের তুলনায় গ্রামে প্রায় দ্বিগুণ। প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের মধ্যে বেশি। সবচেয়ে বেশি সিলেট বিভাগে। আর জেলাভিত্তিক হিসাবে সবচেয়ে বেশি বান্দরবানে।সংবাদসুত্র দেনিক সমকাল

ভারতে বাংলাদেশের পাবদা

১০ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে চাপের মুখে রয়েছেন মাছ চাষিরা। বেনাপোলের সততা ফিশ কোম্পানির মালিক রেজাউল ইসলাম খোকন প্রায় ৪০ একর জলাশয়ে বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষ করেন। এর মধ্যে পাবদা, তেলাপিয়া ও রুই জাতের মাছই বেশি। তিনি বলেন, “মাছের উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে। মাছের খাদ্য, বিদ্যুৎ ও শ্রমের খরচ বেড়েছে। এখন দুই কেজি আকারের রুই মাছ উৎপাদন করতে কেজিতে খরচ পড়ে ২৭০-২৮০ টাকা। ফলে মুনাফা নেমে এসেছে ১০ শতাংশে, যা আগে ৩০ শতাংশের মতো ছিল। বেশি বিনিয়োগে কম মুনাফা হওয়ায় চিন্তায় আছি।”

স্থানীয় মাছ চাষি ও মৎস্য কর্মকর্তারা বলছেন, যশোরের ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, শার্শাসহ বিভিন্ন উপজেলায় পাবদা মাছের উৎপাদন বেড়েছে। এর কারণ ভারতে এই মাছের চাহিদা বাড়ছে। সেজন্য চাষিরা রুই, কাতলা ও পাঙাশের চাষ কিছুটা কমিয়ে পাবদা চাষে ঝুঁকছেন।

ভারতে মাছ রপ্তানিকারক শার্শার জনতা ফিশের স্বত্বাধিকারী আব্দুল কুদ্দুস। তিনি সব ধরনের মাছ রপ্তানি করেন। তবে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় পাবদা।

আব্দুল কুদ্দুস বলেন, “কেজিতে ১৫-১৬টা হয়, এমন পাবদার চাহিদা বেশি ভারতে। রপ্তানির পাশাপাশি রুই, কাতলা ও সামুদ্রিক মাছ ভারত থেকে আমদানি করি। তবে আগের চেয়ে আমদানি কিছুটা কম।”

রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি কমে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে মৎস্য বিভাগের বেনাপোল স্থলবন্দরের কোয়ারেন্টাইন কর্মকর্তা সজীব সাহা বলেন, পাবদা মাছের উৎপাদন বাড়ায় আমদানিনির্ভরতা কমেছে।

তিনি বলেন, “ভারতে বাংলাদেশি পাবদা মাছের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দেশের বিভিন্ন উপজেলায় এর উৎপাদন বেড়েছে। এর মধ্যে যশোর অঞ্চল মাছ উৎপাদনে উদ্বৃত্ত। তাই স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এখানকার মাছ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। এমনকী আখাউড়া সীমান্ত দিয়েও ভারতে যায়। মনে হচ্ছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানির চাপ কমেছে।”

অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশে মোট লেনদেনের ৭১ দশমিক ৭২ শতাংশই নগদ অর্থে হয়েছে। ওই মাসে মোট লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯ লাখ ৫৮ হাজার কোটি টাকায়, যা আগের বছরের ডিসেম্বরে ছিল ১৮ লাখ ৫৩ হাজার কোটি টাকা।

শুধু তাই নয়, সংখ্যার হিসাবেও ডিসেম্বরে মোট লেনদেনের ৫৩ শতাংশ, অর্থাৎ ৪৫ কোটির বেশি লেনদেন হয়েছে নগদ অর্থে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২ মাসের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, টাকার অঙ্ক এবং লেনদেনের সংখ্যা—উভয় ক্ষেত্রেই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের চেয়ে এগিয়ে নগদ টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, দেশের আনুষ্ঠানিক পেমেন্ট ব্যবস্থা মূলত দুই ভাগে বিভক্ত—বড় অঙ্কের লেনদেন ও খুচরা লেনদেন। বড় অঙ্কের লেনদেনের বেশিরভাগই বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস)এর আওতায় চেকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়।

অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা বলছেন, “ক্যাশলেস সোসাইটি” গড়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও অনানুষ্ঠানিক খাতের লেনদেন এই রূপান্তরের পথে বড় বাধা। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, “একটা কথা আছে—চক্যাশ ইজ কিংচ, বাস্তবেও তাই। দেশের বেশিরভাগ নগদ লেনদেন অনানুষ্ঠানিক খাতে হয়। এই খাতগুলোকে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার আওতায় না আনলে ক্যাশলেস সমাজ গড়া কঠিন।” তিনি আরও বলেন, “পরিবহন খাত, কৃষি, খুচরা-পাইকারি খাতে এখানে কিন্তু অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা ব্যবসা করে যাচ্ছে, তবে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে তারা। এরা অন্তর্ভুক্ত হতেও চায় না। কারণ এ চ্যানেলের মধ্যে আসলে, কর ও ট্যাক্সের মধ্যে পড়বে।”

জাহিদ হোসেন মনে করেন, যে ভিত্তির ওপর “ক্যাশলেস সোসাইটি” গঠন করার চেষ্টা চলছে, সেই ভিত্তি যদি পুরোনো ধ্যান-ধারণার হয়—যেখানে মানুষ নগদেই বেশি স্বচ্ছন্দ, সেখানে এই পরিবর্তন আনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

এনআরবিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ড. মো. তৌহিদুল আলম খান এর পেছনে একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, “এর প্রাথমিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য সহজলভ্য পয়েন্ট-অব-ট্রানজ্যাকশন [পস] সিস্টেমের অভাব বা সীমাবদ্ধতা। এর সাথে ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনীহা এবং সীমিত সচেতনতাও রয়েছে।”

“উচ্চ ইন্টারনেট খরচ, স্মার্ট ডিভাইসের অভাব, ডিজিটাল স্বাক্ষরতার সীমাবদ্ধতা এবং বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির হার কম থাকার মতো বিষয়গুলো নগদ লেনদেনের ওপর নির্ভরতা বাড়ায়। অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ওপর বিশ্বাসের অভাবও এই প্রবণতায় ভূমিকা রাখে, যা ডিজিটাল চ্যানেলের ব্যাপক প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে”, যোগ করেন তিনি।

তিনি আরও জানান, সংস্কৃতিগত কারণও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। “অনেকে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা বা তথ্য প্রকাশ এড়ানোর জন্য নগদে লেনদেন করতে পছন্দ করেন। বড় অঙ্কের অর্থ লেনদেনেও প্রায়ই নগদ ব্যবহার করা হয়, যাতে ডকুমেন্টেশন, কর বা ব্যাংক তদারকি এড়ানো যায়।”

তবে তিনি ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকও তুলে ধরেন। তার ভাষায়, “বাংলাদেশ এখনো রূপান্তর পর্যায়ে আছে, কিন্তু ইতিবাচক ধারা তৈরি হয়েছে। ডিজিটাল ওয়ালেট, মোবাইল ব্যাংকিং এবং কিউআর কোডভিত্তিক পেমেন্ট ব্যবস্থার প্রসার আশাব্যঞ্জক।”

তৌহিদুল আরও বলেন, “সম্পূর্ণ রূপান্তর আনতে হলে প্রয়োজন সমন্বিত প্রয়াস—কার্যকর বাস্তবায়ন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিতে সহজ প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা। অগ্রগতি দৃশ্যমান হলেও পরিবর্তন এখনো ধীরগতির; দেশ এখনো রূপান্তর পর্যায়েই রয়েছে।”

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশিষ্ট ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান টিবিএসকে বলেন, “বাংলাদেশ এখনো নগদভিত্তিক লেনদেনের ওপর নির্ভরশীল। ক্যাশলেস অর্থনীতি গড়তে হলে ডিজিটাল অবকাঠামোকে শক্তিশালী করতে হবে। এমনকি অনেক শিক্ষিত মানুষও এখনো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে অনীহা দেখান। তবে একবার এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে টাকার মুদ্রণ ব্যয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।”

বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ক্যাশলেস লেনদেন সম্প্রসারণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। জেলায় জেলায় সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন বা ইস্যুর ক্ষেত্রে এখন কিউআর কোডভিত্তিক পেমেন্ট ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।

দুই বছর আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক “বাংলা কিউআর” নামে একটি জাতীয় কিউআর কোড মানদণ্ড চালু করে খুচরা লেনদেনের জন্য। বর্তমানে এই ব্যবস্থায় ৪৩টি ব্যাংক, ৫টি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এবং ৩টি পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি) যুক্ত রয়েছে। সরকার ২০৩১ সালের মধ্যে সব ধরনের লেনদেনকে ক্যাশলেস করার লক্ষ্য নিয়েছে—“স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১”এর চারটি ধাপ (স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজ) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

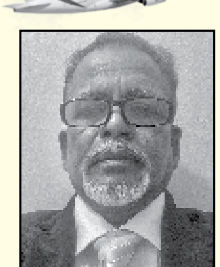

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0064	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1156 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlem Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

KT
KHAN'S
TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE
Ready To Boost Your Scores?
Grades K-6
$1,320
5 Months + 1 Month Free
Common Core Prep
Grade 7 SHSAT
Until October 2025 SHSAT Exam
Up To
43% OFF
High School GPA/Regents
$1,305
3 Months
In-Person Regents Exam Prep
SAT Exam Prep
In-Person Spring SAT
April - June
$1,920
Save Up To
$200 OFF
On Packages Worth $2,000+
Visit Us At Any Of Our Location!
• Jackson Heights
• Jamaica
• Astoria
• Brooklyn
• Ozone Park
• Bronx
• Bellerose - Long Island
Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

৩০ বছরের জন্য বিদেশি

১০ পৃষ্ঠার পর

রোববার (১২ অক্টোবর) ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত সমুদ্রগামী জাহাজ শিল্পে বিনিয়োগ সম্ভাবনা শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ ইউসুফ এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ২০২০ সালে সরকার চট্টগ্রাম বন্দর বিষয়ে বিদেশি কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে। তাদের প্রতিবেদন সরকার ছয় মাস আগে পেয়েছে। কনসালটেন্টের সুপারিশ অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দরের ট্যারিফ বাড়ানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ইআরএফ প্রেসিডেন্ট দৌলত আকতার মালার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বাংলাদেশ সমুদ্রগামী জাহাজ মালিক সমিতির প্রেসিডেন্ট আজম জে চৌধুরী এবং বাংলাদেশ পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ড. জাইদি সাত্তার উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের (সিপিএ) সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি ছিল দীর্ঘদিনের বিলম্বিত সমন্বয়। কারণ, ১৯৮৬ সালের পর থেকে বন্দরের ডলার-ভিত্তিক হারগুলো কখনও বাড়ানো হয়নি। কিন্তু যা সিপিএ প্রকাশ্যে বলছে না, তা হলো এই সময়ে টাকার মান ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় তাদের আয় আগেই বহুগুণ বেড়ে গেছে।

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর হাতে আসা নথি অনুযায়ী, নতুন ট্যারিফ কাঠামোটি বিশ্বব্যাংক গ্রুপের বেসরকারি খাতের শাখা ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি)-এর প্রস্তাবিত কাঠামোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যায়। সরকার ও সিপিএ-র পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে আইএফসি পতেঙ্গা ও লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনালের জন্য কনসেশন চুক্তি তৈরি করেছে।

তাদের মূল লক্ষ্য ছিল চট্টগ্রাম বন্দরকে বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা। সমালোচকদের অভিযোগ, এর ফলে ট্যারিফের এই কাঠামো সিপিএর চেয়ে বেশি বিদেশি অপারেটরদের বেশি সুবিধা দিচ্ছে।

আইএফসি তার লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল পিপিপি প্রজেক্ট ট্রানজাকশন স্ট্রাকচার রিপোর্ট-এ সতর্ক করেছিল যে বাংলাদেশের কঠোর ও অপরিবর্তনীয় ট্যারিফ নীতি আন্তর্জাতিক টার্মিনাল অপারেটরদের (আইটিও) বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি সেখানে স্পষ্টভাবে সুপারিশ করেছিল "নিশ্চিত ট্যারিফ সংস্কার, যার মধ্যে ট্যারিফ বৃদ্ধির নিশ্চয়তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে" যা প্রকল্পের সফলতার অন্যতম শর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

এখন সেই পরামর্শ বাস্তবে রূপ পেয়েছে। সরকার বে টার্মিনালের দুটি কনটেইনার বার্থ থেকে শুরু করে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর পর্যন্ত সব নতুন টার্মিনাল বেসরকারি খাতে লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে বাধ্য হয় এক ব্যাপক ট্যারিফ পুনর্বিন্যাসে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বাজারকে "আর্থিকভাবে আকর্ষণীয়" করে তুলতেই মূলত হঠাৎ এই বড় পরিসরের ট্যারিফ বৃদ্ধি কার্যকর করা হয়েছে।

এই ট্যারিফ বৃদ্ধির সুবিধাভোগী শুধু ভবিষ্যতের নতুন বিনিয়োগকারীরাই নয়, বরং বর্তমানে পরিচালনাকারীরাও। সৌদি আরবভিত্তিক রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনাল (আরএসজিটিআই) ইতোমধ্যেই পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনা করছে। অন্যদিকে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের বন্দর অপারেটর ডিপি ওয়ার্ল্ড খুব শিগগিরই নিউ মুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি)-এর নিয়ন্ত্রণ পেতে যাচ্ছে, যা এককভাবে চট্টগ্রাম বন্দরের মোট কনটেইনার পরিবহনের প্রায় ৪০ শতাংশ পরিচালনা করে।

এদিকে ডেনমার্কের শিপিং জায়ান্ট এ.পি. মোলার মায়েরস্ক নজর রেখেছে লালদিয়া টার্মিনাল কনসেশনের দিকে যার কাঠামো তৈরি করেছে আইএফসি।

'আমি মনে হয় স্বর্গে যেতে পারব

৫২ পৃষ্ঠার পর

সাংবাদিক পিটার ডুসি ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন, স্বর্গে যাওয়া নিয়ে তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্য, অর্থাৎ 'তিনি স্বর্গে যেতে পারবেন কি না' এবং তাঁর ইসরায়েল-হামাস শান্তি পরিকল্পনা সেই পথে কোনো অগ্রগতি এনেছে কি না, সে বিষয়ে।

জবাবে ট্রাম্প হেসে বলেন, 'আমি একটু মজা করছিলাম। সত্যি বলতে এমন কিছু করিনি, যা আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। সত্যিই না। আমার মনে হয়, আমি স্বর্গগামী নই।' এরপর মজা করে আরও বলেন, 'আমরা এখন এয়ার ফোর্স ওয়ানে আছি, হয়তো এটাই আমার স্বর্গ! আমি নিশ্চিত না যে স্বর্গে যেতে পারব কি না, তবে আমি জানি, আমি অনেক মানুষের জীবন অনেক ভালো করেছি।'

ট্রাম্প এরপর অভিযোগ করে বলেন, '২০২০ সালের নির্বাচন যদি কারচুপির না হতো, তাহলে জো বাইডেনের জায়গায় আমি হোয়াইট হাউসে থাকতাম। আর আমি থাকলে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে হামলা চালাতে পারতেন না। সেটিও হতো আরেকটি বড় সংঘাতের সমাপ্তি।'

ট্রাম্প আরও বলেন, 'বাইডেন প্রশাসন ছিল অদক্ষ। একজন অযোগ্য প্রেসিডেন্ট দেশ চালিয়েছেন। আর সেই জালিয়াত নির্বাচনের কারণেই লাখ লাখ মানুষ মারা গেছে। ইসরায়েল ইস্যুও অনেক কঠিন হয়ে পড়েছিল আগের প্রশাসনের কারণে।'

ট্রাম্প আগস্টের ১৯ তারিখের পর থেকে 'স্বর্গে যাওয়ার সম্ভাবনা' নিয়ে চিন্তিত। সেদিন তিনি ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস অনুষ্ঠানে ফোন করে বলেছিলেন, 'যদি আমি প্রতি সপ্তাহে ৭ হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারি, তাহলে সেটা বড় অর্জন। আমি সম্ভব হলে স্বর্গে যেতে চাই।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমি শুনছি, আমার অবস্থা ভালো না। আমি নাকি তালিকার একদম নিচে আছি। কিন্তু যদি কখনো স্বর্গে যেতে পারি, এটা হবে তার অন্যতম কারণ।'

এই মন্তব্যের পর ট্রাম্পের প্রচার দল একটি তহবিল সংগ্রহের ই-মেইল পাঠায়, শিরোনাম ছিলড় ও ধিহঃ ঃড় ঃৎু ধহফ মবঃ ঃড় যবধাবহ; আমি স্বর্গে যাওয়ার চেষ্টা করতে চাই।' সেখানে ১৫ ডলার অনুদানের আহ্বান জানানো হয়। সেই ই-মেইলে ট্রাম্প লিখেছিলেন, 'গত বছর এক আততায়ী যখন আমার গায়ে গুলি চালায়, আমি মৃত্যুর একচুল দূরে ছিলাম।' তখন ২০২৪ সালের জুলাইয়ে পেনসিলভানিয়ার বাটলার শহরে হওয়া হত্যাচেষ্টার কথা উল্লেখ করছিলেন।

ট্রাম্প আরও লিখেছিলেন, 'হোয়াইট হাউসে আমার বিজয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন কখনো হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমাকে একটা কারণে বাঁচিয়ে রেখেছেন আমেরিকাকে আবার মহান করার জন্য! আততায়ীর গুলির পর আমার বেঁচে থাকার কথা ছিল না, কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কৃপায় আমি বেঁচে গেছি। এখন আমার আর কোনো পথ নেই আমি দেশের সেবায় ফিরে আসব। তবে একা পারব না...'

এই প্রচার কৌশল নিয়ে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেন, 'আমার মনে হয় প্রেসিডেন্ট সিরিয়াস ছিলেন। তিনি সত্যিই স্বর্গে যেতে চান, যেমনটা আমি বিশ্বাস করি, এই ঘরে থাকা সবাই এটা চান।' - ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইনডিপেনডেন্ট

নোবেলজয়ী বিরোধী নেত্রীর

১২ পৃষ্ঠার পর

এমন সিদ্ধান্তকে 'দুঃখজনক' বলে মন্তব্য করেছে। নরওয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তাদের এক মুখপাত্র বলেন, বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও নরওয়ে ভেনিজুয়েলার সঙ্গে সংলাপ অব্যাহত রাখতে চায়। আমরা এই দিকেই কাজ চালিয়ে যাবো। নোবেল পুরস্কার নরওয়ের সরকারের স্বাধীন একটি বিষয়। মারিয়া কোরিনা মাচাদো দীর্ঘদিন ধরে মাদুরো সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ১২ বছরের ক্ষমতায় মাদুরোর শাসনকে বহু দেশই 'অবৈধ ও স্বৈরাচারী' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। গত এক বছরে মাচাদো গোপনে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। বিবিসির খবরে আরও বলা হয়েছে, ভেনিজুয়েলা একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় নিজেদের দূতাবাস বন্ধ করেছে। পরিবর্তে দেশটি জিম্বাবুয়ে ও বুরকিনা ফাসোয় নতুন কূটনৈতিক মিশন খোলার ঘোষণা দিয়েছে। দেশ দুটিকে 'আধিপত্যবাদী চাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কৌশলগত মিত্র' বলেও উল্লেখ করেছে কারাকাস। উল্লেখ্য, নোবেল শান্তি পুরস্কারকে কেন্দ্র করে এর আগেও কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মুখে পড়েছিল নরওয়ে। ২০১০ সালে চীনের রাজনৈতিক বন্দি লিউ শিয়াওবোকে পুরস্কার দেওয়ার পর নরওয়ের সঙ্গে বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থগিত করে দেয় বেইজিং, যা ছয় বছর পর গিয়ে স্বাভাবিক হয়।

সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায়

৫২ পৃষ্ঠার পর

এই দেশটি। সুইডেনের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা বোর্ড অব এগ্রিকালচার বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছে, "বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির যে অবস্থা, তাতে যে কোনো সময় পরিস্থিতি গুরুতর রূপ নিতে পারে, এমনকি বিশ্বযুদ্ধও শুরু হয়ে যেতে পারে। এ কারণে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শস্যসহ অন্যান্য খাদ্য উপাদান মজুতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।"

সুইডেনের সরকার এই প্রকল্পের জন্য ৫ কোটি ৭০ লাখ ডলার বরাদ্দ দিয়েছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আগামী ২০২৬ সাল থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে দেশজুড়ে বেশ কয়েকটি খাদ্য গুদাম তৈরি করা হবে। সম্ভাব্য যুদ্ধের সময় প্রত্যেক নাগরিক যেন প্রতিদিন ন্যূনতম ৩ হাজার ক্যালরি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন সেই হিসেব অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য মজুত করা হবে গুদামগুলোতে।" সুইডেনের প্রতিবেশী দেশ ফিনল্যান্ড জানিয়েছে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কীভাবে দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যেতে হয়, সে সম্পর্কে আগামী মাস থেকে নাগরিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করবে সরকার। এদিকে এই সংবাদের প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্রেমলিনের এক কর্মকর্তা রুশ সংবাদমাধ্যম আরটি-কে জানিয়েছেন, "পশ্চিমা বিশ্ব সব রুশবিরোধী হিস্টিরিয়ায় ভোগে। খাদ্য মজুত ও নাগরিকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যাপারটিও সেই হিস্টিরিয়ার অংশ। রাশিয়ার কারণে কেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধবে?"

সুইডেন ও ফিনল্যান্ড দুই দেশের সঙ্গেই সীমান্ত আছে রাশিয়ার। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোতে যোগ দিয়েছে সুইডেন ও ফিনল্যান্ড। চলতি মাসে মস্কোতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এর বলেছিলেন, "সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত খুবই বোকামিপূর্ণ। এই সিদ্ধান্তের ফলে তাদের নিজেদের নিরাপত্তা বাড়েনি, বরং এই অঞ্চলের আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা অবমূল্যায়িত হয়েছে। এর কোনো প্রয়োজন ছিলো না।" সূত্র: আরটি

সীমান্তে আটক বাংলাদেশিকে নিয়ে

৫২ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে, কানাডায় আশ্রয়প্রার্থী ওই তরুণের নাম মাহিন শাহরিয়ার। মাহিন ২০১৯ সাল থেকে কানাডায় বসবাস করছেন। তবে, যুক্তরাষ্ট্রে আটকের পর তাঁকে ফেরত নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে কানাডা।

কানাডিয়ান প্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটে যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো সীমান্ত এলাকায়।

মাহিন জানান, তিনি হতাশায় ভুগছিলেন। তাই কিছুদিন বাড়ির বাইরে থাকতে চেয়েছিলেন। তখন এক বন্ধু তাঁকে কোথাও ঘুরতে যেতে বলেন, যেখানে তিনি নিজের মতো করে কিছুদিন থাকতে পারতেন। এরপরই বেরিয়ে পড়েন মাহিন। কিন্তু তিনি যে স্থানটিতে যান, সেটি ছিল কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তের খুব কাছাকাছি। পরে মাহিন বুঝতে পারেন, তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে চলে গেছেন।

মাহিন বলেন, 'আমি শুধু বন্ধুর দেওয়া দিকনির্দেশনা অনুসরণ করছিলাম। হঠাৎ দেখি আমি যুক্তরাষ্ট্রে। এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।'

মাহিন জানান, সীমান্তে প্রবেশের পর তিনি নিজেই মার্কিন সীমান্তরক্ষীদের কাছে গিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কর্মকর্তারা তাঁকে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অভিযোগে আটক করেন।

আইসিই কর্মকর্তারা মাহিনের আইনজীবী ওয়াসিম আহমেদকে জানিয়েছেন, তাঁরা মাহিনকে ফেরত নিতে কানাডাকে বাধ্য করবে না। একই সঙ্গে, মাহিনকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোও সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর কাছে কোনো বৈধ নথিপত্র নেই।

মাহিনের আইনজীবী ওয়াসিম আহমেদ জানিয়েছেন, তিনি এখন জরুরি ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কোর্টে শুনানির আবেদন করছেন, যাতে মানবিক কারণে কানাডা সীমান্ত সেবা সংস্থা (সিবিএসএ) মাহিনকে ফেরত নিতে রাজি হয়। তিনি বলেন, 'কানাডা ছাড়ার আগে মাহিন সেখানে বৈধভাবে বসবাস করছিলেন। তাঁর মা ও বোন দুজনেই কানাডায় বৈধ অবস্থায় আছেন এবং তিনিও সেখানে পরিবারের সদস্য হিসেবে বসবাস করছিলেন।'

কানাডিয়ান প্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২৪ সেপ্টেম্বর মাহিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নথিতে স্বাক্ষর করেছেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় চান না। কারণ, তাঁর পরিবার ইতিমধ্যেই কানাডায় আশ্রয় পেয়েছে এবং তাঁর নিজের আবেদনও এখন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মাহিন আসলে কোথায় যাবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

মাহিন জানান, তাঁর মা-বাবার বিচ্ছেদ হওয়ার পর তিনি, তাঁর মা ও বোন কানাডায় পালিয়ে আসেন। তিনি তাঁর মা এবং ছোট বোনের ভরণপোষণের জন্য উবার চালাতেন।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

নিরস্ত্রীকরণ করতেই হবে-গাজায় হামাসকে হামলার

১২ পৃষ্ঠার পর

এর আগে তিনি হামাসের গাজায় গ্যাং দমনের পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের তিনি বলেছিলেন, "ওরা কয়েকটা গ্যাংকে সরিয়ে দিয়েছেড়খুব খারাপ, ভয়ানক গ্যাং। তারা কয়েকজন গ্যাং সদস্যকে হত্যা করেছে এবং সত্যি বলতে, এতে আমি খুব একটা বিচলিত হইনি। এটা ঠিকই আছে। " গাজায় সম্প্রতি হামাস ও সশস্ত্র গোত্রীয় সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষে বেশ কিছু প্রাণহানি ঘটেছে। এসব গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা মানবিক সহায়তা লুটপাট করেছে এবং ইসরায়েলের হয়ে কাজ করেছে। গত রোববারের (১৮ অক্টোবর) ওই সংঘর্ষের পর গাজার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয়, যারা রক্তপাতের সঙ্গে জড়িত ছিল না, সেই গ্যাং সদস্যদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হবে।

এর আগে জুন মাসে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা স্বীকার করেছিলেন যে, রয়েছে। হামাসকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে তারা গাজার কিছু গ্যাংকে অস্ত্র দিয়েছে, যাদের মধ্যে কিছু গোষ্ঠীর আইএসআইএল (আইএসআইএস)-এর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। রোববার ইসরায়েল-সংযুক্ত এক গ্যাংয়ের বন্দুকধারীরা বিশিষ্ট ফিলিস্তিনি সাংবাদিক সালেহ আলজাফারাওয়িকে হত্যা করে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

এ সপ্তাহের শুরুতে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস হামাসের সমালোচনা করে অভিযোগ তোলেন যে, হামাস ইসরায়েলি সহযোগিতার সন্দেহে কিছু ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তিনি একে 'নৃশংস অপরাধ' বলে উল্লেখ করেন। আব্বাসের দপ্তরের বিবৃতিতে বলা হয়, "যা ঘটেছে, তা একটি অপরাধ, মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং আইনের শাসনের নীতির ওপর গুরুতর আঘাত। "

তবে গ্যাং সমস্যা ছাড়াও হামাসকে লক্ষ্য করে ট্রাম্পের আরও হুমকি রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী, হামাসকে অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে এবং গাজার শাসনব্যবস্থায় তাদের কোনো ভূমিকা থাকবে না। তবে হামাস এসব শর্তে সম্মত হয়েছে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

১৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ট্রাম্প বলেন, যদি হামাস স্বেচ্ছায় অস্ত্র না ফেলে, তবে তাদের জোরপূর্বক নিরস্ত্র করা হবে। তারা অস্ত্র সমর্পণ করবে। যদি না করে, আমরা করাব। সেটা দ্রুতই ঘটবে, আর হয়তো সহিংসভাবেই।

গত শনিবার ১১ অক্টোবর থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর তা মোটামুটি টিকে আছে। তবে ইসরায়েল বারবার এই চুক্তি ভঙ্গ করেছে, প্রতিদিনই ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে, এই অজুহাতে যে তারা নাকি ইসরায়েলি সেনাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রবেশ করেছিল, যদিও এসব এলাকা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত নয়।

ইসরায়েল আরও হুমকি দিয়েছে যে, হামাস যদি তার হাতে থাকা বন্দিদের সবাইকে ফেরত না দেয়, তবে গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবাহ আবারও সীমিত করা হবে। পাশাপাশি, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ও মিশরের মধ্যবর্তী রাফাহ সীমান্তও এখনো পুরোপুরি খুলে দেওয়া হয়নি।

যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর ট্রাম্প একে 'নতুন মধ্যপ্রাচ্যের সূচনা' বলে বর্ণনা করেছিলেন। তবে তার সর্বশেষ হুমকি সেই আশার ওপর ছায়া ফেলেছে। সূত্র: আল জাজিরা

জলবায়ু পরিবর্তনে দারিদ্র্যে ভুগছে ১১০ কোটি মানুষ

১২ পৃষ্ঠার পর

ডেভলপমেন্ট ইনিশিয়েটি (ওপিএইচআই)-এর যৌথ বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৮৮ কোটি ৭ লাখ মানুষ অন্তত একটি জলবায়ু সমস্যা সরাসরি সম্মুখীন । এর মধ্যে ৬০ কোটি ৮ লাখ চরম তাপে, ৫৭ কোটি ৭ লাখ দূষণে, ৪৬ কোটি ৫ লাখ বন্যায়, এবং ২০ কোটি ৭ লাখ খরায় ভুগছে। প্রায় ৬৫ কোটির বেশি মানুষ অন্তত দুই ধরনের ঝুঁকিতে, ৩০ কোটির বেশি মানুষ তিন বা চার ধরনের বিপদের সম্মুখীন এবং ১ কোটি ১ লাখ মানুষ এক বছরে সব চারটি বিপদই অনুভব করেছে।

এছাড়াও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দারিদ্র্য ও জলবায়ু বিপদের যুগপৎ উপস্থিতি এখন বৈশ্বিক সংকটে পরিণত হয়েছে। এই পরিমাপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শিশু মৃত্যুহার, বাসস্থান, স্যানিটেশন, বিদ্যুৎ, এবং শিক্ষার মতো মৌলিক সূচক। এদের অর্ধেকেরও বেশি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক হাওলিয়াং শু বলেন, খরা, বন্যা, তাপপ্রবাহ বা বায়ুদূষণের মতো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে কেউই পুরোপুরি নিরাপদ নয়। কিন্তু সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীই এর সবচেয়ে কঠিন প্রভাবের শিকার। নভেম্বর মাসে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন ঈঙচ৩০ জলবায়ু সম্মেলন বিশ্বনেতাদের জন্য একটি সুযোগ, যেখানে জলবায়ু পদক্ষেপকে দারিদ্র্য মোকাবিলার পদক্ষেপ হিসেবেও বিবেচনা করতে হবে। প্রতিবেদনে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে বলিভিয়ার সান্তা ক্রুজ দে লা সিয়েরা শহরের বাইরে বসবাসরত গুয়ারানি আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্য রিকার্ডোকে।

রিকার্ডো দিনমজুর হিসেবে অল্প আয়ে ১৮ জনের সঙ্গে একটি ছোট ঘরে বসবাস করেন। স্ত্রী, তিন সন্তান, বাবা-মা এবং আরও কয়েকজন আত্মীয় নিয়ে একটি ঘরে তাদের বসবাস। বাড়িতে মাত্র একটি বাথরুম, কাঠ ও কয়লায় চালিত রান্নাঘর, এবং কোনো শিশুই স্কুলে যায় না।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সাহারার দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় মানুষ দারিদ্র্যের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চরম তাপমাত্রা, খরা, বন্যা ও বায়ুদূষণড়এই চারটি জলবায়ু ঝুঁকির কারণে এই অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে ঝুঁকিতে রয়েছে।

যুক্তরাজ্যে অভিবাসনে ভাষাগত দক্ষতার নতুন নিয়ম

১২ পৃষ্ঠার পর

ভাষার দক্ষতা মূলত দ্য কমন ইউরোপিয়ান ফ্রেমওয়ার্ক ফর রেফারেন্স ফর ল্যাংগুয়েজ-এর বি২ লেভেলের সমমান। দেশটির সরকার বলছে, চলতি বছরের মে মাসে অভিবাসান বিষয়ে প্রকাশিত শ্বেতপত্রের অংশ হিসেবে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ বলেন, এই দেশে আসা প্রত্যেকের আমাদের ভাষা শিখতে হবে এবং নিজের ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, এই দেশ সবসময় তাদের স্বাগত জানায় যারা এখানে এসে অবদান রাখে। কিন্তু আমাদের ভাষা না শিখে এবং আমাদের জাতীয় জীবনে অবদান রাখতে অক্ষম অভিবাসীদের আগমন গ্রহণযোগ্য নয়। সূত্র : বিবিসি

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

বারী হোম কেয়ার

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care -
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধের দাম কমাতে

৬ পৃষ্ঠার পর

সমঝোতা। এ ধরনের চুক্তির মাধ্যমে হোয়াইট হাউস এমন একটি কাঠামো তৈরি করছে, যা ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধের দাম কমানোর চেষ্টা করবে। ট্রাম্প গত জুলাই মাসে ১৭টি শীর্ষ ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানিকে চিঠি পাঠিয়ে ওষুধের দাম কমানোর আহ্বান জানান। ফাইজার ও অ্যাস্ট্রাজেনেকা হলো প্রথম দুটি কোম্পানি, যারা এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছেছে।

অ্যাস্ট্রাজেনেকার প্রধান নির্বাহী প্যাসকেল সোরিয়ট ওভাল অফিসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, আগামী বছর চালু হতে যাওয়া ‘ট্রাম্পআরএক্স’ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কোম্পানিটি তাদের কিছু ওষুধ সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কম দামে বিক্রি করবে।

সোরিয়ট আরও বলেন, কোম্পানিটি তাদের বাকি পণ্যগুলো স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করার জন্য তিন বছরের শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের রোগীরা বর্তমানে চিকিৎসাপত্রে লিখে দেওয়া ওষুধ কিনতে গিয়ে অন্য উন্নত দেশগুলোর তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি খরচ করছেন। ওষুধের দাম কমিয়ে অন্য দেশের সমতুল্য পর্যায়ে আনার জন্য ট্রাম্প ওষুধ কোম্পানিগুলোকে চাপ দিচ্ছেন। না হলে কঠোর শুল্কের মুখোমুখি হতে হবে বলে হুমকি দিয়েছেন তাঁরা।

গত মাসে ট্রাম্প ওষুধ কোম্পানিগুলোর ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন। ওষুধের দাম কমাতে এবং যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনকেন্দ্র স্থানান্তরের বিষয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলোকে রাজি করাতে এ হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। সম্প্রতি ফাইজারের সঙ্গে চুক্তির পর কয়েকজন লবিস্ট ও নির্বাহী কর্মকর্তা রয়টার্সকে এ তথ্য দেন।

মেডিকেড হলো নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য রাষ্ট্র এবং ফেডারেল সরকারের একটি স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি। সাত কোটির বেশি মানুষ এ কর্মসূচির আওতায় সেবা নিয়ে থাকে। এই কর্মসূচিতে ওষুধের খরচ মেডিকেয়ারের তুলনায় অনেক কম। মেডিকেয়ার কর্মসূচির আওতায় ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী মানুষ বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা দেওয়া হয়ে থাকে। শুক্রবারের ঘোষণায় এ ধরনের মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

২০২১ সালে ওষুধ বাবদ মেডিকেয়ারের খরচ ছিল ২১ হাজার ৬০০ কোটি ডলার। আর মেডিকেডের মোট খরচের পরিমাণ প্রায় আট হাজার কোটি ডলার।

নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ স্কুল অব ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক ক্রেইগ গারথওয়াইট বলেন, ‘মেডিকেড কর্মসূচি ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে কম দামে ওষুধ পায়। তাই নতুন করে তাদের যে সাশ্রয় হবে, তার পরিমাণ সীমিত থাকবে।’

গারথওয়াইট আরও বলেন, ‘অ্যাস্ট্রাজেনেকার ওষুধের তালিকা দেখলে মনে হয় না যে মেডিকেডকে বড় ধরনের ছাড় দেওয়ার মতো তাদের যথেষ্ট ওষুধ আছে।’

বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক রেনা কন্টি মনে করেন, ‘ফাইজারের মতো চুক্তি করার মধ্য দিয়ে অ্যাস্ট্রাজেনেকা তাদের ওপর শুল্কের চাপ কমাতে পারে ঠিকই; তবে এতে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যবিমার ক্রমবর্ধমান খরচ বা ব্যক্তিগত ওষুধের খরচ কমবে না।’

অ্যাস্ট্রাজেনেকার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সোরিয়ট তাঁর কোম্পানিকে ওয়াশিংটনের কাছাকাছি রাখতে কাজ করছেন। আবার একই সঙ্গে কোম্পানিকে সম্প্রসারণের কৌশলও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

অ্যাস্ট্রাজেনেকা গত জুলাই মাসে ঘোষণা দিয়েছিল, তারা ২০৩০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন, গবেষণা ও উন্নয়নে পাঁচ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে। কোম্পানিটি ভার্জিনিয়ায় যে উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করবে, তা হবে বিশ্বে তাদের সবচেয়ে বড় উৎপাদনকেন্দ্র। যুক্তরাষ্ট্রের আরও পাঁচটি অঙ্গরাজ্যে তাদের কারখানা সম্প্রসারণ করা হবে।

গত সেপ্টেম্বরে কোম্পানিটি ঘোষণা করেছে, যুক্তরাষ্ট্রের রোগীদের কাছে ডায়াবেটিস ও অ্যাজমার ওষুধ তালিকা মূল্য থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ে বিক্রি করবে তারা । তবে এ ক্ষেত্রে রোগীকে নগদ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। ট্রাম্পের চাপের পর এমন ঘোষণা দেয় তারা।

চীনের লাগাম টানতে কীভাবে এগোতে হবে, আমাদের জানা আছে বললেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স

৭ পৃষ্ঠার পর

বিমানের যন্ত্রাংশ রপ্তানিও বন্ধ করতে পারে। তবে তিনি জানান, নভেম্বরে আলোচনার সুযোগ রাখতেই ওই তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা দেখতে চাই, কী ঘটে। সেই কারণেই আমি ১ নভেম্বর তারিখ রেখেছিড়্দেখা যাক কী হয়।’

ভ্যান্স জানান, তিনি গত শনিবার ও রবিবার (১১ ও ১২ অক্টোবর) ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বকে ট্রাম্প গুরুত্ব দেন। তবে একই সঙ্গে আমাদের হাতে অনেক চাপ প্রয়োগের উপায়ও আছে। আমি আশা করি ও প্রেসিডেন্টও আশা করেন, আমাদের যেন সেই শক্তি প্রয়োগ করতে না হয়।’

ভ্যান্স আরও বলেন, যদি চীন এমন পথে হাঁটে, যেখানে তারা নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, তাহলে এই ভালো সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

উল্লেখ্য, চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়েই পরস্পরের ওপর অন্তত ১২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছিল। পরে আলোচনার মাধ্যমে চীনের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে ১০ শতাংশ আর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে চীনা পণ্যে ৩০ শতাংশ শুল্ক বজায় রয়েছে, যা আগের শুল্কের ওপর যুক্ত।

অনুষ্ঠানের শেষের দিকে ভ্যান্স বলেন, ‘আগামী কয়েক সপ্তাহে বোঝা যাবে, চীন আমাদের সঙ্গে সত্যিই বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করতে চায় নাকি তারা যুক্তির পথে আসবে। আমি আশা করি, তারা যুক্তির পথই বেছে নেবে।’

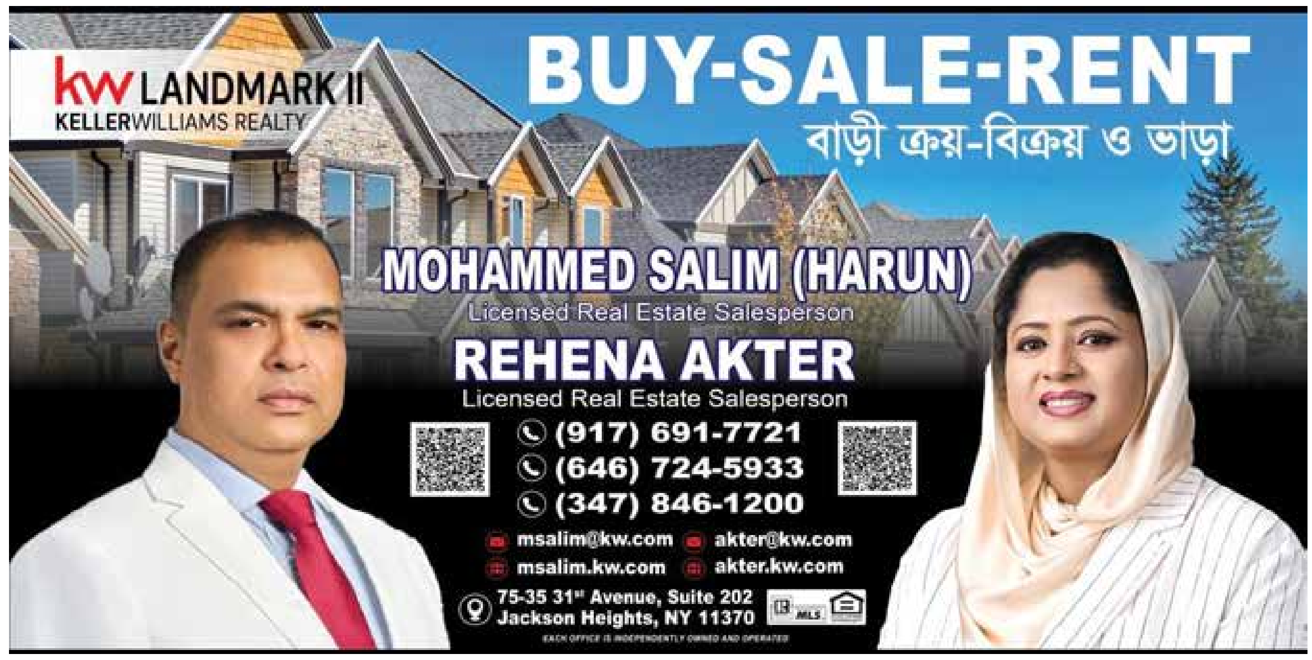

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

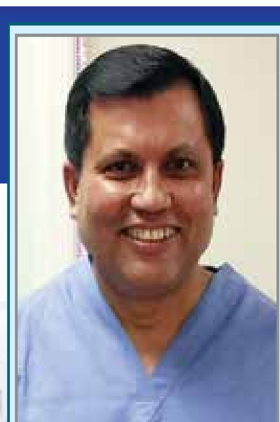

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ভয়াবহ আগুনে পুড়ছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ, ৫ ঘণ্টায়ও নেভেনি

৫ পৃষ্ঠার পর

নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আনুমানিক এক হাজার আনসার সদস্য ঘটনাস্থলে উদ্ধার ও আগুন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছেন। কর্তব্যরত অবস্থায় এখন পর্যন্ত ২৫ জন আনসার সদস্য আহত হয়েছেন, যাদের দ্রুত ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) ও কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে সহায়তায় বিজিবির দুই প্লাটুন সদস্য কাজ করছেন।

আগুনে বিমানবন্দরের আকাশ কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার দূর থেকে এ ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখন পর্যন্ত নয়টি ফ্লাইট ঢাকায় নামতে না পেরে চট্টগ্রাম ও সিলেটে গেছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটটি এবং সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি ফ্লাইট অবতরণ করেছে।

বিমানবন্দরের পোস্ট অফিস ও হ্যাঙারের মাঝামাঝি স্থানে কার্গো ভিলেজের যে অংশে আগুন লেগেছে সেখানে আমদানি করা পণ্য মজুত রাখা হয়। কীভাবে সেখানে আগুন লেগেছে বা ক্ষয়ক্ষতির কোনো তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষ জানাতে পারেনি।

অগ্নিকাণ্ডে শাহজালালে ফ্লাইট বাতিল, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

পরিচয় ডেস্ক: কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের কারণে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এয়ারফিল্ড রাত ৯টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। সর্বশেষ ৮টি ফ্লাইটের পর নতুন কোনো ফ্লাইট ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ডাইভার্ট হয়ে আসেনি। এদিকে ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্ব হওয়ার কারণে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফ্লাইট বিপর্যয় হলেও বিমানবন্দরে আগত যাত্রীদের সে সম্পর্কে কোনো তথ্য দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ জানান এক যাত্রী। তিনি বলেন, আমার সিঙ্গাপুর যাওয়ার কথা, আজ রাত ১০টা ২৫ মিনিটে ফ্লাইট ছিল। আসার সময়ই শুনেছি যে বিমানবন্দরে আগুন লেগেছে। অথচ ফ্লাইট ডিলে হবে কি হবে না বা ফ্লাইট কখন ছাড়বে সেটা নিয়ে কোনো তথ্য এখানে বোর্ডে বা ডিজিটাল স্ক্রিনে দেখাচ্ছে না। দেখালে সুবিধা হতো। এটা নিয়ে বিড়ম্বনায় আছি।

তিনি আরও বলেন, আমি এসেছি কুমিল্লা থেকে। সিঙ্গাপুরে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের যে ফ্লাইটটি যাওয়ার কথা সেটি এখনও আসেনি। এখানে কর্তৃপক্ষের এমন কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না যিনি আমাদের সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন। কেউ আমাদের কোনো তথ্য দিতে পারলে এতটা হেজিটেশনে থাকতাম না।

৫ ঘণ্টায়ও বিমানবন্দরের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এই ঘটনাকে অত্যন্ত দুঃখজনক উল্লেখ করে এই যাত্রী আরও বলেন, এখানে উন্নতমানের অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল, যেটা নিয়ে সরকারের চিন্তা করার কথা। অথচ আমাদের মতো সাধারণ জনগণ এটা নিয়ে চিন্তা করছে। এরকম একটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কোনো ডিসিপ্লিন নেই।

বিমানবন্দরে আসা আরও এক যাত্রীর সঙ্গে কথা হয় প্রতিবেদকের। তার ফ্লাইট বাতিল হয়ে গেছে। তিনি জানান, তার সৌদি আরব যাওয়ার কথা ছিল, ফ্লাইট ছিল সাড়ে ৭টায়। কিন্তু তা ক্যান্সেল হয়ে গেছে।

যে কোম্পানির হয়ে কাজ করেন সেখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছুটি মঞ্জুর করা আছে তার। এর মধ্যে তিনি না যেতে পারলে তার ভিসা ক্যান্সেল হয়ে যাবে বলে হতাশা প্রকাশ করেন এই যাত্রী।

সিঙ্গাপুরগামী আরেক যাত্রীর সঙ্গে কথা হয় এ প্রতিবেদকের। তিনি বিমানবন্দরে বসে আছেন দুই ঘণ্টা যাবৎ। কর্তৃপক্ষ তাকে ৯টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, চাকরি পরিবর্তন করে সিঙ্গাপুর যাচ্ছি। তবে বিলম্বের কারণে যদি কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত সহযোগিতা করে তবে হয়তো চাকরিক্ষেত্রে তেমন কোনো ক্ষতি বা সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা নেই। সংবাদসূত্র ওয়েব পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কম

‘সকালেই নেমেছিল পঞ্চাশ কোটি টাকার মাল, সব পুড়ে ছাই’

পরিচয় ডেস্ক: মালগুলো সকালেই নেমেছিল। রাখা হয়েছিল রানওয়েতেই। বন্ধের দিন থাকায় অর্ধেক দিন কার্যক্রম চলায় সেগুলো বের করতে পারিনি। চোখের সামনে পঞ্চাশ কোটি টাকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বিকেল সারে ৫টার দিকে আট নাম্বার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবেই আক্ষেপ করছিলেন সিএন্ডএফ এজেন্ট আব্দুর রহিম।

দেশের বাইরে থেকে ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যসামগ্রী আমদানি করে দেশের নানা স্থানে বিক্রি করেন। তিনি বলেন, আজ সকালের ফ্লাইটেই মালগুলো আনা হয়েছিল। সেগুলো নামিয়ে রাখা হয়েছিল রানওয়েতেই। বন্ধের দিন হওয়ায় সেগুলো আর বের করা গেল না। সব পুড়ে ছাই। পঞ্চাশ কোটি টাকার মালামাল ছিল।

ফায়ার সার্ভিস আসতে দেরি করেছে এমন অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, আগুন লাগার পরে ফায়ার সার্ভিস আসতে অনেক লেইট করেছে। সময় মতো আসলে এত ক্ষতি হতো না। তিনি জানান, প্রথমে আগুনটা লেগেছিল কুরিয়ার সার্ভিসের। এরপর ধীরে ধীরে আগুন ছড়ায়।

দুপুরেই আড়াই টন আমদানি করা গার্মেন্টস পণ্য নামিয়েছে কুরিয়ার কোম্পানি তামিম এক্সপ্রেস লিমিটেড। এসব মালের সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বলে শঙ্কা জানালেন কোম্পানিটির পরিচালক সুলতান আহমেদ। গতকাল কার্গো কমপ্লেক্সের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি আক্ষেপ করে বলেন, শনিবার হাফ শিপটিং কার্যক্রম চলে কার্গো কমপ্লেক্সে। সকাল ৯টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত খোলা ছিল। আমাদের কোম্পানির আড়াই টন মাল নেমেছে। সব পুড়ে গেছে নিশ্চিত। কোন ধরনের মালামাল ছিল এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সব গার্মেন্টস আইটেম মাল ছিল। বাটন, জিপার ফেব্রিকস ও বিভিন্ন লেভেল আইটেম।

কুরিয়ারের মাস্টার ইয়ার কোম্পানির সিএনএফ এজেন্ট মো. রোকন মিয়া বলেন, প্রতিদিন টন টন মাল কার্গো হয়ে আসে। এই ঘটনায় বিশাল ক্ষতির মুখে পড়বে ব্যবসায়ীরা। স্কাই লাউঞ্জে কেমিক্যাল, ফেব্রিক, মেশিনারিজসহ সব ধরনের মালামাল রাখা হয়। আমাদের ধারণা কেমিক্যাল থেকেই আগুন লেগেছে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

দাঁড়িয়ে লেলিহান আগুনের দিকে ইমপোর্ট সেকশনে কাজ করা একজন কর্মী সোহেল মিয়া বলেন, আট নাম্বার গেটের সঙ্গে লাগানো কুরিয়ার সার্ভিসের গোডাউন, এরপর ফার্মাসিউটিক্যাল ও ভ্যারাইটিস পণ্যের গোডাউন। মাঝখানে কুল রুম, ডেঞ্জারাস গুডসের গোডাউন অর্থাৎ এই গোডাউনে বিস্ফোরকদ্রব্য রাখা হয়। এরপর আমদানি করা মোবাইলের গোডাউন। সর্বশেষ এবং বিজিএমই-এর গোডাউন। যেখানে পোশাক কারখানাগুলো রপ্তানি করার জন্য তাদের তৈরি করা মালামাল রাখে।

আগুনের ভয়াবহতা নিয়ে জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, ডেঞ্জারাস গুডসের গোডাউনে আগুন লেগেছে। সেখানে রাখা বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো বিকট আওয়াজ করে ফুটছিল। এই আগুন সহজেই নেভানো যাবে না। কারো পক্ষে এটা নেভানো সম্ভব না, যদি নিজে থেকে না নেভে। কারণ, ডেঞ্জারাস গুডস গোডাউনে পানি দিলেও আগুন নিভবে না।

১৮ অক্টোবর শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমদানি কার্গো ভিলেজে আগুন আগে। বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত থেমে থেমে আগুন জ্বলছিল। সরজমিন দেখা গেছে, ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা লেডারের সাহায্যে আগুনে পানি দিচ্ছিলেন। এদিকে বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন), পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্যরা আগুন নেভানোর কাজে ফায়ার সার্ভিস কে সহযোগিতা করছিলেন। আগুন কার্গো ভিলেজের পুরো ভবনে ছড়িয়ে যায়। এদিকে আগুন লাগার পর বিমানবন্দরে সব ফ্লাইট ওঠানাম বন্ধ রয়েছে। বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালকের মুখপাত্র মো. মাসুদুল হাসান মাসুদ এই তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।

ঘটনাস্থলে ঢাকার ১৩টি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ৩৭টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। সন্ধ্যার পর থেকে কার্গো ভিলেজের পাশে কুরিয়ার সার্ভিসের আগুনের তীব্রতা বেড়ে যায়। বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটের (হ্যাঙ্গার গেট) পাশে দাউ দাউ করে জ্বলছিল আগুন। এই আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। তবে, বিমানবন্দরের একাধিক কর্মকর্তা জানান, কার্গো ভিলেজে পাশে স্কাই ক্যাপিটাল (বিমানের গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিংয়ের কাজ করে) ও কুরিয়ার সার্ভিসের মাঝের পয়েন্টে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। সেখানে কর্মরত সদস্যরা আগুন দেখে দ্রুত বের হতে শুরু করেন। এরপর তারা বিভিন্ন জায়গাতে ফোন করে বিষয়টি জানান। এরপর কার্গো ভিলেজের সামনে যেসব উড়োজাহাজ ছিল সেগুলো দ্রুত সরিয়ে নিরাপদে নেওয়া হয়।

এদিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৩৫ জনের মতো আহত হওয়ার খবর দিয়েছে পুলিশ ও আনসার বাহিনীর তরফ থেকে।

শাহজালালে আগুন, কী বলছেন নেটিজেনরা?

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। ১৮ অক্টোবর দুপুর ২টা ৩৪ মিনিটে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের প্রথম ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আমদানি করা পণ্য রাখা হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৩৬টি ইউনিট। পাশাপাশি বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর দুটি ফায়ার ইউনিট, নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনী আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

এ ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে বিভিন্ন মন্তব্য করছেন নেটিজেনরা। কেউ বলছেন, এটি নাশকতার অংশ নয় তো? অনেকে নিরাপত্তা এবং জবাবদিহিতার প্রশ্নও তুলেছেন।

সুরাইয়া পারভীন লিখেছেন, ‘এই মুহূর্তে বিমানবন্দরের কার্গো সেক্টর জ্বলছে। একের পর এক আগুন। নাশকতা নয় তো?’

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ লিখেছেন, ‘আগুনে পুড়ছে শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। গোডাউনে মুহূর্মুহু শব্দে ফাটছে কেমিক্যালের ড্রাম। বিস্ফোরণে বাড়ছে আগুনের মাত্রা। তেজগাঁও থেকে দেখা যাচ্ছে এয়ারপোর্টের ধোঁয়া।’

মানিক মুনতাছির লিখেছেন, ‘এবার এয়ারপোর্টের ভেতরে কার্গো মালামালে আগুন।’

মাকামে মাহমুদ লিখেছেন, ‘মিরপুর, চট্টগ্রাম, আজ ঢাকা এয়ারপোর্ট! নেক্সট? হাসিনার ফাঁসির রায় আসতে আসতে এমন অনেক স্যাবোট্যাজ হবে। কিন্তু সরকার কি প্রস্তুত?’

আব্দুল্লাহ আল-মামুন আরজু লিখেছেন, ‘চট্টগ্রামের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের দগদগে ক্ষত এখনো শুকায়নি, তার মধ্যেই আজ ঢাকার এয়ারপোর্টের কার্গো সেকশনে আরেক আগুন! আহা রে, আমাদের দেশ... কত স্বপ্ন, কত ঘামঝরা পরিশ্রমড়সব আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। নিরাপত্তা কোথায়? জবাবদিহিতা কোথায়? আল্লাহ তুমি রহম করো... আমাদের রক্ষা করো।’

হেমায়েত হোসেন লিখেছেন, ‘হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো সেকশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।পুড়ছে কোটি কোটি টাকার গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন পণ্য।’

শাহজালালের আরও ৪ ফ্লাইটের চট্টগ্রামের শাহ আমানতে অবতরণ

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আরও চারটি ফ্লাইট ঢাকার পরিবর্তে চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে।

এছাড়া আগুন লাগার কারণে শাহজালাল বিমানবন্দরের এয়ারফিল্ড সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেল ৫টায় শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল জানান, ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো টার্মিনালে অগ্নিকাণ্ডের প্রেক্ষিতে বিমানবন্দরের এয়ারফিল্ড সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ঢাকা থেকে আরও চারটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ডাইভার্ট হয়ে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফিরে এসেছে। এর মধ্যে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের দুটি এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের দুটি ফ্লাইট রয়েছে।

এর আগেও চারটি ফ্লাইট ঢাকার পরিবর্তে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

যাত্রীদের নির্বিঘ্ন সেবা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল।

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
LOW INCOME NO PROBLEM
ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
ইন্টারেস্ট রেট কম
রি-ফাইন্যান্সিং
ইনভেস্টমেন্ট
প্রি এপ্রোভাল
ফাস্ট ক্লোজিং
মর্টগেজ পরামর্শ
DIRECT LENDER
এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্টে।
ট্যাক্সি ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম।
যারা হোমকেয়ারে কাজ করেন, তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা।
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ী কিনতে পারবেন।
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799
MOZEZA MONALISA
LOAN PRODUCTION COORDINATOR
(347) 403-6644
139-27 QUEENS BLVD SUITE 2, JAMAICA, NY 11435

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

শুল্ক হুমকির পর নরম সুর, চীনকে

৭ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক হুমকিকে ‘দ্বৈত মানদণ্ডের একটি আদর্শ উদাহরণ’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছে, ‘চীনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে এমন হুমকি সঠিক পন্থা নয়।’

সেপ্টেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে একের পর এক অর্থনৈতিক চাপ বাড়িয়ে আসছে বলেও অভিযোগ করেছে দেশটির বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বর্তমানে চীনা পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত শুল্ক ৩০ শতাংশ, যা ট্রাম্প প্রশাসন আরোপ করেছিল। ট্রাম্প অভিযোগ করেছিলেন, চীন ফেন্টানিল মাদকের বাণিজ্যে ভূমিকা রাখছে এবং অবিচারপূর্ণ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করছে।

বিরল খনিজ বা রেয়ার আর্থস নিয়ে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েন চলছে। এই খনিজগুলো স্মার্টফোন, বৈদ্যুতিক গাড়ি, সামরিক সরঞ্জাম এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি নির্মাণে অপরিহার্য। বিশ্বের মোট উৎপাদিত বিরল খনিজের সিংহভাগেরই উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত একচেটিয়াভাবে করে থাকে চীন।

বিশ্লেষকদের মতে, নতুন এই শুল্ক হুমকি আবারও বৈশ্বিক বাণিজ্যে অস্থিরতা তৈরি করতে পারে এবং দুই পরাশক্তির সম্পর্ককে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলতে পারে। খবর আলজাজিরার।

ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠের বিরুদ্ধে পোস্ট, রাতারাতি ছয় বিদেশির

৬ পৃষ্ঠার পর

‘‘যে সমস্ত বিদেশি আমেরিকানদের মৃত্যুকামনা করেন, তাঁদের প্রতি আমেরিকার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। চার্লি কার্কের ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের পর যাঁরা আনন্দ-উল্লাস করেছিলেন, তাঁদের চিহ্নিত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বিদেশ দফতর। এই ছ’জন তাঁদেরই উদাহরণ। আমেরিকায় এঁদের আর প্রয়োজন নেই।’’ কাদের উপর কোপ পড়ল? মার্কিন বিদেশ দফতরের ঘোষণা অনুযায়ী, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, ব্রাজিল এবং প্যারাগুয়ের এক জন করে নাগরিকের ভিসা প্রত্যাহার করা হয়েছে। বৈধ ভিসার মাধ্যমেই আমেরিকায় থাকছিলেন তাঁরা। এ বার ওই ছ’জনকেই দেশে ফেরত পাঠানো হবে। প্রশাসনের দাবি, আর্জেন্টিনার বাসিন্দা চার্লির বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষ, বিদেশিবিদ্বেষ, নারীবিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ তুলে কটাক্ষ করেছিলেন। এ ছাড়া, জার্মানির বাসিন্দা চার্লির মৃত্যুর পর লিখেছিলেন, ‘‘যখন কোনও ফ্যাসিবাদী মারা যায়, গণতন্ত্রের সমর্থকদের তাতে খারাপ লাগে না।’’ অভিযোগ, ছ’জনই চার্লির মৃত্যু নিয়ে কোনও না কোনও ভাবে সমাজমাধ্যমে অভিযোগ করেছিলেন।

উল্লেখ্য, চার্লিকে খুনের অভিযোগে টাইলার রবিনসন নামের এক যুবককে সেপ্টেম্বরেই গ্রেফতার করেছিল আমেরিকার পুলিশ। তাঁর মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন স্বয়ং ট্রাম্প। চার্লিকে সম্মানিত করার পর মঞ্চে তাঁর স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ‘‘চার্লি সত্য ও স্বাধীনতার জন্য শহিদ হয়েছেন। সাহসিকতার সঙ্গে সত্য ও বিশ্বাসের কথা বলতেন তিনি। আমেরিকাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য সকলের সঙ্গে দৃঢ় ভাবে লড়েছিলেন।’’ চার্লির মৃত্যুর পর সমাজমাধ্যম ঘেঁটে তাঁর বিরোধীদের খুঁজে বার করার কাজ করছে মার্কিন প্রশাসন। নানা ভাবে তাঁদের হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

দুই জনের মধ্যে আড়াই ঘণ্টার

৬ পৃষ্ঠার পর

সমন্বয় করে রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছেন।

এদিকে বৃহস্পতিবারের ফোনালাপের পর ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে লেখেন, তিনি ও পুতিন বুদাপেস্টে সাক্ষাৎ করে “যুদ্ধের অবসান নিয়ে আলোচনা” করবেন। এর আগে দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল আগামী সপ্তাহে বৈঠক করবে।

অন্যদিকে শুক্রবার হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করবেন ট্রাম্প। এই বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় হবে ইউক্রেনকে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও দীর্ঘপাল্লার অস্ত্র সরবরাহ করা। এর আগে চলতি মাসের শুরুতে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, তিনি ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কাছাকাছি আছেন।

কর্মসংস্থানের অভাব বিশ্বজুড়ে

৫ পৃষ্ঠার পর

কথা বলেন। ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের বাস্তবতাকে সামনে রেখে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা বলেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এখন বিশ্বব্যাংকের মূল লক্ষ্য। বেশিরভাগ চাকরি বেসরকারি খাত থেকে আসে, কিন্তু শুরুটা সবসময় সেখান থেকে হয় না। শুরুতে সরকারি খাত চাকরির মূল চালিকাশক্তি হয়, পরে বেসরকারি বিনিয়োগ ও উদ্যোক্তাই নেতৃত্ব নেয়।

অজয় বাঙ্গা উল্লেখ করেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা রয়েছে অবকাঠামো, কৃষি, স্বাস্থ্য, পর্যটন ও মূল্যসংযোজনকারী শিল্পে। তবে কৃষি খাত শুধু চাকরি নয়, বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তারও মূল ভিত্তি। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৫০ কোটি ক্ষুদ্র কৃষক ৮০ শতাংশ খাদ্য উৎপাদন করে। অথচ তাদের বেশিরভাগই বিদ্যুৎ, অর্থায়ন, বাজার সংযোগ ও প্রশিক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বলেন, এই বাস্তবতা বদলাতে বিশ্বব্যাংক মাঠপর্যায়ে কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, বাজার সংযোগ তৈরি এবং কৃষকদের জমি বিক্রির বাধ্যবাধকতা রোধে ঋণ ও বীমা সুবিধা সম্প্রসারণে কাজ করছে।

বিশ্বব্যাংক ২০৩০ সালের মধ্যে কৃষি ও কৃষিভিত্তিক খাতে বিনিয়োগ দ্বিগুণ করে প্রতি বছর ৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়েছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত ৫ বিলিয়ন ডলার বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অজয় বাঙ্গা বলেন, ‘আমরা ছোট কৃষকদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি করতে চাই এবং তাদের এমন একটি সংগঠিত বাজার কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করতে চাই যা টেকসই কর্মসংস্থানের পথ খুলে দেবে। ডিজিটাল প্রযুক্তিই এখন কৃষিখাতের মূল শক্তি হয়ে উঠছে। মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সরঞ্জাম কৃষকদের ফসলের রোগ শনাক্ত করা, সার ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া, আবহাওয়ার আগাম সতর্কতা প্রদান ও ডিজিটাল পেমেন্টে সহায়তা করছে। এতে তৈরি হচ্ছে একধরনের ডিজিটাল ক্রেডিট ইতিহাস, যা ঋণপ্রাপ্তি সহজ করছে এবং সুদের হার কমিয়ে বিনিয়োগ আকর্ষণ বাড়াচ্ছে।

সিলেটের বন থেকে যে সুগন্ধি

৫ পৃষ্ঠার পর

জন্ম নেয় আগর কাঠড়বিশ্বের সবচেয়ে দুর্লভ আর মূল্যবান সুগন্ধির উৎস, যা কখনও কখনও সোনার চেয়েও দামি।

জালালী পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সহজ ছিল না। প্রচারবিমুখ এই পরিবার তাদের কাজ নিয়ে জনসমক্ষে কথা বলতে স্বচ্ছন্দ নন। জালালী পরিবারের এই ব্যবসার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক নিজের নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘আমরা কখনো প্রচার বা হইচই চাইনি। এটা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। শত শত বছরের পুরোনো এই পারিবারিক শিল্পকে আমরা সেই আদি ঐতিহ্যেই বাঁচিয়ে রেখেছি।’ তাদের এই শিল্পের প্রধান উপাদান হলো সময়। একটি আগর গাছকে পরিপূর্ণ হতে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ বছর সময় দেওয়া হয়। এরপর পরিপক্ক প্রতিটি গাছকে পরম যত্নে কেটে, ভিজিয়ে রেখে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে পরিশোধন করা হয়। সুগন্ধি নির্মাতারা একে ‘কালো সোনা’ নামে ডাকেন। এই প্রক্রিয়ায় তাড়াহুড়ো সুগন্ধের শত্রু। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যে তেল মেলে, তার এক ফোঁটাই বদলে দিতে পারে ঘরের আবহ। বিশ্বজুড়ে জালালী পরিবারের আগর কাঠ এখন ক্রিডের ‘উদ জারিয়ান’-এর সঙ্গে পরিচিত হলেও তাদের কাজ শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। ডিওর, লুই ভিতোঁর মতো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলোর সঙ্গেও তাদের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা যেখানেই যাই, নিশ্চিত করি যেন আমাদের শেকড়ের স্বীকৃতি থাকে। আমরা সব সময় আমাদের পূর্বপুরুষ এবং আমাদের বাড়ি, সিলেটের কথা উল্লেখ করি।’ ক্রিডের এই তেলের সন্ধান পাওয়া ছিল অনেকটা শতবর্ষী সংগ্রাহকের আরেক সংগ্রাহককে খুঁজে পাওয়ার মতো। ১৭৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ফরাসি বিলাসবহুল সুগন্ধি প্রতিষ্ঠান ক্রিড বরাবরই ঐতিহ্যের ধারক। তারা আজও পুরোনো পদ্ধতিতে হাতে করে সুগন্ধি তৈরি করে, যেখানে এমন সব উপাদান ব্যবহৃত হয় যা অন্যরা অত্যন্ত দুর্লভ, সময়সাপেক্ষ বা ব্যয়বহুল বলে এড়িয়ে যায়। ক্রিড তাদের ‘উদ জারিয়ান’ সুগন্ধিতে সিলেটের আগর কাঠ থেকে তৈরি ‘উদ শোরোন’ ব্যবহার করেছে। ক্রিডের ভাষ্যে, ‘এটি ৮০ বছরের পুরোনো আগর দিয়ে তৈরি এক বিরল রত্ন।’

জালালি আগারউডের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক স্পষ্ট করে বলেন, ‘বিষয়টি এমন নয় যে তেলটি ৮০ বছরের পুরোনো। বরং যে গাছ থেকে তেলটি আহরণ করা হয়েছে, তার বয়স এবং পরিশোধন প্রক্রিয়াটি প্রায় ৮০ বছরের ঐতিহ্য বহন করে। সুগন্ধিতে ব্যবহারের জন্য তেলটি সতেজ অবস্থাতেই পরিশোধন করা হয়, যা এর শক্তি আর গভীরতা ধরে রাখে।’

আগর চাষ ও তেল তৈরির প্রক্রিয়া নিয়ে জানতে চাইলে তিনি সিলেটের দুই ধরনের চাষ পদ্ধতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “কিছু গাছ সরকারি উদ্যোগে রোপণ করা হয়, আর কিছু থাকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন গাছ কাটার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সনদপত্রের প্রয়োজন হয়, কারণ এই গাছ ‘সাইটস’ (ঈওঞঊঝ - ঈড়হাবহঃরড়হ ড়হ ওহঃবৎহধঃরড়হধষ ঞৎধফব রহ ঊহফধহমবৎবফ ঝঢ়বপরবং ড়ভ ডরষফ ঋধঁহধ ধহফ ঋষড়ৎধ) অর্থাৎ বিপন্ন প্রজাতির গাছপালার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সনদের অন্তর্ভুক্ত। যথাযথ পরিদর্শন ও ছাড়পত্র পাওয়ার পরই কেবল আমরা গাছ কাটার কাজ শুরু করতে পারি।’

তিনি বলেন, সিলেটে দুই ধরনের আগর চাষ হয়ড়একটি নিবিড় পরিচর্যায়, অন্যটি প্রাকৃতিক। নিবিড় পদ্ধতিতে ৩০-৩৫ বছর বয়সী গাছে পেরেক বিঁধিয়ে ক্ষত তৈরি করে রজন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক পদ্ধতি অনেক ধীর ও ধৈর্যের। সেখানে প্রকৃতির নিয়মেই গাছ বেড়ে ওঠে, যাতে শত বছরও লেগে যেতে পারে। জালালী পরিবারের মতে, ‘এটি অবিশ্বাস্যরকম দুর্লভ, কিন্তু এর সুবাস, গভীরতা এবং স্থায়িত্ব অতুলনীয়। উদ শোরোন এমনই এক প্রাকৃতিক উদ।’

প্রস্তুত হয়ে গেলে, সংক্রমিত কালো কাঠ থেকে বর্ণহীন, গন্ধহীন অংশগুলো হাতে আলাদা করা হয়। এরপর কালো কাঠ পানিতে ডুবিয়ে রেখে ঐতিহ্যবাহী চুল্লিতে ফোঁটায় ফোঁটায় তেল সংগ্রহ করা হয়। সেই তেল রোদে রেখে দেওয়া হয় পরিপক্ক হওয়ার জন্য।

তিনি যোগ করেন, ‘আমাদের কিছু ফর্মুলেশন মোগল আমলের। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সম্রাট আকবরের সুগন্ধি তৈরির বিভাগের উল্লেখ ছিল। আমরা সেখান থেকেও কিছু কৌশল গ্রহণ করেছি।’

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের সুনাম ধরে রাখতে জালালী পরিবারকে আধুনিক পেশাদারত্বের ছাপও রাখতে হয়। শ্রমিকের অধিকার, ন্যায্য মজুরি এবং কাজের নিরাপদ পরিবেশড়ইউরোপীয় ব্র্যান্ডগুলোর নির্ধারিত সব নিরীক্ষা মান কঠোরভাবে মেনে চলা হয়।

‘উদ জারিয়ান’-এর দামও তার আভিজাত্যের মতোই আকাশছোঁয়া। ক্রিডের ওয়েবসাইটে এর ৫০ মিলিলিটার বোতলের দাম ৩৫০ ইউরো এবং ১০০ মিলিলিটারের দাম ৪৯৫ ইউরো, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৫২ হাজার ৫০০ টাকা।

‘উদ জারিয়ান’ তাই শুধু একটি সুগন্ধি নয়, এটি দুটি ভিন্ন প্রান্তের দুই শিল্পীর ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার এক মেলবন্ধন। আজ কাচের দেয়ালে বন্দী হয়ে এই সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের অভিজাত বিপণিতে। আর সেই বোতলের সুবাসে মুগ্ধ মানুষগুলো হয়তো ঘুণাক্ষরেও টের পান না, যে মোহনীয় ঘ্রাণ তারা শরীরে মাখছেন, তার শেকড় প্রোথিত আমাদের সিলেটেরই মাটিতে।

সৌদি আরবে ১২৫ কিলোমিটারজুড়ে

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রধান নির্বাহী রবার্ট উইলে বলেন, “এই নতুন আবিষ্কার মক্কাকে বৈশ্বিক সোনার মানচিত্রে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। এটি শুধু অর্থনৈতিক নয়, প্রযুক্তিগত দিক থেকেও সৌদির জন্য ঐতিহাসিক মাইলফলক।”

বর্তমানে মানসুরামাসারাহ খনিতে প্রায় ৭০ লাখ আউন্স সোনা মজুত রয়েছে, যেখান থেকে প্রতিবছর প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার আউন্স সোনা উত্তোলন করা হয়। নতুন খনি আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন আরও বহুগুণে বাড়বে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নতুন ভাণ্ডারকে কেন্দ্র করে মক্কার বিস্তৃত অঞ্চলে একটি ‘গ্লোবাল গোল্ড বেল্ট’ বা আন্তর্জাতিক মানের স্বর্ণপট্টি গড়ে উঠতে পারে। সৌদি শিল্প ও খনিজসম্পদমন্ত্রী বান্দার আলখোরাইফ বলেন, “আমাদের খনিজ খাত এখন বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল সেক্টরগুলোর একটি। এই আবিষ্কার সৌদি অর্থনীতির বৈচিত্র্যকরণে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক।” মাআদেন আরও জানিয়েছে, মক্কার কাছাকাছি ওয়াদি আল-জাও এবং জাবাল শাইবান এলাকাতেও নতুন সোনা ও তামার ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। ভবিষ্যতে এসব স্থানে বড় আকারের খনন প্রকল্প শুরু করা হবে। অর্থনীতিবিদদের মতে, এই খনি সৌদিতে হাজার হাজার কর্মসংস্থান তৈরি করবে এবং বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে। এতে দেশটি আন্তর্জাতিক সোনার বাজারে আরও শক্ত অবস্থান নিতে পারবে।

রুশ তেল কেনা বন্ধের প্রতিশ্রুতি

৭ পৃষ্ঠার পর

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রাশিয়ান তেল কেনা বন্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কোনো ফোনালাপ সম্পর্কে তারাওঅবগত নয়২।

বৃহস্পতিবার ১৬ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন,ওআমার জানা মতে, প্রধানমন্ত্রী (মোদি) এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যে গত বুধবার ১৫ অক্টোবর কোনো কথা হয়নি২

এর আগে বুধবার ১৫ অক্টোবর) হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি ফোনে তাকে আশ্বস্ত করেছেন যে ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করবে।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেনওতিনি (মোদি) আমাকে আজ আশ্বস্ত করেছেন যে এটি (তেল কেনা) বন্ধ হবে। এটি একটি বড় পদক্ষেপ২

ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়ানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই ভারতকে রুশ তেল কেনা থেকে বিরত থাকার জন্য চাপ দিয়ে আসছে।

ট্রাম্পের এই দাবির পর ভারতজুড়ে এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় বৃহস্পতিবার ১৬ অক্টোবর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি দেয়।

বিবৃতিতে ১২ অক্টোবর ট্রাম্পের দাবির বিষয়টি সরাসরি উল্লেখ না করে বলা হয়ওঅস্থিতিশীল জ্বালানি পরিস্থিতিতে ভারতীয় গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমাদের আমদানি নীতি সম্পূর্ণরূপে এই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়২

নয়াদিল্লি আরও স্পষ্ট করে যে, স্থিতিশীল মূল্য এবং নিরাপদ সরবরাহ নিশ্চিত করাই তাদের জ্বালানি নীতির মূল ভিত্তি।

ইউক্রেনে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন শুরুর পর থেকে ভারত ছাড়ের মূল্যে রুশ অপরিশোধিত তেল কেনা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। চীনের পর ভারতই রাশিয়ার তেলের অন্যতম প্রধান ক্রেতা।

এই তেল আমদানি রাশিয়ার অর্থনীতিকে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলায় সহায়তা করছে, যা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসন রাশিয়ার জ্বালানি বাজারকে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করার জন্য ভারতের ওপর প্রকাশ্য এবং কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে আসছে। এর লক্ষ্য হলো, ক্রেমলিনের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বাড়ানো এবং তাদের যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করা।

অন্যদিকে, মোদি সরকার পশ্চিমা দেশগুলোর সমালোচনা করে তাদের অবস্থানকেওদ্বিমুখী২ বলে আখ্যা দিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এর আগে বলেছেন, ইউরোপের অনেক দেশ রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি কেনা অব্যাহত রেখেছে।

এদিকে, যুক্তরাজ্য চলতি সপ্তাহে রাশিয়ার তেল বিশ্ববাজারে পৌঁছাতে সহায়তা করার অভিযোগে ভারতের একটি বড় তেল শোধনাগারওনায়েরা এনার্জি লিমিটেড২-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে। ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের মতে, শুধু ২০২৪ সালেই এই শোধনাগারটি ৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের ১০০ মিলিয়ন ব্যারেল রুশ তেল আমদানি করেছে।

ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপের পর

৬ পৃষ্ঠার পর

লিখেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হলে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য নিয়ে তারা দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেছেন। তিনি জানান, দুই দেশের 'উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টারা' আগামী সপ্তাহে একটি অনির্দিষ্ট স্থানে বৈঠক করবেন, যেখানে মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও।

ট্রাম্প আরও বলেন, শুক্রবার আমি পুতিনের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে জেলেনস্কিকে জানাবো। আমি বিশ্বাস করি, আজকের ফোনালাপে বড় অগ্রগতি হয়েছে, বলেন তিনি।

পরে সাংবাদিকদের তিনি জানান, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই পুতিনের সঙ্গে তার বৈঠক হতে পারে।

পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপের পর ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প বলেন, আমরা আমাদের টমাহকের মজুত শেষ করতে পারি না। আমাদেরও এগুলো দরকার... তাই আমি জানি না, আমরা কী করতে পারি।

গত আগস্টের পর এই প্রথম ফোনে কথা বললেন রুশ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প দাবি করেছেন, পুতিনের সঙ্গে এই ফোনালাপটি 'অত্যন্ত ফলপ্রসূ' হয়েছে। ওয়াশিংটন ও মস্কোর প্রতিনিধিরা আগামী সপ্তাহে দেখা করবে বলে জানান তিনি।

ট্রাম্প বুদাপেস্টে পুতিনের সাথে তার বৈঠকের তারিখ নিশ্চিত করেননি। ক্রেমলিন জানিয়েছে যে 'অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য' ফোনালাপের পরে 'অবিলম্বে' শীর্ষ সম্মেলনের কাজ শুরু হবে।

এদিকে, জেলেনস্কি এরইমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে গেছেন ও বলেছেন, টমাহকের কথা শুনেই মস্কো দ্রুত সংলাপে ফিরতে চায়।

শুক্রবার জেলেনস্কির ওয়াশিংটন সফরের সময় টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের বিষয়টি আলোচনার শীর্ষে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ২,৫০০ কিলোমিটার দূরেও আঘাত করতে সক্ষম এই ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের আহ্বান জানিয়েছেন।

শাটডাউন: আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার

৭ পৃষ্ঠার পর

পড়ে লেগেছেন।

নারী ও শিশুদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে এমন একটি কর্মসূচি এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশে পেন্টাগনের জন্য বরাদ্দ তহবিল থেকে সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেতন দেওয়া হবে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সব কর্মকর্তার বেতন দিতে কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, সেটা স্পষ্ট নয়।

ব্যবস্থাপনা ও বাজেট কার্যালয়ের (ওএমবি) মুখপাত্র বিবিসির এক প্রশ্নের জবাবে জানান, তারা পেমেন্ট নিশ্চিত করতে বিকল্প উৎস খুঁজছেন।

সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তারাওওজরুরি২ সেবাদাতা হিসেবে বিবেচিত এবং সরকারের প্রত্যাশা, বেতন না পেলেও তারা কাজ চালিয়ে যাবেন।

এ ধরনের সংস্থার মধ্যে আছে এফবিআই, মাদকদ্রব্য প্রয়োগ প্রশাসন (ডিইএ) এবং ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)।

শনিবার ট্রাম্প ট্রুথ সোশালে পোস্ট করে বলেন, তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথকেওসব ধরনের তহবিল২ ব্যবহার করে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে সামরিক বাহিনীর সকল সদস্যের বেতন পাওয়া নিশ্চিত করতে।

তবে কোন উৎস থেকে অর্থ আসবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি ট্রাম্প। ওএমবির মুখপাত্র বিবিসিকে জানান, প্রতিরক্ষা বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা তহবিল থেকে বেতন দেওয়া হবে। এই তহবিল দুই বছর কাজে লাগানো যাবে।

অষ্টম উদ্যোগ ব্যর্থ

গত মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর)আরও একবার ফেডারেল বাজেট পাস করার জন্য সিনেটে ভোটের আয়োজন করা হয়। চলতি বাজেটের অনুমোদন নেওয়ার জন্য এটা ছিল অষ্টম উদ্যোগ।

এবার রিপাবলিকানদের প্রস্তাবিত বাজেটের বিপক্ষে ৪৯ ও পক্ষে ৪৫ ভোট পড়ে। যার ফলে বাজেটটি পাস হয়নি।

শাটডাউন শুরুর পর থেকে ফেডারেল সরকারের কর্মীদের মধ্যে মোট ৪০ শতাংশের বেতন বিলম্বিত হয়েছে অথবা তাদেরকে বেতন না দিয়ে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। সংখ্যায় তারা সাড়ে সাত লাখের মতো।

এখন পর্যন্ত সাত দপ্তর থেকে চার হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে প্রশাসন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, শাটডাউন অব্যাহত থাকলে পরিস্থিতিওমর্মান্তিক২ হয়ে উঠবে এবং আরও অনেকের চাকরি চলে যাবে।

বিরল খনিজ: ট্রাম্পের বেদনার

৭ পৃষ্ঠার পর

ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের প্রভাষক নাওইসে ম্যাকডোনাহ বলছেন, চীনের নতুন বিধিনিষেধ পুরো ব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দেবে। কারণ এটি মার্কিন সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বল জায়গাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।

বিরল খনিজ কী

সিএনএন-এর তথ্য অনুযায়ী, বিরল খনিজ বা 'রেয়ার আর্থ এলিমেন্টস' হলো ১৭টি রাসায়নিক মৌলের একটি গ্রুপ। এগুলোর মধ্যে আছে ল্যান্থানাইড, স্ক্যান্ডিয়াম ও ইট্রিয়াম। এগুলো পৃথিবীর ভূত্বকে থাকলেও উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণ বেশ জটিল, ব্যয়বহুল।

বিবিসির তথ্য, যাবতীয় প্রযুক্তি পণ্য তৈরিতে এটি কাজে লাগে। সেটা হতে পারে সৌর প্যানেল, বৈদ্যুতিক গাড়ি, স্মার্টফোন কিংবা সামরিক সরঞ্জাম। কেবল একটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান তৈরিতে প্রায় ৪০০ কিলোগ্রাম বিরল খনিজের প্রয়োজন হয়।

নিউল্যান্ড গ্লোবাল গ্রুপ নামের একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক নাতাশা ঝা ভাস্কর জানান, বিশ্বে বৈদ্যুতিক গাড়ির মোটরের চুম্বক তৈরিতে যে পরিমাণ ধাতুর প্রয়োজন হয় তার ৭০ শতাংশ আসে চীনের বিরল খনিজের রপ্তানি থেকে।

চীনের হাতিয়ার

নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সোফিয়া কালান্টজাকোসের মতে, চীনের ১৮.৭ ট্রিলিয়ন আকারের অর্থনীতিতে বিরল খনিজ খুব সামান্য অবদান রাখে। অনুমান করা হয় এই পরিমাণ বার্ষিক দেশজ উৎপাদনের ০.১ শতাংশেরও কম। কিন্তু এর আর্থিকমূল্য সামান্য হলেও কৌশলগত গুরুত্ব অনেক বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে এটি চীনকে প্রভাব খাটানোর সুযোগ দেয়। নতুন নীতির জন্য মার্কিন অর্থমন্ত্রী চীনকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করলেও আলোচনার পথ খোলা রেখেছেন। স্কট বেসেন্ট বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস চীন আলোচনা করবে। আশা করছি, উত্তেজনা প্রশমিত হবে।'

সর্বকালের সবচেয়ে বাজে ছবি!

৬ পৃষ্ঠার পর

অনন্য মেলবন্ধন : বিশ্লেষকদের মতে, হোয়াইট হাউস প্রাঙ্গণে ইউএফসি লড়াইয়ের আয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া ও রাজনীতির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তাদের মতে, এটি ট্রাম্পের নেতৃত্বে রাজনীতি, বিনোদন ও খেলাধুলার এক নতুন সংমিশ্রণ সৃষ্টি করবে, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ব্যাপক আগ্রহের জন্ম দেবে।

ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালাতে সিআইএকে অনুমোদন

৫ পৃষ্ঠার পর

একতরফাভাবে বা যেকোনো বিস্তৃত মার্কিন সামরিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালাতে পারবে। সিআইএ ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করছে কি না, কিংবা এসব পরিকল্পনাকে বিকল্প হিসেবে রাখা হচ্ছে কি না, তা জানা যায়নি। তবে গোয়েন্দা সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরেই দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলে তৎপরতা চালাচ্ছে। বুধবার ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্পকে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল এবং অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এক সাংবাদিক ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কেন সিআইএকে ভেনেজুয়েলায় পাঠানোর অনুমতি দিয়েছেন?' জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'দুটি কারণে আমি অনুমতি দিয়েছি। ১ নম্বর কারণ হলো, তারা (ভেনেজুয়েলা) তাদের কারাগারগুলো খালি করে সেখানকার বাসিন্দাদের যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিয়েছে। আরেকটি বিষয় হলো মাদক। ভেনেজুয়েলা থেকে প্রচুর মাদক যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকে। আপনারা দেখে থাকবেন, ভেনেজুয়েলার মাদকের একটি বড় অংশ সমুদ্রপথে আসে। তবে আমরা তাদের স্থলপথেও আটকাব।'

সিআইএর লক্ষ্য মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করা কি না, সে ব্যাপারে কিছু বলেননি ট্রাম্প। তবে আগে থেকেই মাদুরোকে গ্রেফতারে সহায়ক তথ্য দিতে পারলে পাঁচ কোটি ডলার পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র।

জুলাই সনদে কেন স্বাক্ষর করেনি এনসিপি?

৯ পৃষ্ঠার পর

১. জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের টেক্সট এবং গণভোটের প্রশ্নটি চূড়ান্ত করে আগেই জনগণের কাছে প্রকাশ করতে হবে। ২. জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের খসড়া জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায়ের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জারি করবেন। ৩. গণভোটের মাধ্যমে জনগণ যদি জুলাই সনদে রায় দেয়, তবে নোট অব ডিসেন্টের কোনো কার্যকরিতা থাকবে না। গণভোটের রায় অনুযায়ী আগামী নির্বাচিত সংসদ তাদের ওপর প্রদত্ত গাঠনিক ক্ষমতা বলে সংবিধান সংস্কার করবে। সংস্কারকৃত সংবিধানের নাম হবে: বাংলাদেশ সংবিধান, ২০২৬।

এসব বিষয়ের নিশ্চয়তা ছাড়া সনদের সাংবিধানিক ভিত্তি নিশ্চিত হবে বলে এনসিপি মনে করে না। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশে উল্লিখিত বিষয়সমূহের স্পষ্ট উল্লেখ নিশ্চিত করেই এনসিপি সনদে স্বাক্ষর করবে।

এনসিপি বলছে, অন্য কোনো কোনো দল বাহাত্তরের মুজিববাদী সংবিধানের মূলনীতি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সনদে সই করেনি। তাদের সঙ্গে এনসিপির সই না করার মৌলিক পার্থক্য সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব।

ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের

৮ পৃষ্ঠার পর

করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। সভাপতিত্ব করেন বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার রায়হান কাওসার।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি মঞ্জুর মোর্শেদ আলম, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার শফিকুল ইসলাম, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ফরিদুল ইসলাম, বরিশালের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বরিশাল অঞ্চলের সব পর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন। কাশিপুর আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের হলরুমে এ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বরিশাল বিভাগের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

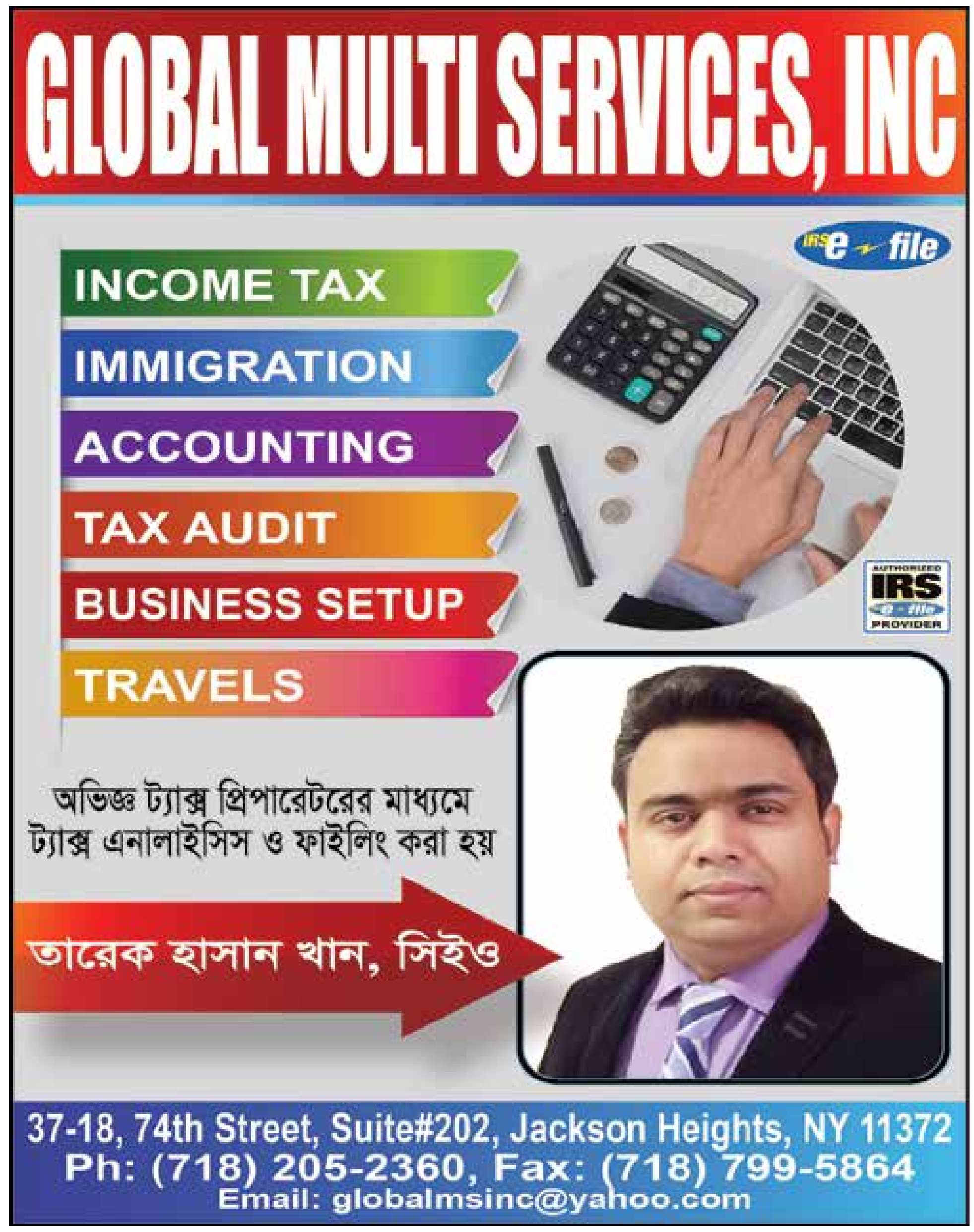

বৈশ্বিক অঙ্গনে সবচেয়ে অগৌরবের

৮ পৃষ্ঠার পর

ভিসা ছাড়া ৪২টি দেশ ভ্রমণের সুযোগ পেতেন। কিন্তু ২০২৫ সালের অক্টোবরে এ সুযোগ ৩৮টি দেশে নেমে এসেছে। হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের সূচকে ২০২৩ সালে বাংলাদেশী পাসপোর্টের অবস্থান ছিল ১০১তম। তবে ওই বছর ভিসা ছাড়া বাংলাদেশীরা ৪১টি গন্তব্যে যেতে পারতেন। অন্যদিকে দুই দশক আগে, ২০০৬ সালে হেনলি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৬৮তম। হেনলি পাসপোর্ট সূচক ২০২৫-এ বাংলাদেশের চেয়ে এখনো এগিয়ে আছে গৃহযুদ্ধে জর্জরিত প্রতিবেশী মিয়ানমার, দেশটির অবস্থান ৯৬তম। একই অবস্থানে আছে আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়া ও যুদ্ধবিধ্বস্ত লেবানন। আর দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশ ভুটানের অবস্থান আরো এগিয়ে, ৯২তম। প্রতিবেশী ভারতের অবস্থান ৮৫তম। বাংলাদেশের সঙ্গে তৈরি পোশাক ব্যবসায় প্রতিযোগী থাইল্যান্ডের পাসপোর্টের অবস্থান ৬৬তম।

পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান লজ্জার বলে মনে করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ‘ভুটান কিংবা মিয়ানমারের মতো দেশের পাসপোর্টের মান বাংলাদেশের তুলনায় বেশ ভালো। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের পাসপোর্টের মান যে পর্যায়ে নেমেছে, সেটি লজ্জার। কেন এ লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে আমরা পড়লাম সেটি দৃশ্যমান। পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা কোনো দেশের আকার কিংবা অর্থনীতির বিচারে হয় না। এটি নির্ধারিত হয় সে দেশের মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থার ভিত্তিতে। বাংলাদেশীরা বিদেশ যাওয়ার জন্য নানা জালিয়াতি ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে। বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে মিথ্যাচার হলে সে দেশের মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না।’

সাবেক এ রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, ‘একজন ব্যক্তির প্রতারণা কিংবা জালিয়াতির নেতিবাচক প্রভাব পুরো দেশ ও জাতির ওপর পড়তে পারে। বিরাজমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে আমাদের সামাজিক ও নাগরিক মূল্যবোধ বাড়াতে হবে। দেশে যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না, সেদিকে সরকারের কোনো নজর দেখছি না। তরুণদের কাজ দিতে না পারলে তারা বিদেশে ছুটবেই। বৈধভাবে না যেতে পারলে সাগর সাঁতরাবে। এতে দেশের ভাবমূর্তি ও পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা আরো খারাপ হবে।’

আন্তর্জাতিক আকাশ পরিবহন সংস্থার (আইএটিএ) তথ্যের ভিত্তিতে গত ২০ বছর ধরে পাসপোর্ট সূচক প্রকাশ করছে হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স। কোনো দেশের পাসপোর্ট দিয়ে আগাম ভিসা ছাড়া কিংবা ভিসামুক্ত সুবিধা নিয়ে কয়টি গন্তব্যে ভ্রমণ করা যায়, তার ওপর ভিত্তি করে শক্তিশালী পাসপোর্টের এ সূচক তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে বিশ্বের ১৯৯টি পাসপোর্ট ও ২২৭টি ভ্রমণ গন্তব্য বিবেচনায় নেয়া হয়। ২০০৬ সালে হেনলি পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশ ৬৮তম অবস্থানে ছিল। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) তথ্যানুসারে ২০২৫ সালে ৪৭৫ বিলিয়ন ডলার জিডিপির ভিত্তিতে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ৩৫তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা ভিয়েতনামের জিডিপি ৪৮৫ বিলিয়ন ও ফিলিপাইনের ৪৯৪ বিলিয়ন ডলার। অর্থনীতির আকারের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সমজাতীয় হলেও পাসপোর্ট সূচকে দেশ দুটি বেশ এগিয়ে। এক্ষেত্রে ফিলিপাইন ৭৯তম ও ভিয়েতনাম ৯২তম স্থানে রয়েছে। অন্যদিকে জিডিপির আকারে বাংলাদেশের পরই রয়েছে মালয়েশিয়া ৪৭০ বিলিয়ন ডলার। অথচ পাসপোর্ট সূচকে দেশটির অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ১২তম স্থানে। তাছাড়া বাংলাদেশের সমজাতীয় অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক প্রতিযোগী অন্য দেশগুলোর মধ্যে থাইল্যান্ড (৬৬), ইন্দোনেশিয়া (৭০) ও কম্বোডিয়া (৯২) পাসপোর্ট সূচকে এগিয়ে রয়েছে। ৫৭৪ বিলিয়ন ডলার জিডিপির দেশ সিঙ্গাপুর পাসপোর্ট সূচকে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বিশ্বের ১৯৩টি গন্তব্যে ভিসা ছাড়াই ভ্রমণ করতে পারেন দেশটির পাসপোর্টধারীরা।

মাথাপিছু জিডিপিতে তলানিতে থাকা দেশগুলোর পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতাও বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে। হেনলির পাসপোর্ট সূচকে সর্বনিম্ন মাথাপিছু জিডিপির দেশ দক্ষিণ সুদান ৯৭তম, বুরুন্ডি ৯২তম, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ৯১তম, মাদাগাস্কার ৮৪তম এবং মালাউয়ি ৭১তম স্থানে রয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ লিবিয়া (৯৯) ও ফিলিস্তিনও (৯৯) পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে। রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে অর্থনীতি বিপর্যস্ত হওয়া তিউনিসিয়ার পাসপোর্ট রয়েছে ৭৫তম স্থানে।

দক্ষিণ এশিয়া এবং নিকট প্রতিবেশীদের মধ্যে অধিকাংশই পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে। এর মধ্যে মালদ্বীপ ৫৬তম, ভারত ৮৫তম, ভুটান ৯২তম, মিয়ানমার ৯৬তম এবং শ্রীলংকা ৯৮তম স্থানে রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের নিচে থাকা দেশগুলোর মধ্যে নেপাল ১০১তম ও পাকিস্তান ১০৩তম স্থানে রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ পাসপোর্ট সূচকে কেবল এগিয়ে রয়েছে আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন ও সোমালিয়ার মতো দেশগুলোর চেয়ে।

বৈশ্বিক পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশ এতটা পিছিয়ে পড়ার কারণ উদ্ঘাটনে সরকারকে আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। বণিক বার্তাকে এ অর্থনীতিবিদ বলেন, ‘আমার মনে হয় না, বাংলাদেশের পাসপোর্ট এতটা দুর্বল হওয়ার পেছনে অর্থনৈতিক কোনো কারণ আছে। বিশ্বের অনেক দারিদ্র্যপীড়িত ও ক্ষুদ্র অর্থনীতির দেশের পাসপোর্ট আমাদের চেয়ে শক্তিশালী। পরিস্থিতি এমনও নয় যে বাংলাদেশীরা বিদেশে গিয়ে গুরুতর অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। তাহলে কেন বাংলাদেশের পাসপোর্ট উত্তর কোরিয়ার কাতারে থাকবে!’

ফাহমিদা খাতুন বলেন, ‘পাসপোর্টের সূচক উন্নত না হলে আমাদের তরুণরা চাকরি কিংবা উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশ যেতে পারবে না। উন্নত চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশীদের বিদেশ যাত্রাও বন্ধ হয়ে যাবে। পাসপোর্টের সূচক কেন এত খারাপ সেটির কারণ উদ্ঘাটনের দায়িত্ব সরকারের। এ বিষয়ে ত্বরিত পদক্ষেপ নেয়া দরকার। এক্ষেত্রে কূটনৈতিক মিশনসহ আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়দায়িত্ব অনেক বেশি।’

গত কয়েক বছর বাংলাদেশী পর্যটকদের অন্যতম গন্তব্য হয়ে উঠেছিল ভিয়েতনাম। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটি ঘুরতে গিয়ে বাংলাদেশীদের কেউ কেউ প্রতিবেশী কম্বোডিয়া বা লাওসেও যেতেন। তবে ভিয়েতনামে পর্যটক হিসেবে ঘুরতে যাওয়া বাংলাদেশীদের অনেকে আর দেশে ফেরেননি। কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে তাদের অনেকেই অবৈধ পথে ভিন্ন গন্তব্যে পাড়ি জমিয়েছেন; আবার কেউ সেখানেই ট্যুরিস্ট ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ছোটখাটো কাজে যুক্ত হয়েছেন। এমন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে চলতি বছরের জানুয়ারিতে বাংলাদেশীদের জন্য ভিসা ইস্যু বন্ধ করে দিয়েছে ভিয়েতনাম। যদিও কয়েক বছর আগে ভিয়েতনাম কিংবা ইন্দোনেশিয়ায় যেতে বাংলাদেশীদের কোনো ভিসার প্রয়োজন হতো না।

বাংলাদেশীদের জন্য ভিসা অনুমোদনে নানা শর্ত ও জটিলতা বাড়িয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া। এ তিন দেশে অনেক ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। গত কয়েক বছর পর্যটক হিসেবে এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে ঘুরতে গিয়ে অনেক বাংলাদেশী আর ফেরেননি। অবৈধভাবে তারা গন্তব্যের দেশে থেকে গেছেন কিংবা চোরাই পথে অন্য দেশে পাড়ি দিয়েছেন। এসব কারণে এ অঞ্চলের দেশগুলোয় বাংলাদেশীদের জন্য ভিসা ইস্যু বন্ধ হচ্ছে কিংবা জটিলতা বাড়ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

গত বছরের জুলাইয়ে বাংলাদেশীদের জন্য ভিসা ইস্যু বন্ধ করে দেয় মধ্যপ্রাচ্যের সমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দিলেও অভিবাসী শ্রমিকের পাশাপাশি পর্যটন ভিসাও বন্ধ করে দেয় দেশটি। পরে বাংলাদেশীদের জন্য সীমিত পরিসরে ভিসা চালুর ঘোষণা দেয় আমিরাত।

চলতি বছরে ট্যাক্স ও অভিবাসন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নোমাড ক্যাপিটালিস্টের সূচকে বাংলাদেশী পাসপোর্টের অবস্থান ১৮১তম। ভিসামুক্ত ভ্রমণ, কর ব্যবস্থা, বৈশ্বিক ধারণা, দ্বৈত নাগরিকত্বের সক্ষমতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাড়এ পাঁচ মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা নোমাডের সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ৩৮ বলে জানিয়েছে দুবাইভিত্তিক বৈশ্বিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি। এ সূচকে কোনো দেশের স্কোর ৫০-এর নিচে থাকলে সে দেশের নাগরিক কোনো দেশ ভ্রমণ করলে স্থানীয়রা তাদের ভালোভাবে গ্রহণ করে না।

পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে দেশ ও জাতির গ্রহণযোগ্যতাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে মনে করেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ‘কোনো দেশের পাসপোর্টের মান ও গ্রহণযোগ্যতা সে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। এ তিনটি সূচকের উন্নতি ঘটলে পাসপোর্টের সূচকও শক্তিশালী হয়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদেশীদের কাছে পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। জোর করে কিংবা কৃত্রিম উপায়ে পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো সম্ভব নয়। আমরা মনে করি, জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রা শুরু হলে পাসপোর্টের মান বাড়বে। একই সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অর্থনীতিও সমৃদ্ধির পথে হাঁটার সুযোগ পাবে।’সংবাদসুত্র দৈনিক বণিকবার্তা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন থেকে

৮ পৃষ্ঠার পর

পৌঁছানোর পর প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে কিনসাসায় দায়িত্ব পালন শুরু করে তারা। কিন্তু গত বুধবার, অর্থাৎ ১৫ই অক্টোবর থেকে এই কন্টিনজেন্টের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। নভেম্বরের মধ্যে দেশে ফিরতে হবে তাদের। বাংলাদেশ থেকে এই দলটিই সর্বশেষ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যায়।
পুলিশ সদর দপ্তরের ইউএন ডেস্কের অতিরিক্ত ডিআইজি আব্দুল্লাহ আল মামুন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এটা শান্তি মিশনের ডাউন সাইজ নীতির কারণে হচ্ছে। এটা মিশনে অংশ নেয়া সব সদস্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই হচ্ছে।"
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহেই জানায় যে, শান্তিরক্ষা মিশনের এক চতুর্থাংশ শান্তিরক্ষী কমাবে জাতিসংঘ। জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্র শান্তি মিশনে তার বাজেট কমিয়ে অর্ধেক করায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ১৩ থেকে ১৪ হাজার পুলিশ ও সেনা সদস্যকে মিশন থেকে যার যার দেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে।
এদিকে মিশন প্রধান জঁ পিয়ের লাক্রোঁ ১৬ অক্টোবর তহবিল সংকটের বিষয়ে স্টেক হোল্ডারদের অবহিত করেছেন। জাতিসংঘের শান্তি মিশনগুলোতে সবচেয়ে বেশি তহবিল জোগায় যুক্তরাষ্ট্র। তারা মোট তহবিলের ২৬ শতাংশের বেশি সরবরাহ করে। এরপরই রয়েছে চীন□ প্রায় ২৪ শতাংশ তহবিলের জোগান দেয় তারা।
কিন্তু শান্তি মিশনে আগে কাজ করা পুলিশ ও সোকাহিনীর কর্মকর্তরা বাংলাদেশের পুরো একটি কন্টিনজেন্টকে ফেরত পাঠানো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের কথা, এটা সব দেশের জন্য আনুপাতিক হারে হতে পারে। "কিন্তু বাংলাদেশের পুরো একটি কন্টিনজেন্ট ফেরত পাঠানো কূটনৈতিক ব্যর্থতার ইঙ্গি দেয়," বলেন তারা।
সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর এবং সাবেক কূটনীতিক এমদাদুল ইসলাম নিজেও জাকিসংঘ শান্তি মিশনে কাজ করেছেন। কঙ্গো মিশনে ছিলেন তিনি। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "জাতিসংঘ খরচ কমাচ্ছে- এটা সত্য। কিন্তু সেটা আমাদের ওপর কেন? এখানে আমাদের কূটনৈতিক ব্যর্থতা আছে। ভারত-পাকিস্তানসহ আরো অনেক দেশ তো আছে। তাদের ওপর কেন খড়্গ নেমে আসেনি? আমাদের ওপর কেন এলো? আর পুরো একটি কন্টিনজেন্ট কেন? সব দেশ থেকেই আনুপাতিক হারে হতে পারে।"
তিনি মনে করেন, " আসলে এখানে আমাদের যোগাযোগের ঘাটতি আছে। যোগাযোগ কয়েক পর্যায়ে রাখতে হয়। আমার মনে হয়, আমাদের সেই যোগাযোগ ছিল না। আর আমাদের যে পুরো একটি কন্টিনজেন্ট ফেরত পাঠানো হচ্ছে, এটা কিন্তু আমাদের জন্য খারাপএকটি মেসেজ দেয়। এখন আমারাই টার্গেটে পড়ে গেলাম। এই সময়ে দেশের যে পরিস্থিতি, তা অন্য দেশ তার অবস্থান টিকিয়ে রাখতে ব্যবহার করবে। আমাদের নিয়ে নানা ইস্যু তৈরির আশঙ্কা আছে।"
তিনি বলেন, "সম্পর্কের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। এর আগে হাইতিতে আমাদের দুইটি গ্রুপ অল্প সময়ের নোটিশে যেতে পেরেছিল শুধু মিশন প্রধানের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে। আমরা তো জানতাম ডাউন সাইজ হতে পারে। তারপরও আমাদের কি কোনো তৎপরতা ছিল? আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তর কি কোনো কাজ করেছে? আমরা মিশন প্রধানের সঙ্গে কতটা যোগাযোগ রেখেছি? এইসব প্রশ্ন তো উঠবে। শান্তি মিশনে তো বাংলাদেশ প্রশংসিত। তাহলে ডাউন সাইজে কেন শুধু আমরাই পড়লাম?"

নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার শঙ্কা

আইভরিকোস্টে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে কাজ করেছেন পুলিশের এমন একজন ডিআইজি নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমাদের সময়ও এরকম একবার হয়েছিল। সেটা অবশ্য ভিন্ন কারণে। আমাদের গুলির মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে আমাদের ফেরত পাঠানোর কথা ওঠে। তখন আমরা বুঝাতে পেরেছিলাম যে, মেয়াদ শেষ হলেও ওই গুলি আরো এক বছর কার্যকর থাকবে। আর এতে আমাদের সহায়তা করেছিল এক ব্রাজিলিয়ান কর্নেল। তিনি আমাদের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে সহায়তা করেছিলেন। আমাদের ফেরত আসতে হয়নি। সেটা ২০১৬ সালের ঘটনা। অন্য কয়েকটি দেশের ট্রুপস ফেরত পাঠানো হলেও সম্পর্কের কারণে আমাদের ক্ষেত্রে তখন তা ঘটেনি। "
তার কথা, "সাইজ ডাউন হচ্ছে সেটা তো সবার জানা। কিন্তু টিকে থ াকার জন্য যোগাযোগ বাড়াতে হয়, যোগাযোগ রাখতে হয় মিশন প্রধান, জাতিসংঘ, প্রভাবশালী দেশ - সবার সঙ্গে। এখানে একটা রেডিনেসের বিষয় আছে। সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়। সতর্ক থাকতে হয়। কারণ, ওখানে একটা প্রতিযোগিতা আছে।"
তিনি আরো বলেন, "এই ফেরত পাঠানোর একটা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া আছে। এটা সবাই জানবে। সবাই এটাকে ব্যবহার করবে। এটা একটা ধাক্কা। প্যারডাইস একবার লস্ট হলে সেটা রিগেইন করতে তো আবার সময় লাগে। রেপুটেশন একবার নষ্ট হলে ফিরে পেতে তো সময় লাগবে। "
"ডাউন সাইজে আমরাই কেন প্রথম পড়লাম? কেন পুরো একটি কন্টিনজেন্ট? এর মধ্যে কোনো কারণ আছে কিনা? এখানে নানা যোগ্যতার বিষয় আছে। ফলে কোনো ঘাটতি যাদের মধ্যে আছে, তাদের তো বাদ দেয়া হবে। তাই আমাদের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে তা তো জানা দরকার। পুলিশে ইউএন ডেস্ক আছে। সেনাবহিনীতে আছে। তারা সেটা দেখতে পারেন। আর আমাদের এখন আর বসে থাকলে হবে না। কূটনৈতিক তৎপরতা, লবিং জোরদার করতে হবে," বলেন তিনি।
তিনি জানান, " মিশনে যারা যায়, তাদের সঙ্গে গোলাবারুদ থেকে শুরু করে সব কিছু নিয়ে যায়। জাতিসংঘ এর ভাড়া দেয়। আর এজন্য ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হয়। দুই দেশ এবং জাতিসংঘ। যারা হোস্ট কান্ট্রি, তারা চাহিদা দেয়। তারা পছন্দের কথাও জানায়। ফলে সব মিলিয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিশেষ করে খুন, গুমের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের নেয়া হয় না। যারা যায়, তারা যে এর সঙ্গে জড়িত নয়, সে ব্যাপারে সার্টিফিকেট দিতে হয়। এখন ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের ঘটনায় তো আমাদের পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। তাই ওই সময়ের পর থেকেই আমাদের সতর্ক থাকা দরকার ছিল। বিষয়টি কমনলি ব্যবহার করার সুযোগ নিতে পারে কোনো দেশ।"

পুলিশ সদর দপ্তর যা বলছে

পুলিশ সদর দপ্তরের ইউএন ডেস্কের অতিরিক্ত ডিআইডি আব্দুল্লাহ আল মামুন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এটাকে আমরা ফেরত পাঠানো বলবো না। এটা ডাউন সাইজিং। এটা ইউএন-এর সকল সদস্য রাষ্ট্রেরই, যারা শান্তি মিশনে আছেন, তাদের পুলিশ, আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্স সব সদস্যই কমানো হচ্ছে। এটা একমাত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘটছে না।"
"আসলে যেসব এলাকায় এখন থ্রেট কম সেইসব জায়গায় ডাউন সাইজিং করা হচ্ছে। এখন কঙ্গোতে 'থ্রেট কম, তাই কমানো হচ্ছে। কঙ্গো, সাউথ সুদান সেন্ট্রাল আফ্রিকাসহ আরো যেসব এলকায় আমাদের ফোর্স আছে, তারা ডাউন সাইজিং হয় নাই। যে কন্টিনজেন্ট ফেরত আসছে, তারও ১৮ জন থাকছে। এই ডাউন সাইজিং আমাদের শুধু পুলিশ নয়, সেনা, নৌ, এয়ারফোর্স সবার ক্ষেত্রেই ঘটছে। আবার ট্রাম্প প্রশাসনের যখন নীতির পরিবর্তন হবে, তখন এরা আবার যেতে পারবে," বলেন তিনি।

'এখানে কূটনৈতিক ব্যর্থতার কোনো প্রশ্ন নেই'

প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এটা জাতি সংঘের সিদ্ধান্ত। তারা কিভাবে ফোর্স কমাবে সেটা তাদের ব্যাপার। এখানে তো আমাদের কিছু করনীয় নেই। আমাদের সফল্য নেই, ব্যর্থতাও নেই।"
"আমরা যা জানি, তাতে বিভিন্ন দেশের ফোর্সই কমানো হচ্ছে। শুধু বাংলাদেশের নয়। তবে অন্য কোনো দেশের পুরো কন্টিনজেন্ট এখনো ফেরত পাঠানো হয়নি। আমাদের ক্ষেত্রে কেন এরকম হলো, সেটা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে," বলেন তিনি।
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "এখানে কূটনৈতিক ব্যর্থতার কোনো প্রশ্ন নেই। যারা এই ব্যর্থতার প্রশ্ন তোলেন, তারা তুলতেই পারেন। সেটা তাদের বিষয়।"
বাংলাদেশ পুলিশ ১৯৮৯ সালে আফ্রিকার নামিবিয়া শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথম অংশগ্রহণ করে। ২০২৫ সালের মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ পুলিশের ২১ হাজারেরও বেশি কর্মকর্তা বিশ্বজুড়ে ২৪টি দেশে ২৬টি মিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, দক্ষিণ সুদান ও মধ্য আফ্রিকা।
জানা গেছে, কঙ্গো, সেন্ট্রার আফ্রিকান রিপাবলিক এবং দক্ষিণ সুদানের বিভিন্ন মিশনে ধাপে ধাপে সদস্যসংখ্যা কমানো ও প্রত্যাবাসনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।এ মুহূর্তে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যাদের পুরো কনটিনজেন্ট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অপরদিকে ক্যামেরুন, সেনেগাল ও মিশরের মতো দেশের কনটিনজেন্ট আংশিকভাবে করা হবে। সংবাদসুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

জুলাই সনদ নতুন বাংলাদেশের সূচনা বললেন প্রধান

৯ পৃষ্ঠার পর

ভাববে তারা কীভাবে এটি সম্ভব করেছিলেন! আজকের এই দিনটি আমরা পেয়েছি; এটি সত্যিই এক মহান দিন। এই দিনটির কথা চিন্তা করলে গা শিউরে ওঠে।
ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, এমন একটি দিন শুধু জাতির জন্য নয়, সমগ্র পৃথি বীর জন্যও একটি বড় উদাহরণ হয়ে থাকবে। বহু দেশে এটি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হবে, শ্রেণিকক্ষে আলোচনা হবে, রাজনীতিবিদদের মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক হবে 'কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক', 'তারা কী বলল, আমরা কী চাই'। অন্য দেশগুলোও চেষ্টা করবে, তাদের দেশেও এমন ঐকমত্য সম্ভব কিনা। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন, তা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, সারা পৃথিবীর জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। আমি তাদের অভিনন্দন জানাই দেশকে উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, দেশকে নতুন পথে পরিচালিত করার জন্য। "
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, এই যে আমরা এটা পারলাম, একটি কমিশন বসিয়ে সবাইকে ঐকমত্যে আনার চেষ্টা করলাম; তাদের কথা স্মরণ করি, গণঅভ্যুত্থানের নায়কদের কথা স্মরণ করি, যাদের কারণে আজ আমরা এখানে এসেছি। যারা এই অভ্যুত্থানের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন তাদের কথা স্মরণ করি; যারা আহত হয়েছেন, বীর যোদ্ধা যারা আজও কষ্টে আছেন তাদের কথা স্মরণ করি। তাদের কাছে আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তাদের জন্যই আজকের এই দিনটি সম্ভব হয়েছে। সারা জাতি তাদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকবে।
আজ আমরা সবাই মিলে যে স্বাক্ষর করলাম; এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিবর্তিত হবে। এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে গণঅভ্যুত্থানের কারণে; ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের কারণে। সেটিই ছিল প্রথম ধাপ, আর আজকের জুলাই সনদ সেই ধারাবাহিকতার দ্বিতীয় অংশ। আমরা পুরনো কথাবার্তা ফেলে নতুন ভাবনা নিয়ে এসেছি; জাতীয় জীবনে, সংবিধানের কাঠামোয়, এবং সরকার পরিচালনার নীতিতে এসেছে বড় পরিবর্তন। এই পরিবর্তন আমাদের সামনে এগিয়ে নেবে।
তিনি আরও বলেন, আজ আমাদের নবজন্ম হলো; এই স্বাক্ষরের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশের সূচনা করলাম আমরা। যে তরুণরা এই দিনটিকে সম্ভব করেছে, যারা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে পরিবর্তনের জন্য জীবন দিয়েছে; তারাই এই নতুন বাংলাদেশকে গড়ে তুলবে, এই আলো ও চিন্তার ধারায় তারা নেতৃত্ব দেবে। বাংলাদেশ তরুণদের দেশ। এই দেশ গঠনের দায়িত্ব আগামী সরকারগুলোর হাতে থাকবে। সেই প্রস্তুতিরই অংশ এই জুলাই সনদ। এর মাধ্যমে আমরা এক বিশাল কাজ সম্পন্ন করেছি; আমরা বর্বরতা থেকে সভ্যতায় এসেছি। আমরা ছিলাম এমন এক জগতে, যেখানে আইন-কানুন ছিল না, যা ইচ্ছা তাই করা যেত। এখন আমরা সভ্যতায় এসেছি এমন এক সভ্যতা গড়ে তুলবো, যেখানে মানুষ আমাদেরকে ঈশ্বরের চোখে দেখবে।
আমাদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল যদি আমরা সমাজটাকে সঠিকভাবে গঠন করতে পারি। আজ যে সনদে স্বাক্ষর করা হলো, তা থেকে বহু দেশ শিক্ষা নিতে আসবে; এটা আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলছি।

নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে বসে সনদ করার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

৮ পৃষ্ঠার পর

করবেন, ইতিহাসের স্মরণীয় করে করবেনড়যে সনদ রচয়িতা এই নির্বাচন করেছে, এই সনদ তৈরি করেছে, তাদের হাতেই এই নির্বাচন সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ এসে কেন সেখানে ধাক্কাধাক্কি করবে? নিজেদের নির্বাচন নিজেরা করব আমরা। কারো এসে আমাদের সোজা করতে হবে না, আমাদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে না, ধাক্কাধাক্কি করতে হবে না। আমরা কি জানি না কীভাবে নির্বাচন সুন্দরভাবে করতে হয়? সেটা যেন একটা উদাহরণ হয়। সেটা জাতির জন্য উদাহরণ, বিশ্বের জন্য একটা উদাহরণ হিসেবে আমরা সে নির্বাচনটা করতে চাই। আমরা ইনশাআল্লাহ পারব, আজকে সেই পাড়ার একটা চিহ্ন আমরা এখানে রেখে গেলাম। এই চিহ্নটা ধরে আমরা পথে অগ্রসর হব। আল্লাহ আমাদের সেই সামর্থ্য দিন। যারা আজকে শুনছেন, দূরে দূরে আছেন, মন ঠিক করুনড়এই যে ঐকমত্যের মাধ্যমে যে কঠিন কঠিন কাজ সমাধা করা যায়, আমরা যে বর্বরতা থেকে সভ্যতায় এসেছি তার প্রমাণ রাখা যায়, কাগজে আমরা প্রমাণ করলামড়সে সভ্যতায় আমরা নিয়ে আসলাম। এখন কাজে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা সেই সভ্যতা অর্জন করেছি।
তিনি বলেন, আমাদের রাজনৈতিক নেতারা সেই পথ দেখিয়েছেন। আমরা তাদের কাছে মাথা নত করছি যে তারা আমাদের এই পথ দেখানোর জন্য। পরবর্তীতেও তারা যেন সুন্দরভাবে করেন, নির্বাচনটাও সেরকম যেন আমরা বাহবা দিতে পারি। সবাই মিলে এমনভাবে নির্বাচন করবড়দুনিয়ার কেউ এসে বলতে পারবে না যে এখানে ঘাটতি আছে, এখানে গোলমাল হয়েছেড়এ কথা যেন কেউ এসে বলতে না পারে। বাইরের লোক কেন এসে আমাদের বলবে তোমরা এটা ঠিক করো নাই, ওটা ঠিক করো নাই? আমরা কি জাতি হলাম যে বাইরের কথার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে? আমরা যারা এই সনদ তৈরি করতে পারি, সেই ক্ষমতা কি দুনিয়ার কারো থেকে কম মনে হয়েছে আপনাদের কাছে? এই আলোচনা কি কারো কাছে কম মনে হয়েছে আপনাদের কাছে? যে রাজনীতিবিদরা এখানে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের বিদ্যা, তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা অন্য দেশের কোনো রাজনীতিকের থেকে কম মনে হয়েছে আপনাদের কাছে? মোটেই মনে হয়নি। তাহলে কেন আমরা এটা পারব না? আপনারা দোয়া করুনড়সবাই মিলে যাতে আমরা নির্বাচনটাকে সুন্দরভাবে করতে পারি।

জুলাই সনদের অঙ্গীকারনামায় যা আছে

৯ পৃষ্ঠার পর

ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এ সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।
৩। জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।
৪। গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

৫। গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সব হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।
৬। জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।
৭। জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যেসব সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো ধরনের কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

বিভিন্ন সেবায় অযৌক্তিক ও

৮ পৃষ্ঠার পর

সভায় এ হুঁশিয়ারি দেয় পোর্ট ইউজার্স ফোরাম। সেখানে বন্দর ব্যবহারকারী বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি কয়েক হাজার পেশাজীবী সংগঠনের নেতাকর্মী যোগ দেন।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, বিদেশিদের সুবিধা দিতে এই বর্ধিত মাশুল কার্যকর করা হয়েছে। এর প্রভাব পড়বে পণ্যের দামে। শুধু চট্টগ্রাম নয়, সারা দেশের মানুষকে পণ্য কিনতে গুনতে হবে কয়েকগুণ বাড়তি টাকা, যা দেশের অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলবে।

তবে বন্দর কর্তৃপক্ষের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪০ বছর পর বাস্তবভিত্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ চট্টগ্রাম বন্দরে উন্নয়নের অগ্রযাত্রার সুফল।

সভায় পোর্ট ইউজার্স ফোরামের সভাপতি আমীর হুমায়ুন মাহমুদ চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরে ৪১ শতাংশ মাশুল বৃদ্ধির পর আমরা পোর্ট ইউজার্স ফোরামের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করি। যেখানে আমাদের দুটো পয়েন্ট ছিল। আপাতত ট্যারিফ স্থগিত করা এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বসে যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত ট্যারিফ নির্ধারণ করা।

তিনি বলেন, আন-অফিসিয়ালি আমাদের জানানো হয়েছেড় প্রধান উপদেষ্টা সনদ স্বাক্ষর নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তাই তিনি এটাতে (ট্যারিফ) মনোযোগ দিতে পারেননি। এই কারণেই আমরা প্রতিবাদ সভা আহ্বান করেছি। এর উদ্দেশ্যড় স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, এরপরে যদি ব্যস্ততা দেখিয়ে এটাতে (ট্যারিফ) মনোনিবেশ করা না হয় তাহলে চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা বেশিদিন আর অপেক্ষা করবে না। একটা কর্মসূচি আমাদের অবশ্যই দিতে হবে।

নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আগামীকাল থেকে প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করবে। আমি নাম বলছি না, আরও দুটি অ্যাসোসিয়েশন একইভাবে কর্মবিরতি পালন করবে। আমরা আজকে সরকারকে আরও একটি স্মারকলিপি প্রদান করব। এক সপ্তাহের মধ্যে যদি ট্যারিফ ইস্যু সমাধান করা না হয়, তাহলে চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ করে দেওয়া হবে। এটা শুধুই চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের জন্য নয়, এটা সারা দেশের ব্যবসায়ীদের জন্য- সারা বাংলাদেশের জনগণের জন্য। কারণ এই টাকা কাটা যাবে সারা বাংলাদেশের মানুষের পকেট থেকে।

এলপিজি অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি আমিরুল হক বলেন, ‘দুর্ভাগ্যভাবে আমার জন্মটা মগের মুল্লুকে হয়েছে। ভেরি আনফরচুনেটলি যারা এখন এই ট্যারিফটা যারা করেছেন, তারা মনে করেছেন যে, মগের মুল্লুকের মানুষের ওপরে আমরা চাপিয়ে দিলাম। ওদের কোনো কথার কোনো দাম নেই। আমার ড্রাইভার যখন এখানে আসছে সে তো ফ্রি খাবে। ড্রাইভারকে কি পয়সা দিয়ে খেতে হবে? এটা কোন ধরনের কথা! ড্রাইভার পয়সা দেবে কেন বলেন না? এটা কোন সমাজে আছে, গাড়ি যখন যায় কর্ণফুলী ব্রিজ দিয়ে কিংবা কোনো ব্রিজ দিয়ে গাড়ির জন্য পয়সা নেই। ড্রাইভারের জন্য পয়সা আছে নাকি ভাই? গেট পাস কি ড্রাইভারের জন্য হতে পারে? এটা কি কোনো সভ্য সমাজে আছে?

তিনি আরও বলেন, একসময় গেট পাস ছিল ৫০ পয়সা। মনে আছে, কিনা মনে নেই। আমরা যারা পোর্টে ঢুকতাম গেট পাস ছিল ৫০ পয়সা। সেই ৫০ পয়সা ২৩০ টাকা করবেন। এ ধরনের কোনো অন্যায্য দাবি ৭০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে ফোর টাইম, ফাইভ টাইম, সিক্স টাইম, সেভেন টাইম পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

বিজিএমইএ নেতা ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান এমএ সালাম বলেন, ব্যবসায়ীরা সাধারণত প্রতিবাদ করে না। কিন্তু আমাদের বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দর একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও কোনো আলাপ-আলোচনা ছাড়া ট্যারিফ বাড়ানো হয়েছে। আমেরিকার ট্যারিফ কমাতে আমাদের সরকার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, সেই সরকার এটি কেমন দ্বিচারিতা করেছেন তা আমরা বুঝতে পারছি না।

বিজিএমইএর পরিচালক এসএম আবু তৈয়ব বলেন, আমরা প্রতিবাদ করার কথা নয়। কিন্তু প্রতি বছরে সব খরচ বাদ দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান আড়াই থেকে তিন হাজার কোটি টাকা লাভ করে সেই প্রতিষ্ঠান তাদের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কোনো আলাপ না করে কীভাবে ট্যারিফ বাড়াতে পারে?

চট্টগ্রাম শিপিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি পারভেজ সাত্তার বলেন, আমি যখন শিপিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তখন ডলারের মূল্য ছিল ৩১ টাকা। তখন থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের ট্যারিফ বাড়তে চেয়েছিল। আমরা কিন্তু এক টাকাও বাড়াতে দিইনি। বর্তমানে পোর্ট ইউজার্স ফোরামের নেতৃত্বে আছেন আমীর হুমায়ুন মাহমুদ চৌধুরী। তিনি একজন ডায়নামিক লিডার। আমি আশা করছি, উনিও সফল হবেন।

চট্টগ্রাম সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এসএম সাইফুল আলম বলেন, হঠাৎ করে ট্যারিফ বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবহন শ্রমিকরা। কিন্তু এ ক্ষতি সামগ্রিকভাবে সারা দেশের মানুষের ওপর প্রভাব ফেলবে। তাই আমরা চাই, সরকার এই ট্যারিফের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসুক। নতুবা আমাদের কঠোর কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।

বিজিএমইএর পরিচালক মো. সাইফুল্লাহ মনসুর বলেন, আমরা মনে করেছিলাম পটপরিবর্তনের পরে সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যবসাবান্ধব একটা পরিবেশ আসবে। কিন্তু আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না। অনলি বিকজ, আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইউনিটি না থাকার কারণে আজকের এই অবস্থা। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, কিছুদিন আগে প্রাইভেট আইসিডিগুলো তাদের আজ বৃদ্ধি করেছে। তারা তো সরকারের না, তারা আমাদের ব্যবসায়ীদের একটা অংশ। কারও সঙ্গে কথা বলা ছাড়াই বাফা, শিপিং সেক্টরগুলো তাদের চার্জ বাড়িয়েছে।

বারবিটার হাবিবুর রহমান বলেন, আমরা এই ব্যবসাটি চট্টগ্রাম থেকেই শুরু করেছিলাম। চট্টগ্রাম বন্দরের ট্যারিফ মোংলার ৪০% বেশি। এরপর যদি ট্যারিফ বাড়ে তাহলে অবস্থা খারাপ হবে। অলরেডি আমাদের ব্যবসা সেখানে শিফট করছি। এমনভাবে চললে চট্টগ্রাম থেকে ব্যবসা চলে যাবে।

অন্যদিকে প্রবেশমূল্য প্রায় পাঁচগুণ বাড়ানোর প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সব ধরনের আমদানি পণ্য পরিবহন একযোগে বন্ধ করে দিয়েছে পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনগুলো। এতে বন্দর থেকে আমদানি পণ্য বের হচ্ছে না, এমনকি রপ্তানি পণ্য প্রবেশেও ব্যাঘাত ঘটছে। স্বাভাবিক নিয়মে খালাস বন্ধ থাকায় বন্দরে প্রায় ৪৬ হাজার কনটেইনারের জট সৃষ্টি হয়েছে।

গত ১৪ অক্টোবর রাত ১২টা থেকে প্রবেশমূল্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কার্যকরের পর গত ১৫ অক্টোবর থেকে পণ্য পরিবহন বন্ধ রেখে কর্মবিরতি চালিয়ে আসছিল চট্টগ্রাম ট্রেইলর মালিক সমিতি। এর সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে বন্দরের পণ্য পরিবহনে যুক্ত বিভিন্ন যানবাহনের মালিক-শ্রমিকদের মোট ১৮টি সংগঠন। তারা পণ্য পরিবহন মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদ নামে একটি সম্মিলিত মোর্চা গড়ে তুলেছে।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে পণ্য পরিবহন মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদ ঘোষণা দিয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার কিংবা বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত না নেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ধর্মঘট চলবে। অর্থাৎ অনির্দিষ্টকালের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য পরিবহন বন্ধ থাকবে।

নগরীর কদমতলীতে আন্তঃজিলা মালামাল পরিবহন সংস্থার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রাম ট্রেইলর মালিক সমিতির সভাপতি মোর্শেদ হোসেন নিজামী, চট্টগ্রাম প্রাইম মুভার অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন, চট্টগ্রাম ট্রাক-কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মজুমদার মানিক, চট্টগ্রাম জেলা প্রাইম মুভার ও ট্রেলার শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়েরসহ মোট ১৮টি সংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে, চট্টগ্রাম বন্দরে সম্প্রতি বিভিন্ন সেবা খাতে ৪১ শতাংশ মাশুল বৃদ্ধি কার্যকরের পর বন্দরে যানবাহন প্রবেশের গেট-ফি পাঁচগুণ বেড়ে গেছে। আগে পণ্য পরিবহনকারী প্রতিটি যানবাহনকে ৫৭ টাকা ৫০ পয়সা গেট-ফি দিতে হতো। এখন বাড়িয়ে ২৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে মালিক-শ্রমিক সংগঠগুলো একমত হয়ে পণ্য খালাস বন্ধ রেখেছে।

চট্টগ্রাম প্রাইম মুভার অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন বলেন, ‘এই যে ৫৭ থেকে ২৩০ টাকা গেট-ফি হঠাৎ করে বাড়িয়ে দিল, এই টাকাটা কে দেবে? আগে তো এটা ড্রাইভার দিত। কারণ আমাদের এখানে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য যেখানে নিয়ে যাওয়া হতো, সেজন্য যে খরচ নির্ধারণ করা হতো, সেই খরচের মধ্যে এই টাকাটা যুক্ত ছিল। এখন ২৩০ টাকা করার ফলে মাসে ১৮০০ থেকে ২ হাজার টাকা খরচ বেড়েছে। কিন্তু এখন ড্রাইভাররা ঘোষণা দিয়েছেন, তারা কোনোভাবেই বাড়তি গেট-ফি দেবে না, এই টাকাটা মালিককে দিতে হবে। এটা তো আমাদের পক্ষে বহন করা কঠিন।’

চট্টগ্রাম ট্রাক-কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মজুমদার মানিক বলেন, ‘আমরা পণ্য পরিবহনকারী ১৮টা সংগঠন আছি, আমাদের ফেডারেশন আছে। কারও সঙ্গে একবার কথা বলার প্রয়োজন বোধ করল না, হঠাৎ করে ৫৭ টাকা ৫০ পয়সা থেকে গেট-ফি হয়ে গেল ২৩০ টাকা। আমাদের পরিবহনের মালিকরা এতে ক্ষুব্ধ, শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ, এমনকি ব্রোকাররাও বলছে এভাবে পণ্য পরিবহন করা সম্ভব নয়। সবাই আমাদের চাপ দিচ্ছে প্রতিবাদ করার জন্য। আমরা পণ্য পরিবহন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি।’

চট্টগ্রাম ট্রেইলর মালিক সমিতির সভাপতি মোর্শেদ হোসেন নিজামী বলেন, ‘আকস্মিক প্রবেশ-ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে আমরা গত বুধবার থেকে কর্মবিরতি পালন করে আসছি। এখন আমাদের সঙ্গে সর্বস্তরের মালিক-শ্রমিক সংগঠনগুলো একাত্মতা প্রকাশ করে তারাও ধর্মঘট শুরু করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত বন্দর কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকার আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে সুরাহা করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কর্মসূচি চলবে।’

উল্লেখ্য, ব্যবহারকারীদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই হুট করে চট্টগ্রাম বন্দরে ৪১ শতাংশ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে ব্যবসায়ী সমাজ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদাসীনতা বা আসকারার কারণে এমন প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন তারা। যে কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে যানবাহনের প্রবেশ ফি ইতোমধ্যে চার গুণ বাড়ানোর প্রতিবাদে নিজেদের কার্যক্রম বন্ধ করেছে চট্টগ্রামের প্রাইম মুভার মালিক ও শ্রমিকদের ১৮টি সংগঠন।

‘আইনি ভিত্তি ছাড়া জুলাই সনদ গণপ্রতারণা ও জাতির সঙ্গে প্রহসন’ বললেন এনসিপি নেতারা

৯ পৃষ্ঠার পর

জনতার চাপেই সরকার এই ঐকমত্য কমিশন গঠন, সংস্কার প্রক্রিয়া এবং জুলাই সনদ পর্যন্ত এসেছে।

১৯৯০-এর মতো আরেকটি রাজনৈতিক পুনরাবৃত্তি দেখতে চান না উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, আমাদের লড়াই শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নয়, বরং একটি ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। শুধু নেতৃত্ব পরিবর্তন নয়, কাঠামোগত সংস্কারই গণতন্ত্রের সমাধান। ৯০-এর মতো জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে আবার বিক্রি করতে দেয়া হবে না।

গত শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগে ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের প্রসঙ্গে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, শহিদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের প্রতি অবমাননা করা হয়েছে। জনগণের আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি ওই অনুষ্ঠানে।

তিনি আরও বলেন, এটি তখনই অর্থবহ হবে, যখন প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস (প্রধান উপদেষ্টা) একটি আদেশ জারি করে জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দেবেন। এরপর গণভোট ও গণপরিষদের মাধ্যমে নতুন সংবিধান রচনা করতে হবে।

এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন জানান, দলটি জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেয়ার দাবিতে রাজপথে কর্মসূচি নিয়েছে।

তিনি বলেন, ঐকমত্য কমিশনে আমরা জোরালো ভূমিকা রেখেছি। কিন্তু অনেক রাজনৈতিক দল এখনো এটিকে কেবল রাজনৈতিক সমঝোতা বা জেন্টেলম্যান অ্যাগ্রিমেন্ট হিসেবেই রাখতে চায়।

জোহরান মামদানিকে ‘অপ্রতিরোধ্য’

৫২ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জোহরান মামদানি নীরবে-নিভৃতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করে যাচ্ছেন। যাতে তাদের ভোট তার বাক্সে পড়ে। যাতে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা পিছিয়ে পড়ে। এগুলোর কিছু কিছু সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও বেশিরভাগ ঘটনা প্রকাশ্যে আসে না।

জোহরান মামদানি কীভাবে নিজ দলের জন্য আশার পাশাপাশি নিরাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন সে কথাও তুলে ধরা হয়েছে। গত কয়েক মাস ধরে তিনি নিউইয়র্ক শহরের সাবেক কর্মকর্তা ও প্রখ্যাত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বৈঠক করে যাচ্ছেন। শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর প্রধানদের সঙ্গে দেখা করছেন। এমনকি, হতাশ স্থানীয় ডেমোক্র্যাট নেতাকর্মীদের সঙ্গেও কথা বলছেন তিনি। তারা সবাই নতুন রাজনৈতিক তারকার সঙ্গে আগ্রহ নিয়ে কথা বলছেন।

এর মাধ্যমে দুই ধরনের সুবিধা হচ্ছে বলেও প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়। বলা হয়, জোহরান মামদানি একদিকে যেমন নিজের দুর্বলতাগুলো জানতে পারছেন, অন্যদিকে, সেগুলো দূর করার উপায় সম্পর্কেও পরামর্শ পাচ্ছেন। সবাই একমত হতে পারেন এমন বিষয়গুলো তিনি তুলে ধরছেন। তিনি সমালোচকদের বক্তব্য শুনছেন। বিশেষ করে, ধনকুবের নিউইয়র্কবাসী ও ইসরায়েলপন্থি অ্যাক্টিভিস্টদের, যারা জোহরান মামদানির করনীতি ও ফিলিস্তিনের পক্ষে তার অবস্থানকে নিয়ে ভীত।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের রাজনৈতিক প্রতিবেদক অ্যাসটিড ডব্লিউ হের্নডন গত পাঁচ মাস ধরে জোহরান মামদানির নির্বাচনী প্রচারণা অনুসরণ করছেন এবং দুইবার এই প্রার্থীর সাক্ষাৎকার নেন। এ ছাড়াও, তিনি সার্বিক পরিস্থিতি বোঝার জন্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ৪০ কর্মকর্তা, অর্থদাতা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকের সঙ্গে কথা বলেছেন।

একদিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে হের্নডন বলেন, জোহরান মামদানির সঙ্গে হেঁটে চলাটাও যেন ‘এক্সট্রিম স্পোর্টস’। নির্বাচনী প্রচারণার সদরদপ্তর থেকে সকালের নাস্তার দোকানড়সব জায়গায় ভক্তদের সেলফি তোলার হিড়িক। এ যেন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা সুযোগ। দক্ষিণ আফ্রিকার কৌতুক অভিনেতা ট্রেভর নোহার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় জোহরান মামদানির। যুক্তরাষ্ট্র ও উগান্ডার দ্বৈত নাগরিক জোহরানকে জড়িয়ে ধরেন তিনি। তাকে নিয়ে পডকাস্ট করার আগ্রহ প্রকাশ করেন নোহা।

আগামী ৪ নভেম্বর নিউইয়র্ক শহরের মেয়র নির্বাচন হতে যাচ্ছে। সেই নির্বাচনে জোহরান মামদানির মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হচ্ছে প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাট নেতা ও নিউইয়র্ক রাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমোকে। নির্বাচনী দৌড় থেকে নিউইয়র্কের বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস সরে দাঁড়ানোয় কুয়োমোর প্রতি জনসমর্থন আগের তুলনায় বেড়েছে। রিপাবলিকান পার্টির মেয়র প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়াকে নিয়ে গণমাধ্যমে তুলনামূলক কম আলোচনা হলেও, তিনি এখনো সক্রিয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাশা কার্টিস স্লিওয়া এই প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াবে। তাহলে তার ভোট কুয়োমোর বাক্সে পড়বে। সে ক্ষেত্রে কুয়োমোর জন্য জোহরানকে হারানো সহজ হবে। ট্রাম্প চান ‘কমিউনিস্ট’ জোহরান যেন কোনো অবস্থাতেই জিততে না পারেন। তিনি জিতলে তা ট্রাম্পের জন্য ‘অপমানজনক’ হবে মনে করছেন অনেক রিপাবলিকান বিশ্লেষক।

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচন নিয়ে ট্রাম্পের ‘উসকানিমূলক’ বক্তব্য নিয়ে জোহরান মামদানির মন্তব্য, ‘আমাদের শহর, মূল্যবোধ ও জনগণকে নিয়ে কেউ বাজে কথা বললে তা মোকাবিলার সবচেয়ে কার্যকর পথ হচ্ছে এর বিরুদ্ধে লড়াই করা।’ দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়ড়চলতি বছর মোট ভোটারের সাত শতাংশ নতুন। তাদের অধিকাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে। জোহরান মামদানির আছে ৪০ লাখের বেশি ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার। এ ছাড়াও আছে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক। তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। সমাজমাধ্যমে তার উপস্থিতি সব সময় তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জোহরান মামদানি মনে করেন, তার রাজনৈতিক সদিচ্ছা এসেছে প্রয়োজন থেকে। তিনি বলেন, ‘রাজনীতি এমনকিছু নয়, যা শুধু ধারণ করতে হয়। বরং এটি এমনকিছু যা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। আপনি একজনকে বোঝানোর জন্য দ্বিতীয়বার সময় পাবেন না।’

অনেকের মতে, তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগ তাকে এত জনপ্রিয় করে তুলেছে। তাকে ক্ষমতার দোরগোড়ায় এনেছে। জোহরান মামদানিকে অনেকে প্রশ্ন করেন, ‘আপনি কি জেতার লক্ষ্য নিয়েই নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন, নাকি প্রার্থী হতে হয় বলেই প্রার্থী হয়েছেন।’ এ ক্ষেত্রে তার জবাব, ‘দুটোই হতে পারে। আপনি জেতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে পারেন। আবার ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরি করতে পারেন।’

বৃহস্পতিবার দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবদনে কুইননিপিয়াক ইউনিভার্সিটির জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। গত ৩ থেকে ৭ অক্টোবর পরিচালিত সেই জরিপে জোহরান মামদানির পক্ষে মত দিয়েছেন ৪৬ শতাংশ ভোটার, অ্যান্ড্রু কুয়োমোর পক্ষে মত দিয়েছেন ৩৩ শতাংশ ও কার্টিস স্লিওয়ার পক্ষে ১৫ শতাংশ। এ ছাড়াও, পাঁচ শতাংশ বলেছেন তারা এখনো ঠিক করেননি ও এক শতাংশ বলেছেন যেকোনো একজন প্রার্থকে তারা ভোট দেবেন। এখন পর্যন্ত এটিই সর্বশেষ জরিপ বলে সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিউইয়র্কে চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা'র ঐতিহ্যবাহী বিশাল মেজবান অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: ১নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনে পাবলিক স্কুল-১৭৯ এর মিলনায়তনে চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা'র উদ্যোগে ১২ অক্টোবর রোববার ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিল এবং চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী 'মেজবান' অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বীর চট্টলার পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিত্বকারি প্রবাসীরা সপরিবারে অংশ নেন এই মাহফিলে। মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক চিন্তাবিদ ড. সাইয়্যদ মুফতি মুহাম্মদ আনসারুল করিম আল আজহারী।

মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি মো. আবু তাহের। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এ্যাট লার্জ মঈন চৌধুরী, দেশ ও প্রবাসে আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত 'আব্দুল কাদের মিয়া ফাউন্ডেশন'র প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এম এ কাদের মিয়া, চট্টগ্রাম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এম এ রহিম, প্রতিষ্ঠাতা-কোষাধ্যক্ষ শামসুল আলম চৌধুরী, সাবেক সভাপাতি মোহাম্মদ হানিফ, কাজী আজম, সাবেক সেক্রেটারি মোর্শেদ রিজভী, নির্বাচন কমিশনার আবু তালেব চৌধুরী চান্দু প্রমুখ। সকল বক্তাই বীর চট্টলার প্রবাসীগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই মাহফিলের মধ্যদিয়ে তারা ঐক্যের সুমহান এক ঐতিহ্যকে এগিয়ে নেয়ার পথ সুগম করলেন।

এই মাহফিলের জন্যে গঠিত সাব কমিটির আহবায়ক মো. টি আলম, যুগ্ম আহবায়ক মো. কলিমউল্লাহ, সদস্য সচিব শফিকুল আলম, যুগ্ম সদস্য-সচিব মোহাম্মদ ঈশা, প্রধান সমন্বয়কারি আরিফ চৌধুরী এবং সমন্বয়কারি তানিম মহসিন ছিলেন অতিথি আপ্যায়নে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও স্কুলের মিলনায়তন কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালে চট্টগ্রাম সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় 'ঈদে মিলাদুন্নবী (স:) উদযাপনের মধ্যদিয়ে। এবারের আয়োজনেও সপরিবারে বিপুলসংখ্যক প্রবাসীর সমাগম ঘটায় সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সমিতির সভাপতি মো. আবু তাহের এবং সেক্রেটারি আরিফুল ইসলাম। - ইউএসএনিউজ

১৭ অক্টোবর শুক্রবার নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি শহরে মুক্তি পেয়েছে আরেফিন শুভর "নীল চক্র"

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৭ অক্টোবর শুক্রবার নিউ ইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের আরো কয়েকটি শহরে মুক্তি পেয়েছে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর ৫২তম পরিবেশনা নীল চক্র"। শুরুর দিনেই নিউ ইয়র্ক এর কিউ গার্ডেনস সিনেমায় বিপুল সংখ্যক চলচ্চিত্রপ্রেমীর ভীড় লক্ষ্য করা গেছে । আপাতত: আগামী ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন দুটি করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রয়েছে।

এ ছবিতে আছেন সকলের প্রিয় এবং প্রশংসায় স্নাত আরিফিন শুভ। নীলচক্র বায়োস্কোপ ফিল্মস এর পরিবেশনায় আরিফিন শুভ-র ৫ম ছবি । ঢাকা আট্যাক , শাপ্লড়ু , মিশন এক্সট্রীম ১ এবং ২- আর এখন- 'নীল চক্র" । "নীল চক্র" ছবিটি আরেকটি কারনে বিশেষ হয়ে আছে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর জন্যে । এ ছবিতে আছেন- মন্দীরা চক্রবর্তী । বায়োস্কোপ ফিল্মস বিশ্বাস করে- বাংলা ছবি'র ভবিষ্যৎ তিনি । ইউরোপীয় গড়ন এবং Michelle Pfeiffer এর মত " high cheek-bones" এবং সৌন্দর্যের মাদকতা- সবই তাঁর আছে । দেশীয় এবং বি-দেশীয় যে কোন নারী চরিত্রে অনায়াসে মানিয়ে নিতে পারবেন তিনি । অনেকদিন পর- বাংলা ছবি'র ভিতে দাঁড়ানো এক আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মানিয়ে নেয়া এক নায়িকার সন্ধান পাওয়া গেছে। বায়োস্কোপ ফিল্মস আশা করছি আপনারা তাকে সাদরে সবাগতম জানাবেন ।"নীল চক্রের" তরুন পরিচালক মিঠু খান এ ছবিতে একটা সুন্দর মেসেজ রেখেছেন । তাই কেবল ছবি নয়- "নীল চক্র" একটা শক্ত গল্পের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে ।

বায়োস্কোপ ফিল্মস এর নওশাবা রশিদ ও রাজ হামিদ বাংলা ছবির পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, নিউ ইয়র্ক , লস আঞ্জেলেস , ড্যালাস , সান ফ্রান্সিস্কো , ওরল্যান্ডো , ডেট্রয়েট এ প্রদর্শনীর শুরু করে- পর্যায় ক্রমে চেষ্টা করা হবে সব খানে আসবার। Halloween, Diwali, Oscar Runs, Holiday Releases এর ঘূর্ণিপাকের মধ্যেও বায়োস্কোপ ফিল্মস চেষ্টা করছে উত্তর আমেরিকায় নিয়মিত বাংলা ছবি প্রদর্শনের।

সিলেটবাসীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অর্ন্তবর্তী সরকারের কার্যকর ভুমিকার জন্য যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ এসোসিয়েশানের স্মারকলিপি প্রদান

পরিচয় ডেস্ক:সিলেটবাসীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমান অন্তবর্তী সরকারের কার্যকর ভুমিকা রাখার আহবান জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ এসোসিয়েশানের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি গত ১৫ অক্টোবর বুধবার অপরাহ্নে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের মাননীয় কন্সাল জেনারেল জনাব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এসময় যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ এসোসিয়েশানের প্রেসিডেন্ট মইনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদ, কোষাধ্যক্ষ ময়নুজ্জামান চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জাকারিয়া মহিউদ্দিন আর নেই, মরদেহ ঢাকায় প্রেরণ

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী জাকারিয়া মহিউদ্দিন গত ১৬ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার বিকেল ৬টা ৩৫ মিনিটে নিউ ইয়র্ক এর লংআইল□্যান্ডের নর্থশোর হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন । (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) । তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ অবস্থায় এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। নিউইয়র্কের প্রবাসী সঙ্গীতশিল্পী ও বিশিষ্ট গিটারিস্ট জাকারিয়া মহিউদ্দিন বাংলাদেশের পপগুরু আজম খান-এর গান অসাধারণভাবে পরিবেশন করতেন । নানান ধরনের গিটার বাজানোর পারদর্শিতায়ও তিনি ছিলেন অসাধারণ।

স্টুডেন্ট ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে এসে জাকারিয়া মহিউদ্দিন তিন দশকের বেশি সময় যাবত নিউইয়র্ক শহরে বাস করছিলেন। নি:সন্তান জাকারিয়া মহিউদ্দিন রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আদর্শে বিশ্বাসী লড়াকু কলম সৈনিকও ছিলেন। উল্লেখ্য তিনি ঢাকার মতিঝিল মডেল স্কুলের প্রথম ব□্যাচের এসএসসির শিক্ষার্থী ছিলেন । তাঁর মৃত্যুতে কমিউনিটিতে পরিচিতজনের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। শুক্রবার ১৭ অক্টোবর বাদ জুমা জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে তাঁর নামাজে জানাজার পর সরদেহ ঢাকায় পরিবার পরিজনের কাছে পাঠানো হয়।

লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২ এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত বুধবার ৮ই অক্টোবর জ্যাকসন হাইটসের বারী টাওয়ারের রোমিও'স ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টেলায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২ নিউইয়র্কের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন আসেফ বারী সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ডিস্ট্রিক্টের প্রাক্তন গভর্নরসহ ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২ এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন লায়ন্স ক্লাবের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, ট্রেজারার সহ অর্ধশতাধিক লায়ন সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি লায়ন আহসান হাবীব। অনুষ্ঠানের শুরুতেই লায়ন টোস্ট উপস্থাপন করেন লিও চেয়ারম্যান মারিয়া সানচেজ।

এরপর মূল আলোচনায় ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন আসেফ বারী সভায় সকলকে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, লায়নের সকল সম্মানিত সদস্য একে অপরের পরিপূরক। লায়ন সদস্যদের সহযোগিতা ছাড়া লায়ন গভর্নরের এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এবং লায়ন ডিস্ট্রিক্টকে আরও শক্তিশালী, কার্যকরী ও পরিপূর্ণ করার জন্য সকলকে একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার আহবান জানান। তিনি আনন্দের সাথে সকলকে জানান, লায়ন ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২ এর ১৪ বছরের পথ চলায় তাঁর দায়িত্বকালীন মেয়াদে সদস্য সংগ্রহ পরিপূর্ণতা অর্জন করে। ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন আসেফ বারী বলেন, লায়ন হচ্ছে বনের রাজা, লায়ন সদস্যগণ কখনও ঘুমান না এই অর্থে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও তাঁরা মানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে।

এরপর ডিস্ট্রিক্ট গভর্নরের সার্ভিস পার্টনার লেডি গভর্নর লায়ন মুনমুন হাছিনা বারী অনুষ্ঠানে সকলে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে গভর্ণের ২০২৫-২০২৬ মেয়াদকে সফল ও সার্থক করার জন্য আহবান জানান। এবং মিশন ১.৫ মিলিয়ন স্লোগান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলের হাতকে প্রসারিত করার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে রিজিওনাল চেয়ারম্যানগণ তাদের নিজ নিজ রিজিওয়নের প্রতিবেদন তুলে ধরেন। সভা শেষে পূর্বে লায়ন গভর্ণর আনন্দের সাথে ঘোষণা দেন যে, ১.৫ মিলিয়ন টার্গেট পরিপূর্ণের লক্ষ্যে আমাদের ডিস্ট্রিক্টের অধীনে আজকে আরেকটি নতুন লায়ন্স ক্লাব "নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন লায়ন্স ক্লাব" নামে লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল থেকে সনদ লাভ করেন। এবং উক্ত লায়ন্স ক্লাবের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি যথাক্রমে লায়ন মোহাম্মদ তারেক খান ও লায়ন মোঃ সোহেল হোসেনকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং উভয়কে তাদের পদবী স্মারক পড়িয়ে দেন গভর্নর আসেফ বারী।

অনুষ্ঠান শেষে লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট থেকে প্রেরিত "সার্টিফিকেট অব এপ্রিসিয়েশন" সম্মানিত লায়ন সদস্য লায়ন মুনমুন হাছিনা বারী ও লায়ন আহসান হাবীবকে ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর প্রদান করেন। উলেখ্য উক্ত "সার্টিফিকেট অব এপ্রিসিয়েশন" লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের একটি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননা। পরিশেষে ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে নৈশভোজের আমন্ত্রণের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

এক রক্ত পরীক্ষায় ৫০ ধরনের

৫২ পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষার মাধ্যমে এমন অনেক ক্যানসার শনাক্ত করা সম্ভব যেগুলোর মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশের জন্য এখনো কোনো নিয়মিত স্ক্রিনিং পদ্ধতি নেই।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে, শনাক্ত হওয়া ক্যানসারের অর্ধেকেরও বেশি প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়েছে। যে পর্যায়ে ক্যানসারটি সহজে চিকিৎসাযোগ্য এবং অনেক ক্ষেত্রেই নিরাময়যোগ্য অবস্থায় থাকে। এই পরীক্ষাটি টিউমার থেকে ভেঙে রক্তে মিশে যাওয়া ক্যানসার সৃষ্টিকারী ডিএনএ-এর অংশ শনাক্ত করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ২৫ হাজার প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে এই ট্রায়ালে এক বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় প্রতি ১০০ জনে একজনের টেস্ট পজিটিভ এসেছে। তাদের মধ্যে ৬২ শতাংশের ক্ষেত্রেই পরবর্তীতে ক্যানসার নিশ্চিতভাবে শনাক্ত হয়েছে।

আর যাদের পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ ছিল, তাদের মধ্যে ৯৯ শতাংশের ক্ষেত্রেই পরীক্ষাটি সঠিকভাবে ক্যানসার না থাকার বিষয়টি নির্ধারণ করতে পেরেছিল।

স্তন, অন্ত্র ও জরায়ুমুখের স্ক্রিনিংয়ের সঙ্গে এই রক্ত পরীক্ষা যুক্ত করা হলে ক্যানসার শনাক্তের হার ৭ গুণ বেড়ে যায়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, শনাক্ত হওয়া ক্যানসারের তিন-চতুর্থাংশই ছিল ডিম্বাশয়, যকৃৎ, পাকস্থলী, মূত্রথলি ও অগ্ন্যাশয়ের মতো দেহের জটিল অংশগুলোর ক্যানসার, যেগুলোর জন্য বর্তমানে কোনো স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম নেই।

এই রক্ত পরীক্ষাটি প্রতি ১০ টির মধ্যে ৯ টির ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ক্যানসারের উৎস সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে। এই চমকপ্রদ ফলাফল ইঙ্গিত দিচ্ছে, ভবিষ্যতে এই রক্ত পরীক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যানসার শনাক্তে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

গবেষণাটির সঙ্গে জড়িত নন এমন বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলেছেন, এই রক্ত পরীক্ষা ক্যানসারজনিত মৃত্যুহার কমাতে পারবে কিনা, তা প্রমাণ করতে আরও শক্ত প্রমাণের প্রয়োজন।

গবেষণার সম্পূর্ণ তথ্য এখনো কোনো স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত হয়নি। এর প্রাথমিক ফলাফল বার্লিনে ইউরোপীয় সোসাইটি ফর মেডিকেল অনকোলোজি কংগ্রেসে প্রকাশ করা হবে।

তবে এই পরীক্ষার সফলতা অনেকটাই নির্ভর করছে ইংল্যান্ডের স্বাস্থ্য সেবা এনএইচএস-এর ১ লাখ ৪০ হাজার রোগীর ওপর পরিচালিত তিন বছরের একটি বড় ট্রায়ালের ফলাফলের ওপর, যা আগামী বছর প্রকাশিত হবে। এনএইচএস আগে জানিয়েছিল, যদি ফলাফল সফল হয়, তাহলে আরও ১০ লাখ মানুষের ওপর এই পরীক্ষা চালানো হবে।

এই গবেষণার প্রধান গবেষক ওরেগন হেলথ অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির রেডিয়েশন মেডিসিনের সহযোগী অধ্যাপক ড. নিমা নবাবিজাদেহ বলেন, এই নতুন তথ্যগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এই পরীক্ষা আমাদের ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের পদ্ধতিকে মৌলিকভাবে বদলে দিতে পারে। কারণ এটি অনেক ধরনের ক্যানসার প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করতে সাহায্য করবে, যে পর্যায়ে চিকিৎসা বা সম্পূর্ণ আরোগ্যের সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি।

তবে লন্ডনের ইনস্টিটিউট অব ক্যানসার রিসার্চের ট্রান্সলেশনাল ক্যানসার জেনেটিকস বিভাগের অধ্যাপক ক্লেয়ার টার্নবুল সতর্ক করে বলেন, 'গ্যালেরি টেস্ট দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত করা গেলেও, এটি ক্যানসারজনিত মৃত্যু কমাতে আদৌ কোনো সুবিধা দেয় কিনা, তা বোঝার জন্য মৃত্যুর হারকে ভিত্তি ধরে র্যান্ডমাইজড স্টাডি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

এই রক্ত পরীক্ষার উদ্ভাবক গ্রেইল কোম্পানির বায়োফার্মা বিভাগের প্রেসিডেন্ট হারপাল কুমার বলেন, 'আমরা মনে করি, এই ফলাফলগুলো অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। আমাদের সামনে একটি বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে অনেক বেশি সংখ্যক ক্যানসার, বিশেষ করে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ক্যানসারগুলো আগেই শনাক্ত করতে পারব এবং চিকিৎসা ও আরোগ্যও সম্ভব হতে পারে।

তবে ক্যানসার রিসার্চ ইউকের নাসের তুরাবি বলেন, 'যে ক্যানসারগুলো হয়তো ক্ষতিকর নয়, সেগুলো যাতে এই বাড়তি শনাক্তকরণে আওতায় না আসে সেটার জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন। ইউকে ন্যাশনাল স্ক্রিনিং কমিটি আরও পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে, এই পরীক্ষাগুলো ইংল্যান্ডের স্বাস্থ্যসেবা এনএইচএসের সেবায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না। সংবাদসুত্র বিবিসি

আটলান্টিকে লাল-সবুজ পতাকা

৫২ পৃষ্ঠার পর

অতিক্রম করার ঘটনা এটিই প্রথম। যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সাংবাদিক দম্পতি সাহাব উদ্দিন সাগর এবং শামসুন নাহার নিম্মি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। এ সময় তাদের একমাত্র সন্তান সাইফান নিহানও তাদের সাথে ছিলেন।

সাগর সাপ্তাহিক নবযুগের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। আর শামসুন নাহার নিম্মি নিউজ প্রেজেন্টার এবং সাইফান নিহান লং আইল্যান্ডের ক্রিসেন্ট স্কুলের ৫ম বর্ষের শিক্ষার্থী। তারা নিউইয়র্কে মিডিয়া ছাড়াও ব্যবসায় সফল। শাহাব উদ্দিন সাগর বাংলাদেশের প্রভাবশালী কূটনীতিক রিপোর্টার ছিলেন। শামসুন নাহার নিম্মি এনটিভির সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার ছিলেন। ২০১৫ সালে তারা নিউইয়র্কে পাড়ি জমান। মিডিয়ার পাশাপাশি তারা বিভিন্ন ব্যবসা ওপরিচালনা করছেন। ক্রুজে এ দম্পতির তোলা ছবি আপলোড করার পর মুহূর্তে ফেসবুকে লক্ষাধিক ভিউ হয়।

গত ৭ অক্টোবর এমএসসি ক্রুজের ১৬ তলার ডেক থেকে পতাকা ওড়ানো হয়। তারা ১৯ তলার ক্রুজটি ৫ অক্টোবর নিউইয়র্ক থেকে বাহামাসের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। আটলান্টিকের প্রায় ১৪শ নটিক্যাল মাইল অতিক্রম করে বাহামাস পৌঁছায় এ ক্রুজ। তাদের পতাকা তোলার ছবিগুলো নিউইয়র্ক থেকে প্রায় সাড়ে সাতশ নটিক্যাল মাইল অদূরে আটলান্টিক মহাসাগরের খোলা আকাশে তোলা।

বাংলাদেশের পতাকা তোলার ব্যাপারে সাহাব উদ্দিন সাগর বলেন, 'আটলান্টিকের আকাশটা বর্ণিল। পৃথিবীর যেখানে থাকি না কেন অন্তরের গহীনে থাকে বাংলাদেশ। ভালোবাসি বাংলাদেশ, ভালোবাসি লাল সবুজের পতাকা। আটলান্টিক মহাসাগরের ভাসমান শহর এমএসসি ক্রুজের ছাদটা রহস্যময়। এ ছাদ থেকে আকাশটা আরো বেশি আবেদনময়ী। মহাসাগরের নীল জল আর নীল আকাশে উড়িয়েছি আমার প্রিয় লাল সবুজ। ৃআটলান্টিক ৃ নীল অসীম আকাশ তোমরা যেমন তোমাদের বিশালতা নিয়ে গর্ব করো আমরা গর্ব করি আমাদের লাল সবুজের পতাকা নিয়ে। প্রিয় আটলান্টিক আমরা আবার আসবো আরো বড়ো লাল সবুজের পতাকা নিয়ে। সে পর্যন্ত তুমিও অপেক্ষায় থেকো আটলান্টিক। সংবাদসুত্র দৈনিক যুগান্তর

অভিজ্ঞতাই বড় যোগ্যতা - সাউথ এশিয়ান মিডিয়া কর্মীদের ভ্যার্চুয়াল সভায় মেয়র পদপ্রার্থী এন্ড্রু ক্যুমো

৫২ পৃষ্ঠার পর

ভ্যার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় মেয়র প্রার্থী ও সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু ক্যুমো সাউথ এশিয়ান মিডিয়া কর্মীদের কাছে প্রশাসনিক কার্যক্রমে তাঁর অতীত অভিজ্ঞতা, মেয়র হিসেবে বিভিন্ন পরিকল্পা ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া তুলে ধরে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

মূলধারার রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী ফাহাদ সোলায়মানের তত্তাবধানে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে মেয়র প্রার্থী ক্যুমো বলেন, বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি

আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। জননিরাপত্তা, শিক্ষা, বাসস্থান, মানসিক স্বাস্থ্যসহ সকল ক্ষেত্রেই নিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে, তাই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা অতিব জরুরী।

ক্যুমো আরো বলেন, আমি শুধু নিউইয়র্কের জন্যই অভিজ্ঞ নই, ফেডারেল স্তরেও অতীতে কাজ করেছি। সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের আমলে আমি ছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের হাউজিং ও আরবান ডেভেলপমেন্ট (হার্ড)-এর সেক্রেটারি। এর পর ১১ বছর নিউইয়র্কের গভর্নর হিসেবে এই স্টেট পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে আমার।

তিনি বলেন, এই শহর এখন এমন এক মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বই একমাত্র পথ দেখাতে পারে। প্রাক্তন গভর্নর কুমো বলেন, পোস্ট-কোভিড যুগে নিউইয়র্কসহ মার্কিন শহরগুলো ধনী জনগোষ্ঠির স্থানান্তর, জননিরাপত্তাহীনতা এবং শিক্ষা সংকটে ভুগছে।

মানুষ এখন ভালো স্কুল ও নিরাপদ পরিবেশের খোঁজে নিউ ইয়র্ক শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এর মধ্যেই 'ফার লেফট' বা চরম উদারনৈতিক মতাদর্শ শহর পরিচালনায় জটিলতা তৈরি করেছে। তিনি জানান, নিউইয়র্কের পাবলিক স্কুল ব্যবস্থা ঠিক করতে আমি মেয়রাল কন্ট্রোল পুনর্বহাল করব। বিশেষ মেধাবী শিক্ষার্থীদের 'গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড প্রোগ্রাম' ও বিশেষায়িত হাই স্কুলের সংখ্যা দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

নিরাপত্তা প্রসঙ্গে কুমো বলেন, আমাদের পুলিশ বাহিনী ইতিহাসের সবচেয়ে ছোট পরিসরে চলে এসেছে আমি ক্ষমতায় এলে আরো ৫ হাজার পুলিশ যুক্ত করবো, যার মধ্যে দেড় হাজার জন সাবওয়ে সিস্টেমে মোতায়ন করা হবে। মানুষকে নিরাপদ বোধ করাতে হবে, আর পুলিশের মনোবল ফিরিয়ে আনতে হবে। অর্থনীতি প্রসঙ্গে তিনি স্কুদ্র ব্যবসার প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন।

তিনি আরো বলেন, নিউইয়র্ক সিটিতে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধরা সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করছে। এই সহযোগিতার ধারা ব্যহত হতে দেয়া যাবে না। তিনি বলেন,নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনের সময় যতই এগিয়ে আসছে, ততোই জোহরান মামদানির সাথে আমার সমর্থনের ব্যবধান কমে আসছে। তিনি সাউথ এশিয়ানদের প্রতি তার পুর্বের কর্মকান্ড তুলে ধরে বলেন,শহরের অর্থনীতি ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় স্থিতিশীল নেতৃত্বের জন্যে আমাকে সমর্থন দিন। তিনি বলেন, আমি নির্বাচিত হলে আমার প্রশাসনে সাউথ এশিয়ান ব্যক্তিবর্গ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাবেন, এর মধ্যে বাংলাদেশীরাও থাকবেন।

'অভিজ্ঞ প্রশাসক' হিসেবে নিজেকে দাবী করে ক্যুমো নিউইয়র্কবাসীদের সেবা করার সুযোগ চেয়েছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি উল্লেখ করেছেন, ২০২৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হতে আগ্রহি নন। তার ধ্যান ও প্রচেষ্টা শুধু নিউইয়র্ক নিয়ে। আমি পুনরায় সবার শহর হিসেবে 'নিউইয়র্ক'কে গড়ে তুলতে চাই।

ভ্যার্চুয়াল সভাটি সঞ্চালনা করেছেন মিসেস মোনা। সহায়তা করেছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার ড. দিলীপ নাথ, কমিউনিটি বোর্ড সদস্য ফাহাদ সোলায়মান।

ফাহাদ সোলায়মান আরো বলেন, জোহরান মামদানি চার বছর ধরে স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও নিজেকে মুসলমান হিসেবে কখনো তুলে ধরেননি, এখন কেবল ভোটের জন্য কমিউনিটিকে কাছে টানার চেষ্টা করছেন।

নিউইয়র্কের মেয়র প্রার্থীদের প্রথম

৫২ পৃষ্ঠার পর

জরিপে এগিয়ে থাকা প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য কুমোকে হারিয়ে তিনি দলের আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন পান।

জোহরান নিউইয়র্ক নগরে বিনা মূল্যে বাস পরিষেবা, ভাড়ানিয়ন্ত্রণ এবং নগর কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সুপারমার্কেট পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী কুমো অবশ্য জোহরানের এসব পরিকল্পনাকে আকাশকুসুম কল্পনা এবং সরকারের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, যা অর্থনৈতিকভাবে অসম্ভব।

নিউইয়র্ক নগরের ৮৫ লাখ মানুষের শাসনভার কার হাতে যাবে, সেই আলোচনা আরও একবার জোরালো হয়ে ওঠে, যখন বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ান।

দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত বর্তমান মেয়র সরে দাঁড়ালেও তিনি কোনো প্রার্থীর প্রতি সমর্থন জানানি। তবে তিনি সরে যাওয়ার পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নতুন দিকে মোড় নেয়।

৬৭ বছর বয়সী কুমো ২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর ছিলেন। যৌন নির্যাতনের অভিযোগের জেরে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। ৩৩ বছর বয়সী জোহরান মামদানি কুইন্স বোরো থেকে নির্বাচিত অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সদস্য। তিনি তৃণমূল পর্যায়ে অদম্য প্রচারের মাধ্যমে তরুণ নিউইয়র্কবাসীর মধ্যে দারুণ উৎসাহউদ্দীপনা তৈরি করেছেন।

'ট্রাম্পের সঙ্গে লড়ব'

ট্রাম্প জোহরান মামদানিকে একজন 'কমিউনিস্ট' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি হুমকি দিয়ে বলেছেন, তিনি নির্বাচিত হলে তাঁর প্রশাসনের জন্য ফেডারেল তহবিল আটকে দেবেন।

তবে জোহরান বলেন, 'আমি প্রেসিডেন্টকে স্পষ্ট করে দিতে চাই, নিউইয়র্কের জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর জন্য আমি শুধু তাঁর সঙ্গে কথা বলতে নয়, তাঁর সঙ্গে কাজ করতেও প্রস্তুত।'

কুমো সতর্কতা উচ্চারণ করে বলেছেন, মামদানি জিতলে 'ট্রাম্প নিউইয়র্ক নগর দখল করে নেবেন এবং তখন মেয়র হবেন ট্রাম্প'। তিনি বলেন, এটা অনেকটা রাজধানীর ওয়াশিংটন ডিসির প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ঘটনার মতোই হবে। ট্রাম্প গত বুধবার ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি নিউইয়র্ক ও নিউজার্সির মধ্যে সংযোগকারী বহু বছরের মেগা প্রকল্প ১ হাজার ৬০০ কোটি মার্কিন ডলারের হাডসন গেটওয়ে টানেল 'বাতিল' করেছেন।

বিতর্কে তাঁর স্বপ্নের সংবাদের শিরোনাম কী হবে জানতে চাইলে মামদানি বলেন, সেটি হবে 'ট্রাম্পকে মোকাবিলা অব্যাহত রেখেছেন মামদানি।'

কুইনিপিয়াক ইউনিভার্সিটির জনমত জরিপ বলছে, এই টিভি বিতর্কের কারণে বেশির ভাগ ভোটারের মতের বদল হবে না। জোহরান ও কুমোর ১৮ শতাংশ সমর্থক তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার 'সম্ভাবনা নেই'; অন্যদিকে স্লিওয়ার সমর্থকদের মধ্যে এই হার ২৪ শতাংশ।

সর্বশেষ জরিপে ১৯৭১ সালে গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলস ভিজিল্যান্ট গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা ৭১ বছর বয়সী স্লিওয়া ১৫ শতাংশ সমর্থন নিয়ে বেশ পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। অন্যদিকে কুমোর প্রতি জনসমর্থন রয়েছে ৩৩ শতাংশ এবং জোহরান মামদানির প্রতি ৪৬ শতাংশ।

স্লিওয়া জোর দিয়ে বলেন, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য কুমোর পক্ষ থেকে দেওয়া লোভনীয় প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেননি। যেমন মোটা বেতনের লাভজনক চাকরি ও গাড়িচালক দেওয়ার মতো প্রস্তাব নাকি দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য কুমো এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

বিতর্ককে সামনে রেখে স্লিওয়া বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, 'আমি বলেছিলাম, আরে, এটা শুধু অনৈতিক নয়, এটা ঘুষ। এটা ফৌজদারি অপরাধ হতে পারে।'

শ্রোতাবিহীন অনুষ্ঠিত টেলিভিশিন বিতর্কের সবচেয়ে তীব্র বাক্যবিনিময় হয়েছিল নিউইয়র্কে বসবাসরত উল্লেখযোগ্য ইহুদি *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশি অ্যামেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা)-র ৯ম বার্ষিক নৈশভোজ সম্পন্ন

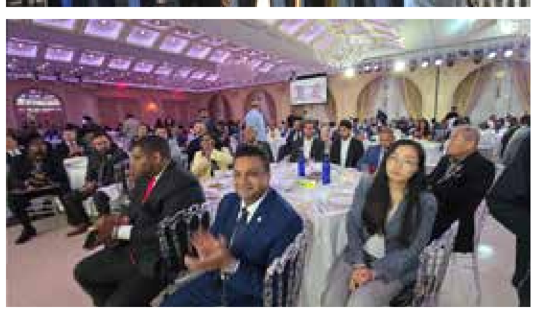

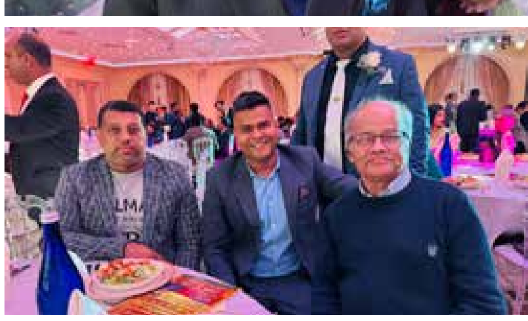

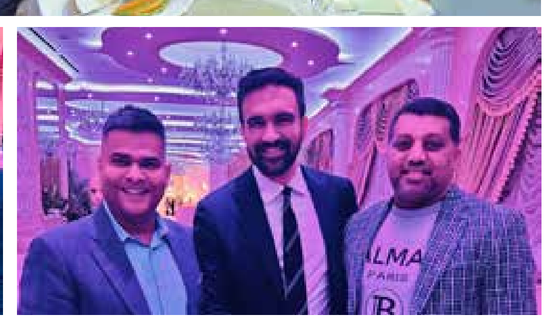

পরিচয় ডেস্ক: ১০ অক্টোবর শুক্রবার এনওয়াইপিডিতে কর্মরত বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ কর্মকর্তাদের সংগঠন- বাংলাদেশি অ্যামেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা)-র ৯ম এ্যানুয়াল ডিনার অনুষ্ঠিত হয়। কুইন্সের একটি অভিজাত পার্টি হলে আয়োজিত বার্ষিক গালা ডিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক পুলিশের কমিশনার জেসিকা টিশ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিটির মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানী।

বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ কর্মকর্তাদের সংগঠন বাংলাদেশি অ্যামেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা)-র সদস্যরা নিজেদের কর্মদক্ষতা, মেধা আর সর্বোচ্চ শ্রমে নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন গত বেশ কয়েক বছর ধরে। বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত পুলিশ সদস্যরা অর্জন করেছেন বিভিন্ন পদোন্নতি ও স্বীকৃতি ও সম্মাননা।

প্রায় দুই হাজার বাংলাদেশি আমেরিকান সদস্য বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা নিউ ইয়র্ক সিটির পুলিশ ডিপার্টমেন্টে।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের স্বাগত জানিয়েছেন বাংলাদেশি অ্যামেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন -বাপা'র প্রেসিডেন্ট এরশাদুর সিদ্দিক,ফার্স্ট ভাই প্রেসিডেন্ট একেএম আলম প্রিন্স,সেক্রেটারী রাশেকুর মালিক এবং মিডিয়া লিঁয়াজে জামিল সারোয়ার। ৫ শতাধিক অতিথিদের উপস্থিতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্যে ১১জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্প্রতি নিহত ডিটেকটিভ দিদারুল ইসলামকে মরনোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয়। আবেগঘন পরিবেশে এসময় সম্মাননা গ্রহণ করেছেন তার পরিবারের সদস্যরা।

অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রশংসা করে বলেন,তারা পুলিশের বিভিন্ন স্তরে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

বক্তারা বলেছেন,সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশি আমেরিকান -বাপা'র কর্মকর্তারা নিজেদের কর্মদক্ষতায় আরো বড় পরিসরে নিজেদের অবস্থান করে নিতে সক্ষম হবেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাষ্টির চেয়ারম্যান জনাব শাহ নেওয়াজ ও সদস্য নাঈম টুটুল, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান মেলিম ও কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, রুপসী বাংলা সম্পাদক শাহ জে চৌধুরী, কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্ণী মঈন চৌধুরী, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট ফাহাদ সোলায়মান, মঈনুজ্জামান চৌধুরী, নওশাদ হায়দার, মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, রাব্বী সৈয়দ, তরিকুল ইসলাম মিঠু প্রমুখ। ***ছবি পরিচয় এর নিজস্ব***

দুলাল বেহেদু'র বারবিকিউ ঢাকা জেলাবাসীদের মিলনমেলায় পরিণত

পরিচয় ডেস্ক: গত ১২ অক্টোবর রবিবার ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি দুলাল বেহেদু তার এলমহার্ষ্টস্থ বাসভবনে বিশাল বারবিকিউ পার্টির আয়োজন করেছিলেন। বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যা থেকে প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত বারবিকিউ আয়োজনে উপস্থিত হয়েছিলেন 'ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের অর্ন্তভূক্ত দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরাণীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এ যেন হয়ে উঠেছিল ঢাকা জেলার ৫টি উপজেলাবাসীদের মিলন মেলা। সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যে আয়োজিত পার্টিতে অংশ নিয়েছেন কমিউনিটির সুধিজন ও মিডিয়া-কর্মীরা। উপস্থিত অতিথিদের স্বাগত জানান দুলাল বেহেদু এবং তার স্ত্রী আছিয়া আক্তার।

অনুষ্ঠানটি ছিল সম্পুর্ণরূপে ভিন্ন এবং ব্যতিক্রমী একটি আয়োজন। অনুষ্ঠানে দুলাল বেহেদু দম্পতির একমাত্র কন্যা দানিন আফনান'র সম্প্রতি পবিত্র কোরআন শরিফ খতমের জন্যে শুকরিয়া জানানো হয়। আগতরা তার উজ্জল ভবিষ্যত কামনা করেছেন। সকলের জীবনে শান্তি কামনায় অনুষ্ঠানে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেছেন মাওলানা অলিউল্লাহ মো: আতিকুর রহমান।

দুলাল বেহেদু বলেছেন, আমরা কাজের ব্যস্ততার মাঝেও সংগঠন করি নিজেদের মাঝে সম্প্রীতির ঐতিহ্য, সৌহার্দের বন্ধন অটুট রেখে কল্যাণমুলক কাজ করতে। পরস্পরের সহযোগিতায় ফেলে আসা প্রিয় স্বদেশের উন্নয়নেও আমরা নিবেদিত থাকি। আপনাদের সকল সহযোগিতার জন্যে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাতে এই আয়োজন আমি প্রতি সামারেই আয়োজন করে আসছি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মূলধারার রাজনীতিক, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস আহমেদসহ অপর উপদেষ্টবৃন্দ, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম, কমিউনিট বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব, কমিউনিটি এ্যাক্টিভিষ্ট আব্দুর রশিদ বাবু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি দুলাল বেহেদু শত ব্যস্ততার মাঝেও বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় বারবিকিউ আয়োজনে উপস্থিত হওয়ার জন্য অতিথিসহ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ও ধন্যবাদ জানান।

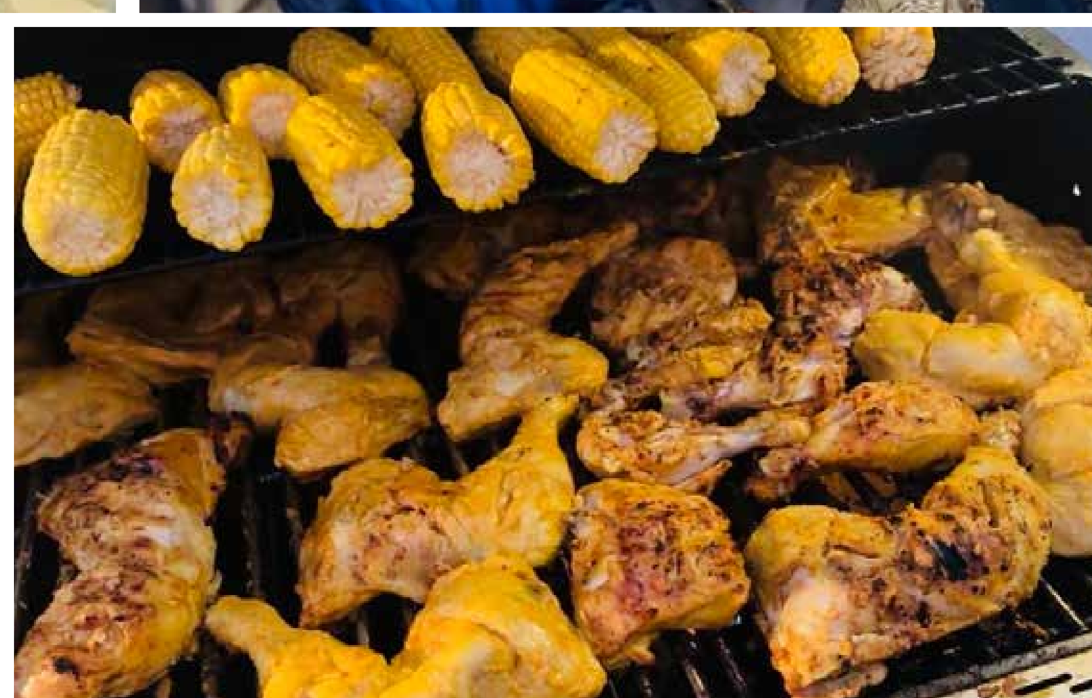

ফ্লোরিডার বিভিন্ন শহরে সোনালী এক্সচেঞ্জ'র ব্যবসায়িক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ বানিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংক পিএলসির এর সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানি,ইউএসএ, ১৯৯৪ সাল থেকে তথা দীর্ঘ ৩২ বছর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট এ বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের মাঝে রেমিট্যান্স সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ১০ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত ফ্লোরিডার বিভিন্ন শহরে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসী তথা রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সাথে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর ব্যবসায়িক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামিক সেন্টার অফ ফ্লোরিডা সিটি, মসজিদ উল মোমেনিন, হোমস্টেড, মসজিদ ই খলিল, ডেভি এবং আল আমিন সেন্টার, বয়্যন্টি বিচ, ফ্লোরিডায় পৃথক চারটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সভায় সোনালী এক্সচেঞ্জ এর প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও জনাব মোহাম্মদ মহসিন কবীর সোনালী এক্সচেঞ্জ এর বিভিন্ন সেবা বিশেষ করে সোনালী এক্সচেঞ্জ (ঝঊঈও এসইসিআই) মোবাইল এ্যাপ এর উপর বিশেষ গুরুতারোপ করে উক্ত এ্যাপ ব্যবহারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা উপস্থিত সকল বাংলাদেশী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সামনে তুলে ধরেন।

উক্ত এ্যাপটি কিভাবে আইফোন এর এ্যাপ স্টোর থেকে ও এনড্রয়েড ফোন এর গুগুল প্লে স্টোর থেকে ঝড়হধষর ঊীপযধহমব লিখে সার্চ দিয়ে ১-২ মিনিটের মধ্যে ডাউনলোড ও রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মূহূর্তের মধ্যে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ করা যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য প্রদান করেন এবং উপস্থিত ২০-২৫ জন্য প্রবাসী সাথে সাথে এ্যাপটি ডাউনলোড ও রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করেন।সোনালী এক্সচেঞ্জ(এসইসিআই) মোবাইল এ্যাপ দিয়ে যে কোন সময় যে কোন জায়গা থেকে বিনা খরচে এবং কম্পিটিটিভ এক্সচেঞ্জ রেট এ বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর বিশেষ সুবিধার কথা সকলের সামনে তিনি তুলে ধরেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ফরেন কারেন্সী রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ এর মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখার জন্য উপস্থিত সকল বাংলাদেশী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সোনালী এক্সচেঞ্চ এর পক্ষ থেকে তিনি ধন্যবাদ জানান। যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র সরকারী মালিকানাধীন মানি রেমিট্যান্স কোম্পানী, সোনালী এক্সচেঞ্জ এর সোনালী এক্সচেঞ্জ(এসইসিআই) মোবাইল এ্যাপস ব্যবহার করে বাংলাদেশে বেশি বেশি রেমিট্যান্স প্রেরণের জন্য সকল রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের তিনি অনুরোধ করেন।

মসজিদ ই খলিল, ডেবি ও আল আমিন সেন্টার, বয়্যান্ট বীচ, ফ্লোরিডায় অনুষ্ঠিত দুটি মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ ও সোনালী এক্স"ঞ্জ কোং ইনক, যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী মহোদয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি সকল বাংলাদেশী প্রবাসীদের সোনালী এক্সচেঞ্জ (এসইসিআই) মোবাইল এ্যাপ দিয়ে বিনা খরচে ও সর্বোচ্চ রেট এ বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। একই সাথে পরিচিত সকল বাংলাদেশী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের মোবাইল এ্যাপ ব্যবহারে অনুপ্রানিত করে বাংলাদেশে টাকা প্রেরণ করে বাংলাদেশ এর অর্থনীতির চাকাকে আরোও সচল করার জন্য সকলকে আহবান জানান। প্রধান অতিথির অংশগ্রহনে উক্ত মতবিনিময় সভাসমূহে উপস্থিত কমিউনিটি নের্তৃবৃন্দ তথা রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সোনালী এক্সচেঞ্জ এর বিভিন্ন সেবা বিশেষ করে সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল এ্যাপ ডাউনলোড, রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া ও রেমিট্যান্স প্রেরণ প্রক্রিয়া নিয়ে মত বিনিময় ও বিভিন্ন প্রশ্নত্তোর পর্বের মাধ্যমে সভাসমূহ প্রাণবন্ত হয়ে উঠে এবং সফলভাবে সম্পন্ন হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশনের বিনামূল্যে টিকাদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে মানবাধিকার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশন-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে বছরের প্রথম বিনামূল্যে টিকাদান কর্মসূচি। সংস্থাটির ত্রয়োদশ বর্ষে প্রবেশের এই সময়ে এটি ছিল ২০তম টিকাদান কর্মসূচি। ফ্লু ভাইরাস বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস প্রতিরোধে বিনামূল্যে টিকা প্রদান করা হয় ১১ অক্টোবর জ্যাকসন হাইটসে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সমাজকর্মী ও বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্রোকার, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. সোলায়মান আলী। তাঁর হাতেই প্রথম টিকা প্রদান করে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

এই কর্মসূচির স্পন্সরশিপে ছিল ওয়ালগ্রীন ফার্মাসি, যার সার্বিক সহযোগিতায় ফার্মাসি ম্যানেজার কর্টিজা শাহ এবং ফার্মাসিস্ট মারী লিম উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের টিকা প্রদান করেন। ফার্মেসি টেকনিশিয়ান হাসিনা আক্তার প্রতিবারের মতো এবারও সহযোগিতা করেন।

প্রতি বছর উত্তর আমেরিকায় হাজারো মানুষ সিজনাল ফ্লু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান। সেই সচেতনতা থেকেই "মানুষ মানুষের জন্য" স্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশন ১৩ বছর ধরে এই মহতী উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই, তাদের জন্য এই কর্মসূচি বিশেষভাবে সহায়ক। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

সভায় উপস্থিত বক্তারা সবাইকে নিজে টিকা নেওয়ার পাশাপাশি অন্যকেও উৎসাহিত করার আহ্বান জানান। কমিউনিটিতে টিকাদান কর্মসূচিকে সফল করতে সাংবাদিক, সমাজসেবী, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, পেশাজীবী ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান সভাপতি মো. সোলায়মান আলী ও সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার সেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইন্ডিয়ান প্রেস মিনিস্টার জনাব সাবান মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাইফুদ্দিন নাসির, জে বি বি এ নেতা কাজী শামসুদদোহা, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শরীফ কামরুল আলম হিরা, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপিকা মমতাজ শাহনাজ, এটিএন বাংলা নিউজ উত্তর আমেরিকার বার্তা প্রধান কানু দত্ত, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহ ফারুক, টেলিভিশন ক্যামেরা জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল হক জীবন এবং সি ভি এস ওয়ার্ল্ড নিউজ সাংবাদিক হারুনুর রশীদ। কর্মসূচির সার্বিক সহযোগিতা করেন যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশনের ডাইরেক্টর জাহানারা আক্তার আলী, সংস্থার প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হৃদয় মিয়া, এবং ডাইরেক্টর নাশিদ সানি।

আয়োজকবৃন্দ অংশগ্রহণকারী, অতিথি ও সংবাদকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, কমিউনিটির কল্যাণে এই ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তারা সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ভবিষ্যতেও পাশে থাকার আহ্বান জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনালের 'নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন ক্লাব' এর যাত্রা শুরু

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ববিখ্যাত সেবামূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল-এর নতুন চ্যার্টার্ড শাখা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে 'নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন ক্লাব'। ১৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়।

ক্লাবটির অনুমোদন প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনালের নিউইয়র্ক ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২ এর গভর্নর লায়ন আসেফ বারি টুটুল। তিনি গভীর উৎসাহ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে গত ১০ বছরে এই

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি কমিউনিটিকে একটি নতুন চ্যার্টার্ড ক্লাবের স্বীকৃতি এনে দেন।

তিনি বলেন, নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন ক্লাব কোনো বিভাজন বা জাতিগত গোষ্ঠী নয়। এটি একটি নতুন উদ্যোগ যার মাধ্যমে উদ্যমী, সেবামনস্ক ও নিবেদিতপ্রাণ সদস্যদের সম্পৃক্ত করে প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায়সহ বৃহত্তর সমাজে মানবতার সেবার পরিধি আরও বিস্তৃত করা হবে। এই ক্লাব নিউইয়র্কের ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে মানবসেবার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের প্রত্যাশা জাগিয়েছে।

ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা জানান, নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন ক্লাব মানবসেবার পাশাপাশি প্রবাসে নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেবে। তারা বিশ্বাস করেন, এই ক্লাবের উদ্যোগগুলো বাংলাদেশি কমিউনিটির ভাবমূর্তি ও অবদানকে আরও উজ্জ্বল করবে।

নতুন ক্লাবের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, 'নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন লায়ন্স ক্লাব' প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের মানবসেবার চেতনা ও নেতৃত্ব বিকাশে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনালের মূল প্রতিশ্রুতি'মানবতার সেবা'কে আরও শক্তিশালীভাবে এগিয়ে নেবে।"

নতুন ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দৃষ্টি সংরক্ষণ, ক্ষুধা নিবারণ ও পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সেবামূলক নেটওয়ার্ক বিস্তারের মাধ্যমে কমিউনিটির প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে।

এদিকে সংবাদ সম্মেলনে লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনালের নবগঠিত শাখা 'নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন ক্লাব'-এর প্রাথমিক কার্যনির্বাহী কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন তারেক হাসান খান এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ সোহেল হোসেন (আহমেদ সোহেল)। পরিচালকবৃন্দ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন গিয়াস আহমেদ, এম এম শাহীন, মোঃ খালেক ও মোহাম্মদ হোসেন কামাল। সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন নাঈম আহমেদ, মোহাম্মদ জামিল হোসেন ও মোহাম্মদ হুদা এবং সরওয়ার চৌধুরী সিপিএ।

কোষাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পেয়েছেন মুস্তাক চৌধুরী। সাংস্কৃতিক ও বিনোদন চেয়ারপারসন হিসেবে সংযোজিত হয়েছে ইশতিয়াক রুমি। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন তাহমিনা তুষটি (আডমিন) ও সাজ্জাদ রহমান খান (প্রজেক্ট)। নারী বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ফারহানা খান। টেইল টুইস্টার পদে রয়েছেন মহব্বত আখন্দ।

ক্লাব সার্ভিস চেয়ারপারসন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শাহরিয়ার রহমান বিপ্লব এবং লায়ন্স টেইমার হিসেবে রয়েছেন আমজাদ সেলিম। কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ হলেনড়আব্দুল এ মিয়া (পাখি), শাহজাহান চৌধুরী, গোলাম হোসেন, মোসলেহ উদ্দিন, অপু পাশা ও তাওহীদ মাহবুব মুন্না।

প্রসঙ্গত, লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল ১৯১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি বিশ্বের দুই শতাধিক দেশ ও অঞ্চলে ১৫ হাজারের বেশি ক্লাব ও প্রায় ১৪ লক্ষ সদস্য নিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সেবামূলক সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। "উই সার্ভ" ড় এই মূলমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে সংগঠনটি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, দৃষ্টি সংরক্ষণ, ক্ষুধা নিবারণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ বিভিন্ন মানবিক কর্মকাণ্ডে বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে। -ইউএসএনিউজ

কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ইউএসএ-র পক্ষ থেকে ভার্চুয়াল কমিউনিটি সেবা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের বাংলাদেশের ভোটার হতে প্রয়োজনীয় এনআইডি কার্ড, ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও অ্যাপোয়েনম্যান্টে সহযোগিতা প্রদান করবে কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ইউএসএ। এনআইডির জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে ওয়েবসাইটঃ https://services.nidw.gov.bd যেতে হবে ।

সহযোগিতার জন্য রিজার্ভেশন সময়ঃ সোমবার- শুক্রবার সন্ধ্যা ৬-৯ টা শনিবার-রবিবার সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা , ৩১ শে অক্টোবর পর্যন্ত। যোগাযোগঃ আশরাফুল আলম +১ (৯২৯) ২২২-০৪০৮ সভাপতি, কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক এবং মোঃ আসাদুজ্জামান ৬৪৬-৩৬১-১৮৫২, ট্রাস্টি বোর্ড প্রধান, কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কের মেয়র প্রার্থীদের প্রথম

৪৬ পৃষ্ঠার পর

সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে। কুমো অভিযোগ করেন, জোহরান মামদানি হামাসের নিন্দা করেননি। তিনি এমন একটি অবমাননাকর উক্তিকে সমর্থন করেছেন, যা তাঁর দাবি অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী সব ইহুদির মৃত্যুকে বোঝায়।

অন্যদিকে নগদ অর্থে জামিনের প্রতি সমর্থন জানানোর কারণে স্লিওয়া দুজনের কড়া সমোলোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, ঘৃণা-অপরাধের প্রতি তাঁদের যে নরম মনোভাব, এ থেকে সেটির প্রমাণ পাওয়া যায়। কুমো বলেন, 'কেন (জোহরান) হামাসের নিন্দা করছেন না? তিনি এখনো "ইন্তিফাদাকে বিশ্বায়ন করো" এই স্লোগানের নিন্দা করছেন না। যার অর্থ হলো সব ইহুদিকে হত্যা করো।' জোহরান মামদানি অবশ্য তাৎক্ষণিকভাবে কুমোর এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। স্লিওয়া তাঁর ভিজিল্যান্ট গ্রুপের নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, 'গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলসের নেতা হিসেবে আমি ৪৬ বছর ধরে এখানে এবং সারা বিশ্বে সব মানুষের জন্য সব সময় পাশে ছিলাম।'

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

নিউইয়র্কের মেয়র প্রার্থীদের প্রথম টিভি বিতর্কে তীব্র বাদানুবাদ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের একজন হচ্ছেন সমাজতান্ত্রিক, একজনের বিরুদ্ধে রয়েছে যৌন হয়রানির অভিযোগ এবং আরেকজন নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া ব্যক্তি। গতকাল বৃহস্পতিবার ‘চরম উত্তেজনাপূর্ণ’ এক বিতর্কে অংশ নিয়েছেন তাঁরা। এ সময় একে অন্যের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছেন। এই অপ্রত্যাশিত নির্বাচনী প্রচার এখন চূড়ান্ত ধাপে বলা চলে। আগামী ৪ নভেম্বরের নির্বাচনের আগে টেলিভিশনে সরাসরি দুটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর মধ্যে গতকাল প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের আগে জনমত জরিপে এগিয়ে থাকা ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী জোহরান মামদানি, স্বতন্ত্র প্রার্থী নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো এবং রিপাবলিকান কার্টিস স্লিওয়া ভোটারদের সামনে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

মেয়র নির্বাচনের আগাম ভোট গ্রহণ শুরু হবে ২৫ অক্টোবর থেকে।

বিতর্কে জোহরান প্রতিদ্বন্দ্বী কুমোর বিরুদ্ধে ওঠা যৌন কেলেঙ্কারি এবং কোভিড মহামারির সময় ‘নার্সিং হোমে বয়স্কদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার’ মতো বিতর্কিত প্রশাসনিক রেকর্ড নিয়ে কড়া আক্রমণ করেন।

স্লিওয়া তাঁর দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘ভালো যে আমি পেশাদার রাজনীতিবিদ নই। কারণ, এই শহরে অপরাধের সংকট তারাই সৃষ্টি করেছেন।’ পরে স্লিওয়া মন্তব্য করেন, ‘এই কক্ষে অনেক বেশি পৌরুষের দাপট (টেস্টোস্টেরন) চলছে।’

ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে জোহরান মামদানি সবাইকে চমকে দিয়ে কুমোকে হারিয়ে জয়ী হন। কয়েক সপ্তাহ ধরে জনমত *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

৬ বছর কানাডায় বাস

সীমান্তে আটক বাংলাদেশিকে নিয়ে বিপাকে মার্কিন কর্তৃপক্ষ

পরিচয় ডেস্ক: অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অভিযোগে কানাডায় আশ্রয়প্রার্থী এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ (আইসিই)। কানাডিয়ান প্রেসের প্রতিবেদনে বলা *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

‘আমি মনে হয় স্বর্গে যেতে পারব না’, কেন বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও পরকাল তথা মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে নিজের ভাবনার কথা জানিয়েছেন। স্বীকার করেছেন, হয়তো তিনি ‘স্বর্গের পথে’ নেই। স্থানীয় সময় রোববার ইসরায়েল যাওয়ার সময় এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। এয়ার ফোর্স ওয়ানে ফক্স নিউজের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

জোহরান মামদানিকে ‘অপ্রতিরোধ্য’ বলেছে নিউইয়র্ক টাইমস

পরিচয় ডেস্ক:নিউইয়র্ক শহরের মেয়র প্রার্থী ৩৩ বছর বয়সী জোহরান মামদানিকে দুঃসাহসী ও এখনো পর্যন্ত ‘অপ্রতিরোধ্য’ বলে মন্তব্য করেছে প্রভাবশালী মার্কিন দৈনিক দ্য নিউইয়র্ক টাইমস। ১৪ অক্টোবর দৈনিকটির প্রতিবেদনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনীত এই প্রার্থীর উত্থানের পেছনের গল্প তুলে ধরা হয়। *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

আটলান্টিকে লাল-সবুজ পতাকা ওড়ালেন বাংলাদেশি সাংবাদিক দম্পতি

পরিচয় ডেস্ক: এবার লাল-সবুজের পতাকা সুদূর আটলান্টিকে ওড়ালেন বাংলাদেশি এক সাংবাদিক দম্পতি। বাংলাদেশের পতাকা বহন করে অনেক জাহাজ হয়তো পাড়ি দিয়েছে আটলান্টিক। কিন্তু পতাকা নিয়ে আটলান্টিকের অতলান্ত জলরাশি *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

এক রক্ত পরীক্ষায় ৫০ ধরনের ক্যানসার শনাক্ত, গবেষণায় অভূতপূর্ব সাফল্য

একটি রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ৫০টিরও বেশি ধরনের ক্যানসার শনাক্ত করা সম্ভব বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, এই রক্ত পরীক্ষা ক্যানসার শনাক্ত করার গতিও বাড়িয়ে দেয়। মার্কিন ওষুধ কোম্পানি গ্রেইলের গ্যালেরি টেস্ট নামে এই পরীক্ষাটি উত্তর আমেরিকায় প্রয়োগ করে দেখা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, এই রক্ত *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় খাদ্য মজুতের ঘোষণা সুইডেনের

রুশ বাহিনী যে গতিতে ইউক্রেনে অগ্রসর হচ্ছে, তা অব্যাহত থাকলে চলতি ২০২৫ সাল বা আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছে সুইডেন। সম্ভাব্য সেই যুদ্ধের সময় যেন নাগরিকদের ভোগান্তি না হয়, সেজন্য আগে থেকেই খাদ্য মজুতের ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপের স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

অভিজ্ঞতাই বড় যোগ্যতা - সাউথ এশিয়ান মিডিয়া কর্মীদের ভ্যার্চুয়াল সভায় মেয়র পদপ্রার্থী এন্ড্রু ক্যুমো

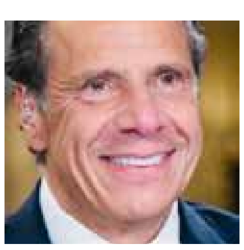

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সবচাইতে বড় নগরী নিউ ইয়র্ক সিটির জনগণের বিভিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে যে সাড়ে তিন লক্ষ লোক চাকুরীরত তাদের পরিচালনার জন্য যে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার প্রয়োজন তা কি একজন এসেম্লীম্যানের আছে, এ প্রশ্নটি কেউ করছেনা এমন অভিযোগ আগামী ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য নিউ ইয়র্ক সিটির আসন্ন মেয়র নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক গভর্ণর এন্ড্রু কুমোর। গত ১২ অক্টোবর রোববার সকালে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী ও সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু ক্যুমোর সাথে ‘সাউথ এশিয়ান মিডিয়া রাউন্ডটেবিল’ শীর্ষক *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*